

22.122

BHĀRATĪYA NĀTYA RAHASYA,

OR

A TREATISE ON HINDU DRAMA :

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE, MUS. DOC.,

Founder and President of the Bengal Music School ;

Officier d'Académie, Paris ; Member of the Royal

Asiatic Society and Fellow of the Royal Society

of Literature, Great Britain and Ireland ;

Associate Member of the Royal Academy

of Sciences, Letters and Fine Arts of

Belgium ; Member of the Royal

Academy of Music, Stockholm ;

Honorary Fellow of the

Royal Academy of St. Cecilia, and Honorary Member

of the Academy of Didascalica, (Rome) ; Corresponding

Member of the Royal Musical Institute of Florence ;

Corresponding Member of the Royal Academy

of Raffaello, Urbino, (Italy) ; Patron of the

Athenaeum of the Royal University

of Sassari (Sardinia)

&c. &c. &c.

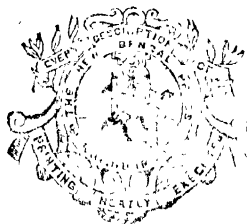
PRINTED BY S. P. CHATTERJEE,

AT THE NEW BENGAL PRESS, 102, GREY STREET,

CALCUTTA.

1878.

(All Rights Reserved.)



PRINTED BY

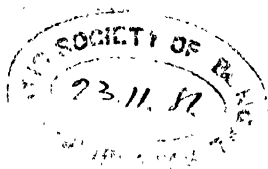
S. P. CHATTERJEE, AT THE NEW PRESS, 200, 1

102, GURU DASS

CHATTERJEE



8



ନମ୍ବର ।

ଆହୁଳୀନ

ଆହୁକାର ନାମ ।

୨୧୧

କାଗଜିଃ ନାଟିରହଣ

କୌଣିକଲହନ ନାମ

ବିଷୟ ।

Printed
at M.N.

କଲକାତା

Calcutta, Sona 1-84.

(ভারতীয় নাট্যরহস্য)

অর্থাৎ

সংস্কৃত সঙ্গীত ও অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী
নাট্যপ্রকরণ ।

১৯১১ সঙ্গীতাদ্যাদিভ্যেব প্রণীতানাং ও সভাপতি, সুইডেন
ও নরওয়ে-র নর কীং সঙ্গীত সভ্যাব সভা, লণ্ডনস্থ
রাজকীয় সাহিত্য সমাজের ফেলো, ফরাসি
এলাডমি অবিদ্যাব, ইটালীস্থ সুরেন্স-
নগরের রাজকীয় সঙ্গীত একা-
ডেমির সভ্য, ইত্যাদি

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মিউজিক্‌ স্যাক্স প্রণীত

এবং

নাথুরিয়াঘাটা-ইতে তৎকালীন প্রকাশিত ।

শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

অবিসংখ্য—শৌভাগ্যস্বরূপে প্রিন্ট ১০০ নম্বর ভবনস্থ

নূতন বাঙ্গালা গৃহে

মুদ্রিত ।

বঙ্গাব্দ ১২০৪ ।

डॉ. गवर्धन प्रसाद हे "छायापत्र" या वृक्ष पुस्तकालय ।





TO

THE HON'BLE ASHLEY EDEN, C. S. I.,

LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL,

THIS BOOK

IS

MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY HIS MOST GRATEFUL AND OBLIGED SERVANT,

THE AUTHOR.

মুখবন্ধ ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আৰ্য্যজাতির মধ্যে নাট্যপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । পাশ্বে কথিত আছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই প্রথমে নাট্য-প্রণালী আবিষ্কৃত করেন । পরে তরঙ্গ-ধ্বনি সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অরণ্যবাসী তপস্বীদিগকে শিক্ষা দেন এবং তত্প্রয়োগী গ্রহও প্রস্তুত করেন । মনুষ্যজাতির মধ্যে ভরতই যে নাট্যের প্রথম সৃষ্টিকর্তা তদ্বিবরে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । যেহেতু অনেক প্রাচীন গ্রন্থকর্তা ভরতকেই নাট্যের স্রষ্টা বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ যখন অদ্যাপি নাটকে ভরতমূত্র এবং প্রধান নটকে ভরতমূত্র বলিয়া ব্যবহার করার রীতি আছে, তখন তিনিই যে, প্রথম নাট্যকর্তা তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শুদ্ধ ভরতসংহিতানামক সঙ্গীতগ্রন্থ ভিন্ন তৎপ্রণীত নাট্যসম্বন্ধীয় অথবা কোন গ্রন্থই অধুনা এ প্রদেশে নয়নগোচর হয় না। ভরত দ্বারা যে, কেবল অরণ্যবাসী তপস্বীদিগকেই নাট্যপ্রণালীর শিক্ষা দেন, এমন নহে, দেবরাজ ইন্দ্ৰের সত্য অভিনয় প্রদর্শনার্থ উর্বশী, মেনকা প্রভৃতি অঙ্গরদিগকেও নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

ভরতসংহিতাতে নাট্যপ্রকরণ সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। দশরূপক নামে যে, একখানি

গীত ও বাদ্য প্রভৃতির বিবরণই অধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। সোহলদেব পণ্ডিতের পুত্র শাস্ত্রদেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। প্রথমে কাশ্মীরদেশে ইঁহাদিগের বাস থাকে, পরে ইঁহার পিতামহ ভাস্করদেব পণ্ডিত কাশ্মীর হইতে বাসস্থান উঠাইয়া দক্ষিণদেশে আসিয়া বাস করেন। সিংহলদেবনামক দক্ষিণদেশীয় রাজকুমার শাস্ত্রদেবের বিদ্যাশিক্ষা ও গ্রন্থ-প্রণয়নসম্বন্ধে অনেক উৎসাহ প্রদান করেন। শাস্ত্রদেব যে, কোন্ সময়ে রত্নাকর প্রস্তুত করেন, তাহাব কোন নির্দিষ্ট কাল নিরূপিত নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃষ্টের দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। কলিনাথ পণ্ডিত বিজয়নগরের রাজা অজয়দেবের আজ্ঞামতে খৃঃ ১৪৫৬ অব্দের

পরে ১৪৭৭ অব্দের মধ্যে রত্নাকরের একখানি টীকা প্রস্তুত করেন। সিংহভূপাল নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও সঙ্গীতসুধাকর নামে রত্নাকরের আর একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

দামোদর মিশ্রকৃত সঙ্গীতদর্পণ, অহবল-শাস্ত্রীকৃত সঙ্গীতপারিজাত, নারদকৃত নারদ-সংহিতা ও নারদীশিক্ষা, কণাটী পুণ্ডরীক বিচ্ছিন্নকৃত নর্তকনির্ণয়, গজপতি নারায়ণদেব-কৃত সঙ্গীতনারায়ণ, হরিনারককৃত সঙ্গীতসার, সোমেশ্বরকৃত রাগবিবোধ, বিশ্বাবসু কৃত ধ্বনি-মঞ্জরী, সিংহনকৃত রাগসৰ্বস্বসার, ভাস্করাচার্য্য-কৃত সঙ্গীতভাস্কর, কলিদাসকৃত সঙ্গীতানুব, মতঙ্গকৃত ঋষিকৃত সঙ্গীতভাষ্য, সঙ্গীতকৌস্তভ, সঙ্গীত-রত্নমালা, অঙ্কুর ভট্টকৃত তাম্রবতরঙ্গেশ্বর,

অতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থ আছে, তাহাতে নাট্যের বিষয় বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ষষ্ঠের একাদশ শতাব্দীতে ধনঞ্জয়-পণ্ডিত-কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সময়ে হিন্দুদিগের নাট্যপ্রণালী চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া বরং কিঞ্চিৎ হ্রাস প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ-প্রণয়ন-কাল-সম্বন্ধে বিসঙ্গত সন্দেহ আছে, যেহেতু ধনঞ্জয়কৃত গ্রন্থে রত্নাবলী নাট্যকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নাবলী ষষ্ঠের দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়। যদি ধনঞ্জয় পণ্ডিত একাদশ শতাব্দীতে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ রত্নাবলী নাট্যকার কথা কি রূপে উল্লিখিত হইতে পারে ?

সাহিত্য-দর্পণ অধিক প্রাচীন গ্রন্থ না হইলেও ইহাতে নাট্য-সম্বন্ধীয় অনেক বিবরণ ও অনেক প্রাচীন মত সঙ্কলিত আছে। যদিও ইহার প্রণয়নকাল নিরূপিত নাই, তথাপি যে কাব্যপ্রকাশের অনেক পরে হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রশেখর কবিরাজের পুত্র বিশ্বনাথ কবিরাজ ১৫০৪ খৃঃ অব্দে সাহিত্যদর্পণ প্রণয়ন করেন। পূর্ববঙ্গে ঢাকা প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রনদের অপর পারে ইহার বাসস্থান ছিল।

সঙ্গীতরসাকর-নামক সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থেও অনেক প্রকার নাট্যপদ্ধতি লিখিত আছে। রসাকরে যে সকল নাট্যপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, অল্প কয়েকটি গ্রন্থেই তৎসমুদায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এই গ্রন্থে নাট্য অপেক্ষা নৃত্য,

কোহলীয়, রামানন্দতীর্থস্বামিকৃত গীতসিদ্ধান্ত-
তান্দর, তুঙ্গরসংহিতা এবং শান্তবাচার্য্যপ্রণীত
রঙ্গোদয় প্রভৃতি অতি প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত
গ্রন্থসমূহে এবং নাট্যচন্দ্রিকা প্রভৃতি কতিপয়
অঙ্গকার গ্রন্থেও নাট্যপ্রকরণ সবিস্তার বর্ণিত
আছে।

উল্লিখিত গ্রন্থ সমুদায় অবলম্বন করিয়া
“ ভারতীয় নাট্যরহস্য ” নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-
খানি প্রণীত হইল। ইহা যে কোন গ্রন্থবিশে-
ষের অনিকল অনুবাদ নহে, তাহা মুক্তকণ্ঠে
বলিতে পারা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য
যে, বঙ্গভাষায় প্রণীত নাট্যরহস্যে গৃহীত উদা-
হরণগুলি বাঙ্গালা নাটকসমূহ হইতেই উদ্ধৃত
করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নাট্যকাহি-
দশরূপ এবং নাট্যকাহি অষ্টাদশ উপরূপের

গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই ;
 বিশেষতঃ যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে,
 ভ্রমধ্যে প্রায় কোন খানিকেই সংস্কৃতানুযায়ী
 সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত বিবেচনা না হওয়াতেই
 সূত্রাং অগত্যা সংস্কৃত নাটকাদি হইতেই
 উদাহরণ সমস্ত অনুবাদ করিয়া দেওয়া হই-
 য়াছে এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত নাটক
 সমুদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ট্যাবুলুভিভাণ্টের
 সংক্ষেপ বিবরণ পরিশিষ্টে সংযোজিত হই-
 য়াছে ।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মিউজিক্ ডাক্তার ।

পাথুরিয়াঘাটা :

২২এ মার্চ, —সম্বৎ ১৯৩৪ ।

সূচীপত্র ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
[নাট্য-প্রকার-ভেদাদি] ...	১
রঙ্গভূমি-নিৰ্ম্মাণ-প্রণালী ...	৪
যন্ত্রনিকা ...	৫
সভা-নিৰূপণ ...	৬
নাটক-লক্ষণ ...	৮
প্রবেশক-লক্ষণ ...	১১
বিকল্পক-লক্ষণ ...	১৩
নান্দী-লক্ষণ ...	১৭
মুখ-লক্ষণ ...	১৮

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
প্রস্তাবনা-লক্ষণ	... ১২
উদ্ঘাত্যক-লক্ষণ	... ১৯
কথোদ্ঘাত-লক্ষণ	... ১৯
প্রয়োগাতিশয়-লক্ষণ	... ২০
প্রবর্তক-লক্ষণ	... ২০
অবলগিত-লক্ষণ	... ২০
অভিনেতৃবর্গের নামকরণ	... ২২
অভিনেতৃবর্গের বস্ত্রাদির নিয়ম	... ২৩
প্রকরণ-লক্ষণ	... ২৮
সমবকার-লক্ষণ	... ৩২
ঐহামৃগ-লক্ষণ	... ৩৫
ডিম-লক্ষণ	... ৩৬
ব্যায়োগ-লক্ষণ	... ৩৮
অঙ্ক-লক্ষণ	... ৩৯

ବ୍ରତାନ୍ତ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଅହମନ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୦
ଭାଗ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୧
ବୀଥୀ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୨
ଅଦନ୍ତନିତ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୩
ଅସଂପ୍ରାପ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୪
ଅପଞ୍ଚ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୫
ନାମିକା-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୬
ବାକ୍‌କେଳି-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୭
ଅଧିବଳ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୮
ଛଳ-ଲକ୍ଷଣ	... ୮୯
ବାହାବ-ଲକ୍ଷଣ	... ୯୦
ସୂଚକ-ଲକ୍ଷଣ	... ୯୧
ଦ୍ୱିଗତ-ଲକ୍ଷଣ	... ୯୨
ମଣ୍ଡ-ଲକ୍ଷଣ	... ୯୩

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ।

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ।		ପୃଷ୍ଠା ।
ଉପରୂପକ	...	୧୧
ନାଟିକା-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୨
ଦ୍ରୋଟକ-ଲକ୍ଷଣ	..	୧୩
ଗୋଷ୍ଠୀ-ଲକ୍ଷଣ	.	୧୩
ସଂପ୍ରଦ-ଲକ୍ଷଣ	..	୧୪
ନାଟ୍ୟରାମକ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୪
ଅସ୍ଥାନ-ଲକ୍ଷଣ	..	୧୫
ଉପାପ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୬
କାବ୍ୟ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୬
ପ୍ରେକ୍ଷଣ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୭
ରାମକ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୭
ମୂଳାପ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୮
ଶ୍ରେଣୀଗଦିତ-ଲକ୍ଷଣ	...	୧୯

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
শিল্পক-লক্ষণ	৫৯
বিলাসিকা-লক্ষণ	৬০
দুর্শ্মসিকা-লক্ষণ	৬১
প্রকরণী-লক্ষণ	৬২
দ্রলীশ-লক্ষণ	৬২
ভাগিকা-লক্ষণ	৬৩
গেয়পদ-লক্ষণ	৬৪
স্থিতপাট্য-লক্ষণ	৬৫
আসীন-লক্ষণ	৬৫
পুষ্পগণ্ডিকা-লক্ষণ	৬৬
প্রছেদক-লক্ষণ	৬৬
ত্রিগূঢ়-লক্ষণ	৬৬
মৈকব-লক্ষণ	৬৭
বিগূঢ়ক-লক্ষণ	৬৭

বৃত্তান্ত ।			পৃষ্ঠা ।
উক্তমোক্তমক-লক্ষণ	৬৫
উক্তপ্রত্যুক্ত-লক্ষণ	৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

প্রারম্ভ-লক্ষণ	৭০
প্রযত্ন-লক্ষণ	৭০
প্রাপ্ত্যাশা-লক্ষণ	৭১
নিয়ত-প্রাপ্তি-লক্ষণ	৭১
ফলাগম-লক্ষণ	৭২
বীজ-লক্ষণ	৭৩
বিদু-লক্ষণ	৭৪
পতাকা-লক্ষণ	৭৪
প্রকরী-লক্ষণ	৭৪
কার্য-লক্ষণ	৭৫
মুখসন্ধি-লক্ষণ	৭৬

বৃত্তান্ত ।			পৃষ্ঠা ।
প্রতিমুখসন্ধি-লক্ষণ	৭৭
গর্ভসন্ধি-লক্ষণ	৭৭
বিমর্ষসন্ধি-লক্ষণ	৭৮
নিবর্হণসন্ধি-লক্ষণ	৭৮
উপক্ষেপ-লক্ষণ	৮২
পরিকল্প-লক্ষণ	৮২
পরিগ্রাস-লক্ষণ	৮৩
বিলোভন-লক্ষণ	৮৩
যুক্তি-লক্ষণ	৮৪
প্রাপ্তি-লক্ষণ	৮৪
সমাধান-লক্ষণ	৮৪
বিধান-লক্ষণ	৮৫
পরিভাবনা-লক্ষণ	৮৫
উত্তেদ-লক্ষণ	৮৫

বৃত্তান্ত ।

পৃষ্ঠা ।

কারণ-লক্ষণ	৮৬
ভেদ-লক্ষণ	৮৬
বিলাস-লক্ষণ	৮৬
পরিসর্প-লক্ষণ	৮৭
বিধৃত-লক্ষণ	৮৭
তাপন-লক্ষণ	৮৭
নশ্ব-লক্ষণ	৮৮
নশ্বভ্রাতি-লক্ষণ	৮৮
প্রগণন-লক্ষণ		..	৮৮
নিরোধ-লক্ষণ	৮৯
পর্যাপান-লক্ষণ	৮৯
পুষ্প-লক্ষণ	৯০
বজ্র-লক্ষণ	৯০
উপভ্রাস-লক্ষণ	৯১

পৃষ্ঠাসংখ্যা ।		পৃষ্ঠা ।
বিটলক্ষণ ১৮১
শকারলক্ষণ ১৮১
বিদূষকলক্ষণ ১৮২
খেটলক্ষণ ১৮২
গালতীমাধব ১৮৫
মুদ্রারাক্ষস ১৯০
মুচ্ছকটিক ১৯২
বিক্রমোর্বশী ১৯৩
উত্তররামচরিত ১৯৬
রত্নাবলী ১৯৭
মালবিকাগ্নিমিত্র ২০০
মৃগাক্ষলেখা ২০৩
অভিজ্ঞানশকুন্তল ২০৪
বেণীসংহার ২০৫

ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা।

অনর্ঘরাঘব বা মুরারি ২০৮
মহানাটক ২০৯
সারদাতিলক ২১৪
যযাতিচরিত ২১৫
দুতাজদ ২১৭
ধনঞ্জয়বিজয় ২১৮
প্রচণ্ডপাণ্ডব ২১৯
কপূরমঞ্জরী ২২১
বালরামায়ণ ২২২
বিক্রমশালভঞ্জিকা ২২৩
বিদগ্ধমাধব ২২৫
অভিবামগনি ২২৬
প্রহ্মবিজয় ২২৭
শ্রীদামচরিত ২২৮

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
বর্ণসংহার-লক্ষণ	২১
অভূতাহরণ-লক্ষণ	২২
পার্শ্ব-লক্ষণ	২২
রূপ-লক্ষণ	২২
উদাহরণ-লক্ষণ	২৩
ক্রম-লক্ষণ	২৩
সং গ্রহ-লক্ষণ	২৩
অনুমান-লক্ষণ	২৪
প্রার্থনা-লক্ষণ	২৪
ক্ষিপ্তি-লক্ষণ	২৫
ত্রোটিক লক্ষণ	২৫
অধিবল-লক্ষণ	২৬
উদ্বৈগ-লক্ষণ	২৬
বিদ্রব-লক্ষণ	২৬

সূচী ।

পৃষ্ঠা ।

অপবাদ-লক্ষণ	৯৭
মোট-লক্ষণ	৯
জীব-লক্ষণ	৯৮
শক্তি-লক্ষণ	৯৮
প্রসঙ্গ-লক্ষণ	৯৮
ব্যবসায়-লক্ষণ	৯৯
বিরোধ-লক্ষণ	৯৯
প্ররোচনা-লক্ষণ	১০০
বিচলন-লক্ষণ	১০০
বেদ-লক্ষণ	১০১
আদান-লক্ষণ	১০১
হলন-লক্ষণ	১০২
বাহার-লক্ষণ	১০২
প্রতিষেধ-লক্ষণ	১০৩

P^w.

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
নন্দ্যক্ষুর্জ-লক্ষণ	... ১২২
নন্দ্যক্ষোট-লক্ষণ	.. ১২৩
নন্দ্যগর্ভ-লক্ষণ	.. ১২৩
আবতটীবৃত্তি-লক্ষণ	... ১২৩
সংক্ষিপ্তি-লক্ষণ	... ১২৪
অবপাত-লক্ষণ	... ১২৪
বস্তুখান-লক্ষণ	.. ১২৫
সম্পট-লক্ষণ	. ১২৫
ভূষণ-লক্ষণ	১২৭
বর্ণনংহাত লক্ষণ	... ১২৭
শোভা-লক্ষণ	১২৮
উদাহরণ-লক্ষণ ১২৯
হেতু-লক্ষণ ১২৯
সংশয়-লক্ষণ ১৩০

বৃত্তান্ত	১৩০
বৃত্তান্ত-লক্ষণ	১৩০
ভুক্ত-লক্ষণ	১৩১
পদোচ্চর-লক্ষণ	১৩১
নিদর্শন-লক্ষণ	১৩১
অভিপ্রায়-লক্ষণ	১৩২
প্রাপ্তি-লক্ষণ	১৩৩
বিচার-লক্ষণ	১৩৩
দ্বিষ্ট-লক্ষণ	১৩৩
উপদ্বিষ্ট-লক্ষণ	১৩৪
অপাতিপাত-লক্ষণ	১৩৪
অপাতিশয়-লক্ষণ	১৩৫
বিশেষণ-লক্ষণ	১৩৫
নিকৃতি-লক্ষণ	১৩৬
বিধি-লক্ষণ	১৩৬

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
লংল-লক্ষণ	... ১৩৬
বিপর্যায়-লক্ষণ	... ১৩৭
দাক্ষিণ্য-লক্ষণ	... ১৩৭
অনুন্নয়-লক্ষণ	... ১৩৮
মাল্য-লক্ষণ	... ১৩৮
অর্থপত্তি-লক্ষণ	... ১৩৯
গর্হণ-লক্ষণ	... ১৪০
পৃচ্ছা-লক্ষণ	... ১৪০
প্রসিদ্ধি-লক্ষণ	... ১৪০
সাক্ষ্য-লক্ষণ	... ১৪১
সংক্ষেপ-লক্ষণ	... ১৪১
শ্রুতকর্ত্তন-লক্ষণ	... ১৪২
লেশ-লক্ষণ	... ১৪২
মনোরথ-লক্ষণ	... ১৪৩

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
অমুক্তসিদ্ধি-লক্ষণ	... ১৪৩
প্রিয়বচন-লক্ষণ	... ১৪৩
আশীর্বাদ-লক্ষণ	... ১৪৫
আক্রন্দ-লক্ষণ	... ১৪৫
কপটতা-লক্ষণ	... ১৪৫
অক্ষমা-লক্ষণ	... ১৪৬
গর্ষ-লক্ষণ	... ১৪৬
উদাম-লক্ষণ	... ১৪৬
আশ্রয়-লক্ষণ	... ১৪৭
উৎপ্রাসন-লক্ষণ	... ১৪৭
স্পৃহা-লক্ষণ	... ১৪৮
ক্ষোভ-লক্ষণ	... ১৪৮
পশ্চাত্তাপ-লক্ষণ	... ১৪৯
উপমত্তি-লক্ষণ	... ১৪৯

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
আশংসা-লক্ষণ	... ১৫০
অধ্যবসায়-লক্ষণ	... ১৫০
বিসম্প-লক্ষণ	... ১৫০
উল্লেখ-লক্ষণ	... ১৫১
উল্লেখজন-লক্ষণ	... ১৫১
পরীদাদ-লক্ষণ	... ১৫২
নীতি-লক্ষণ	... ১৫২
অর্থবিশেষণ-লক্ষণ	... ১৫৩
প্রোৎসাহন-লক্ষণ	... ১৫৩
সাহায্য-লক্ষণ	... ১৫৪
অভিমান-লক্ষণ	... ১৫৪
অমুদ্রুতি-লক্ষণ	... ১৫৪
উৎকীর্ণন-লক্ষণ	... ১৫৫
বাচ্যতা-লক্ষণ	... ১৫৫

কৃত্য ।	পৃষ্ঠা ।
পরীহার-লক্ষণ	... ১৫৬
নিবেদন-লক্ষণ	... ১৫৬
প্রবর্তন-লক্ষণ	... ১৫৭
আখ্যান-লক্ষণ	... ১৫৭
বৃত্তি-লক্ষণ	... ১৫৭
প্রহর্ষ-লক্ষণ	... ১৫৮
উপদেশ-লক্ষণ	... ১৫৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সুখা-লক্ষণ	... ১৬১
শোকা-লক্ষণ	... ১৬২
প্রপল্লভা-লক্ষণ	... ১৬২
স্বাধীনপতিকা-লক্ষণ	... ১৬২
বাসকমজ্জা-লক্ষণ	... ১৬৩
বিরহোৎকটিকা-লক্ষণ	... ১৬৩

বৃত্তান্ত ।

পৃষ্ঠা ।

খণ্ডিতা-লক্ষণ	১৬৩
কনহাস্তরিতা-লক্ষণ	১৬৩
বিপ্রলক্ষা-লক্ষণ	১৬৪
প্রোষিতভর্তৃকা-লক্ষণ	১৬৪
অভিসারিকা-লক্ষণ	১৬৪
মহাদেবী-লক্ষণ	১৬৫
দেবী-লক্ষণ	১৬৬
স্বামিনী-লক্ষণ	১৬৭
স্থায়িনী-লক্ষণ	১৬৭
ভোগিনী-লক্ষণ	১৬৭
শিল্পকারিকা-লক্ষণ	১৬৮
নাটকীয়-লক্ষণ	১৬৮
নর্তকী-লক্ষণ	১৬৯
অমুচরী-লক্ষণ	১৬৯

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
আয়ুক্তা-লক্ষণ	... ১৬৯
পরিচারিকা-লক্ষণ	... ১৭০
সঞ্চারিকা-লক্ষণ	... ১৭০
প্রেম্ভগকারিকা-লক্ষণ	... ১৭০
মহন্তরা-লক্ষণ	... ১৭১
প্রেতীহারী-লক্ষণ	... ১৭১
কুমারী-লক্ষণ	... ১৭১
স্থবিরা-লক্ষণ	... ১৭১
রাজ-লক্ষণ	... ১৭৪
সেনাপতি-লক্ষণ	... ১৭৪
মন্ত্রি-লক্ষণ	... ১৭৫
প্রাডুবিবাক-লক্ষণ	... ১৭৫
অত্রধার-লক্ষণ	... ১৭৬
পারিপার্শ্বিক-লক্ষণ	... ১৮

বৃত্তান্ত ।	পৃষ্ঠা ।
ভূতনর্তক	... ২৩০
ধুমুরানিরুদ্ধ	... ২৩১
ধূর্তসমাগম	... ২৩২
কংসবধ	... ২৩২
হাণ্ডার্দ	... ২৩৫
কৌতুকসর্বস্ব	... ২৩৬
চিত্রযজ্ঞ	... ২৩৭
নাগানন্দ	... ২৩৯
চণ্ডকৌশিক	... ২৪০
জগন্নাথ-বল্লভ	... ২৪২
দামকেলি-কৌমুদী	... ২৪২
কৃষ্ণভক্তি	... ২৪৩
সংকল্পসূর্যোদয়	... ২৪৫
প্রবোধচন্দ্রোদয়	... ২৪৫

বৃত্তান্ত ।

পৃষ্ঠা ।

প্রসন্নরাঘব ২৪৬
মহাবীরচরিত ২৪৮
পাণ্ডবচরিত ২৪৮
নাট্যপরিশিষ্ট নাটক ২৪৯
চৈতন্তচন্দ্রোদয় ২৫১
বসন্ততিলক ২৫২
প্রিয়দশিকা ২৫৩
ললিতমাধব ২৫৩
শ্রীরামজন্ম ২৫৪
ট্যাব্লুভিভান্ট ২৫৮
ব্রহ্মমি-নির্মাণ-পদ্ধতি ২৬২
আলোক-প্রণালী ২৬৫



ভারতীয় নাট্যরহস্য

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সঙ্গীতঃ বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ ইতি ।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকর্তারা দৃশ্য ও শ্রাব্য
ভেদে সঙ্গীতকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত
করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়মাত্রেয়
গ্রাহ্য, তাহা শ্রাব্য সঙ্গীত, যেমন গীত ও বাদ্য;
এবং যাহা অভিনয়, অর্থাৎ অভিনয় দ্বারা
প্রদর্শনীয়, তাহাই দৃশ্য সঙ্গীত নামে অভিহিত
হয়, যেমন নৃত্য ও নাট্যাদি। যদিচ দৃশ্য

সঙ্গীত শব্দে নৃত্য ও নাটকাদি উভয়কেই বুঝায়, তথাপি আমরা এই গ্রন্থের যে যে স্থানে দৃশ্য সঙ্গীতের নাম নির্দেশ করিব, সর্বত্রই নৃত্য ও নাটকাদি উভয় না বুঝিয়া শুধু নাটকাদি বুঝিতে হইবে। দৃশ্যসঙ্গীতে অনেক কাংশে স্বরূপের আরোপ আছে বলিয়া ইহাও রূপকও বলিয়া থাকে। নটেরা রঙ্গভূমিতে নানা উপকরণে নানাবিধ বেশ পরিবর্তনপূর্বক যে কোন মহৎ বা সামান্য লোকের অবস্থা প্রদর্শন করে, তাহারই নাম অভিনয়।

আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাঙ্গিকভেদে অভিনয় চারি প্রকার এবং অবস্থা বিশেষে রূপক দশ প্রকার হইতে পারে। যথা :—নাটক, প্রকরণ, সমবকার, দীপ্য, ডিম, ব্যাযোগ, প্রহসন, ভাণ ও বীথী।

আমরা যে কোন অভিলষিত বিষয় প্রকাশ
 করি, তৎসমুদাই কোণিকী, সাক্ষী, ভারতী
 ও আরভটী এই বৃত্তিচতুষ্টয়ের একটা না একটা
 অথবা সমুদায়ের অন্তর্গত হয়। সেই সকল
 বৃত্তির অন্তর্গত হইয়া দশরূপের প্রয়োগক্রিয়া
 পাদিত হইয়া থাকে।" নাটক ও প্রকরণ
 ১। অবস্থায় পরিণত হইতে পারে, এবং
 ;তন্মতেই কোণিকী প্রভৃতি চারিটা বৃত্তি
 থাকে; কিন্তু অল্প আটটার রূপ কোণিকী
 ব্যতীত অপর তিনটা বৃত্তির অন্তর্গত। পূর্বোক্ত
 দশরূপের অভিনয় প্রদর্শন করিতে হইলে
 রসভূমির ও সত্তার আবশ্যক হয়, সুতরাং
 ধর্ম্মেই তাহাদিগের বিবরণ বিবৃত করা যাই-
 ছে।

রঙ্গভূমি-নিৰ্মাণ-প্রণালী ।

অনেকের মতে রঙ্গভূমির দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নিরূপিত নাই, যেসকল নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, ব, তদভিনয়োপযোগী করিয়াই রঙ্গভূমি নির্মাণ করা কর্তব্য । কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিতে মতে তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রত্যেকে বিংশ, হস্ত পরিমিত এবং উচ্চতা তাহার অনুরূপ অর্থাৎ যাহাতে সুন্দর দেখায়, তৎপরিমাণে করিতে হয় । রঙ্গের মধ্যে স্তম্ভসন্নিবেশ থাকিবে না, উপরিভাগ কাষ্ঠাদি দৃঢ় পদার্থে নির্মাণ করিয়া কলস, পতাকা, পুষ্পমালা ও ফোরগাদি দ্বারা হ্রশোভিত এবং গবাক্ষ পুস্তলিকায়ুক্ত বর্ণ উচিত । অধোভাগ মন্ডপ ভ্রবর্ণ হইবে। কিন্তু কুটিমভাগ নিতান্ত শিথি

আরতীর মাটিরহস্ত ।

প্রা উচিত নহে, তাহাতে অভিনেতৃবর্গের
সম্মত হইবার সম্ভাবনা । রক্তভূমির পশ্চিম
প্রান্তে নেপথ্য করা কর্তব্য, তাহা হইলে পীত
প্রদেশের উত্তম সুবিধা হয় ।

যবনিকা ।

অভিনয় আরম্ভের পূর্বে বা প্রতি অঙ্কের
শেষে যে বিচিত্র পট দ্বারা রক্তভূমির সমুখ ভাগ
সংলুপ্ত করা যায়, তাহার নাম যবনিকা । অচ্ছিন্ন
স্বচ্ছ সূত্র দ্বারা ই যবনিকা নির্মাণ করিতে
হয় । প্রতি অঙ্কে বা প্রতি গর্ভাঙ্কে যেমন রক্ত-
ভূমির সমুখ পট পরিবর্তন হইয়া থাকে, সেই-
পে রূপবিশেষে যবনিকারও পরিবর্তন বিধেয়,
সাদিরসে শত্ৰু, বীররসে শীত, করুণরসে

অন্তরঙ্গ হস্ত, হস্তরঙ্গ বিচিত্র, ভ্রামকরঙ্গ
নীল, বীভৎসরঙ্গ ধূমল ও রৌদ্ররঙ্গ রক্তবর্ণের
যবনিকা প্রক্ষেপ করা উচিত । কাহারও মতে
শুদ্ধ অরুণবর্ণের যবনিকা সকল রঙ্গেরই ব্যাঞ্জক
হইতে পারে । অধুনাতন নাট্যকারেরা সকলেই
প্রায় এই মতাবলম্বী । পুরাকালে যবনিকা দুই
খণ্ডে বিভক্ত থাকিত, পাত্র প্রবেশের সময় সেই
খণ্ডদ্বয় দুইটা স্বন্দরী স্ত্রীলোক দুই পাশে
গুটাইয়া লইয়া যাইত । অরুণকায় স্ত্রীর যত্র
বিশেষ দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলিত হইত না ।

সভা নিরূপণ ।

নাট্যশালায় পূর্বভাগে নৃপতি বা সজীত-
বিশারদ, নৃনাথিক্যবিবেচক, মার্গদেবী-বিভাগ-

বিৎ, সানন্দচিত্ত, রসালকরোভিত্তিক, কলানট্য-
মিশ্রণ, অভিনয়বেত্তা, সৰ্ব্বপ্রকার গুণ ও
দোষের নিকষস্বরূপ, অন্তের অতিপ্রায়স্ক ও
কম্পশীল সভাপতির আসন করা উচিত ।
ক্ষিণে ব্রাহ্মণদিগের, উত্তরে অমাত্য ও বালক-
দিগের, ভিত্তিপার্শ্বে জ্ঞীলোকদিগের, সভা-
প্রান্তে বন্দী, স্তাবক, রাজা বা সভাপতির
বীরব্রহ্মক অগ্নিদলের, এবং অস্ত্রান্ত্র ব্যক্তি-
গণের অবস্থিতিস্থান নিরূপিত থাকিবে ।
পরিচিত শত্রুপাণি, অনাচারী, পীড়িত, অজি-
য়ানভিক্ষ ও পাষাণদিগকে সভামধ্যে প্রবেশ
দেওয়া উচিত নহে । মধ্যস্থতা, সাধ-
বানতা, অচঞ্চলতা, জ্ঞানবাদিতা, নিরহঙ্কারিতা,
রসভাবাভিচ্ছতা, সানন্দচিত্ততা, ইত্যাদি গুণ-
প্রামবিভূষিত ব্যক্তিরাই নাট্যসভার সভ্যপদবী

গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র এবং এই সকল গুণ
বিরহিত মানবনিকর কেবল রসভঙ্গের একমাত্র
কারণ ।

নাটক-লক্ষণ ।

যাহাতে নৃপতিগণের চরিত্র বর্ণিত আছে
যাহা নানাবিধ রসভাবে পবিপূর্ণ এবং যাহা
পাঠ বা শ্রবণ করিবামাত্র মনোমধ্যে অননুভূত
সুখদুঃখের উদয় হয়, তাহার নাম নাটক ।
আর যাহাতে কোন প্রসিদ্ধ গল্পের কোন প্রসিদ্ধ
ও গান্ধীর্ষ্যাদি উদাত্ত গুণবিশিষ্ট নায়কের চরিত্র
বর্ণন বা কোন প্রসিদ্ধ বংশের ইতিবৃত্ত, অথবা
প্রাকৃত্যাদি দিব্যপুরুষগণের বর্ণনা থাকে, যাহা
নানাপ্রকার বিভূতি, বুদ্ধি ও বিলাসাদিযুক্ত

য়, এবং যাহার প্রতি অঙ্কে বিদূষকের প্রবেশ
বর্ণিত থাকে, তাহাকে তোটক বলা যায়।

‘অঙ্ক’ এই শব্দটা রূঢ়ি, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।
কিহ নানাবিধ রসভাবপূর্ণ ও নানা বিধান-
যুক্ত। অঙ্ক শেষ হইলে তৎসমভিব্যাহারী
অর্থের এবং বীজের অর্থাৎ মূল কথাও পরি-
সমাপ্তি হইবে, কিন্তু গল্পের একটু ছন্দ থাকিবে।
ইহাতে যে সকল নায়কের বিষয় বর্ণিত থাকিবে,
তাহাদিগের চরিত প্রত্যক্ষের জ্ঞান দৃষ্ট হইবে
এবং ইহা নানা অবস্থায় পরিণত হইয়া যথার্থ
রস ব্যাপ্ত করিবে।

নায়ক, দেবী, পরিজন, পুরোহিত, অমাত্য
ও বনিগুণের চরিত ইহাতে প্রত্যক্ষের জ্ঞান
বর্ণিত হইবে। ক্রোধ, প্রসন্নতা, শোক, শাপ,
ঔৎসর্গ, অধঃ, বিজ্রব, বিবাহ ও আশ্চর্য্য-

সংঘটন-দর্শন, এই সকল বিষয় অঙ্কে ভাসমান থাকিবে। যুদ্ধ, রাজ্যচ্যুতি, মরণ, নগরাদির অবরোধ এই সকল বিষয় নূতন অঙ্কে প্রবেশক দ্বারা বর্ণিত হইবে।

‘নায়ক’—নাটক বা প্রকরণ আশ্রয় করি অঙ্ক বা প্রবেশকে যাহাকে লক্ষ্য করে, সেই ব্যক্তিই নায়ক। সাধুদিগের নিজ্জয়ন বা নিত্য আত্মান বহুবিধ কাহ্য দ্বারা প্রবেশক সকলে স্মৃতিত করিবে। প্রয়োগ সময়ে সন্ত্যাবল্যনাদি অবশ্য কর্তব্য কর্মের অবিরোধে যে মূল কথা এক দিবসেই ঘটয়াছে, তাহা লইয়া অঙ্ক পূর্ণ করিতে হইবে। বুদ্ধিমান লোকেরা এক অঙ্কেই নানাবিধ কার্য্যও যোজিত করিতে পারেন কিন্তু আবশ্যক কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইলে সে সকল কার্য্য যোজনা করা উচিত নহে। অভিনয়-

ল বেসকল অভিনেতা প্রবিষ্ট হইবে, তাহার
লেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য প্রকৃতবস ও মূল
বয়ের অনুগতভাবে সম্পাদন করিয়া নিজস্ব
ইবে এবং সেইখানে অঙ্কেরও শেষ হইবে ।

দিবা বা রাত্রি এই উভয়ের মধ্যে যখন
রূপ কার্য্য করা উচিত, অঙ্কমধ্যে তৎসমুদয়
থক্ পৃথক্ রূপে অভিনীত হওয়া কর্তব্য ।
দি কখন দিবাবসানকার্য্য এক অঙ্কে শেষ না
, তাহা হইলে প্রবেশক দ্বারা অঙ্কচ্ছেদ
রিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে ।

প্রবেশক-লক্ষণ ।

নাটক বা প্রকরণের মধ্যে নায়কের অনুপ-
স্থিতিতে তৎপরিজনদিগের যে কথোপকথন,
তাহাকেই প্রবেশক বলে । অথবা অনুদাত্ত

উক্তিতে নীচ-পাত্র-প্রযোজিত বিবরণকেও প্রা-
শংক্য বলা যাইতে পারে। ছুই অঙ্কের ম-
প্রবেশকের প্রয়োগ হইবে, কিন্তু প্রথম অ-
প্রযুক্ত হইবে না। বেণীসংহারে অশ্বখামা
অঙ্কে রাক্ষসমিথুন প্রবেশক।

যে কার্য বা কথা এক মান বা এক ব-
সংঘটিত হইয়াছে, তাহার অভিনয় প্রদশ-
করিতে হইলে অঙ্কচ্ছেদ করা কর্তব্য। অ-
সেই কার্য এক বৎসরের অধিককালস-
হইলেও (যেমন রাম ও যুধিষ্ঠিরের বনবাস
তাহা যেন বৎসর, বা মাস, অথবা দিনের মধ্যে
ঘটিয়াছে এইরূপ প্রতীত করাইয়া বিদ্রষ্টক
দ্বারা প্রযুক্ত হইবে। যদি কেহ কোন কার্য্যানু-
রোধে বহু দূরদেশে গমন করে, সে স্থলেও অঙ্ক-
চ্ছেদ করা বিধেয়। সময়, ঊষান ও গতি

সুদৃঢ় মানা বিষয়ের বর্ণনা প্রবেশকে হয়
নিয়া ইহার নানাপ্রকার অর্থও হইতে
পারে ।

যে স্থলে বিষয় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, অথচ
পাত্রগত, সেখানে পরস্পর মিশ্রনে অনেক
ক্ষুদ্র পাদ সংযোজিত হয় বলিয়া প্রয়োগে
উৎকর্ষ অনুবিধা ঘটে ।

বিচ্ছিন্নক-লক্ষণ ।

প্রয়োগের বাহ্যাহেতু এক অঙ্কের মধ্যে
এ বিষয়ের সম্পূর্ণ শেষ না হইলে প্রবেশক
রা অতি অল্প কথায় বিষয় সমাপ্ত করার নাম
বিচ্ছিন্নক । সেই বিচ্ছিন্নক দ্বিবিধ ;—শুদ্ধ ও
সঙ্কীর্ণ । বিচ্ছিন্নক মধ্যবর্ত্ত পদসমূহ পাত্রধারা
বৈশিষ্ট্য হইলে শুদ্ধ, আর নীচ ও মধ্য এই উত্তর

ଶୂନ୍ୟରୂପେ ପାଞ୍ଚଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ହୁଏନେ ସକ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ନା
ଅଭିହିତ ହୁଏ । ମାଳତୀ-ମାଧବେ କ୍ଷମାରେ କପା
କୁଂଜା ଶୁଦ୍ଧ ବିହସ୍ତକେର ହୁଏ ଏବଂ ରାମାଭିନା
ରୂପକ ଓ କାମାଳିକ ସକ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ବିହସ୍ତକ ।

ନାଟକ ବା ଶ୍ରବଣରାସ୍ତେ ପ୍ରଥମେହି ମହାତ୍ମ
ପରିଜନବର୍ଗକେ ଉପସ୍ଥିତ କର । ଉଚିତ ନ
ଚାରି ବା ପାଞ୍ଚଜନ ପରିଜନ ପୁରୁଷକେ ଉପସ୍ଥି
କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାୟୋଗ, ଦ୍ୱିହାୟୁଗ, ସମବକ
ଓ ଡିମ୍ବ ହିହାଦିଗେର କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କଥନ ଦଶ, କ
ବାର, କଥନ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଜନ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ହୁ
ଏଥାକେ ।

ନାଟକାଦିର ଅବବଦନ ଗୋପୁଛାଞ୍ଚେର ଶ୍ରୀ
କ୍ରମେ ସକ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନା ଆସିବେ ଏବଂ ଉଦାତ୍ତ ଭା
ସକଳ ନାଟକାଦିର ପର ପବ ଅନ୍ତେ ଅଭିବାଦ
ହୁଏବେ ।

দিতে নানা রস ভাবাদিয়ুক্ত কাব্য-
থাকিবে, এবং সেই সকল রস অঙ্কুরিত
মাজিকগণের মনে নিত্যন্ত চমৎকৃতি-
লিয়া বোধ হইবে।

নাটকে পাঁচের অধিক দশ পর্যন্ত অঙ্ক
আবশ্যক। কেহ কেহ কহেন, কোন
ন কাব্য নাটকেই যথাসন্ধিতেই সমাপিত
বে; কোন কোন কাব্য সমুদয় নাটক
পিয়া থাকিবে। নাটকের রসভাব অতি
হল হওয়া উচিত, তৎসমুদয় স্পষ্ট ও অগূঢ়
দ্বারা প্রকাশিত হইবে, নাটকে অধিক পদ্য
থাকিবে না; আবশ্যক ঘটনাগুলি সমুদায়ই
উচিত। প্রধান নায়ক তিন চারিটী
পাত্রগত হওয়া নিত্যন্ত আবশ্যক। দূরদৃষ্টান;
বধ, প্রকাশ্য যুদ্ধ, দেশাদিবিপ্লব, ভোজন, মল-

ସୂକ୍ଷ୍ମ-ପରିଚ୍ଛାଦ, ହସ୍ତାର, ଅଧରସ୍ଥାପନ,
 କ୍ଷତକ୍ଷରଣ, ସ୍ନାନ, ଅଭିଲେପନ, ଶରୀର
 ଅଭ୍ୟାସନ, ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଓ
 ମଧୁପାନ, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ମାଳ୍ୟାପରିଧାନ,
 କାଠୁଳୀ ବନ୍ଧନ, ମାନିନୀ କ୍ଷୀରଲୋକେର ପା
 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଓ କୁଂଘା ଜନକ
 ଶ୍ରେଣୀରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବେ ନା । ନାଟ୍ୟ
 ପ୍ରସ୍ତାବ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହେଉଥିବା ଉଚିତ ନହେ, ଓ
 ପ୍ରହରସାଧ୍ୟ ନାଟକ ହେଉ ନିର୍ବାହନକୁ ନୁହେଁ । ଅତି ବ୍ୟାପୀ
 କାଳସାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଳୋଚନା ଓ ନିଦ୍ରାଦିତେ ରମ୍ୟ
 ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ।

ଅନ୍ଧେର ଉଦରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ଏବଂ ରଜ୍ଜେର ବା
 ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତାବନାବିଶିଷ୍ଟ ଅପର ଅନ୍ଧକେ
 ଗର୍ଭାନ୍ତ କହେ । ଇହା ବୀଜଗର୍ଭ ଓ ଫଳଯୁକ୍ତ ହେଉ
 ଥାଏ ।

লে পূর্বরঙ্গ, সত্তার
নর্দেশ ও প্রস্তাবনা এই
স্ত করিতে হয়।

পূর্বরঙ্গ বা নান্দী-লক্ষণ।

হস্তধার বস্ত্রের বিঘ্নবিনাশার্থ প্রথমেই
এ পাঠ বা গান করে, তাহার নাম পূর্বরঙ্গ,
বা নান্দী। নান্দীম্বোকে দেবতা, ব্রাহ্মণ
বা রাজার নাম উল্লেখ এবং আশীর্বাদ,
শাস্ত্র, চন্দ্র, পদ্মকোরক প্রভৃতি বস্তুযুক্ত
ঐ বা দ্বাদশ পাদেব প্রয়োগ থাকিবে। অনর্থ-
কাবে অষ্টপদী, এবং পুষ্পমালাতে দ্বাদশপদী
নন্দী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন
তোমুসারী, বস্তুতঃ নান্দীতে অষ্ট বা দ্বাদশ পাদ-
প্রয়োগের একান্ত আবশ্যকতা বিরহ, নতুবা

২৮:

বহাংকবি কানিদাগা।

লক্ষণ সম্বন্ধ হয় না।

হৃদধার দ্বারা এই প্রক

সমাপ্ত হইলে স্থাপক অর্থাৎ হৃদ

রূপ ব্যক্তি রূপে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তু, বা

মুখ, অথবা পাত্র নির্দেশ করিবে।

উদাত্তরাগবে বস্তুনির্দেশ, বস্ত্রাবলীতে ব

নির্দেশ, শকুন্তলায় পাত্রনির্দেশ আছে। কে

কোন নাটকে হৃদধারই পূজ্যরূপবিধানান

অর্থাৎ এই বস্তু নির্দেশ করিয়া থাকে, এর

ব্যবহারও প্রচলিত আছে

মুখ-লক্ষণ।

ধেবে প্রস্তুত বৃত্তান্তপ্রতিপাদক বাক্য

বিশেষকে মুখ বলে।

১-লক্ষণ ।

অথবা পারিপার্শ্বিক হৃদয়ধারের
 তব্য বিষয় উত্থাপন কবিতা দিতে
 স্পষ্টরূপে যে কথোপকথন কবে,
 তাকে প্রস্তাবনা কহে । প্রস্তাবনা পঞ্চবিধ ।
 —উদঘাত্যক, কথোদঘাত, প্রয়োগাতিশয়,
 ঙ্ক ৩ অবলগিত ।

উদঘাত্যক-লক্ষণ ।

একার্থবিশিষ্ট পদকদম্বকে অল্লেখ্যার্থে যোজনা
 রার নাম উদঘাত্যক । মজারাক্ষসে এই
 কার প্রস্তাবনা দৃষ্টিগোচর হয় ।

কথোদঘাত-লক্ষণ ।

হৃদয়ধারের বাক্য বা বাক্যার্থ-গ্রহণপূর্বক

পাত্রপ্রবেশের নাম কৈ
 বৈশিঃসংহারে যথাক্রমে বাক্য
 পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে।

প্রয়োগাতিশয়-লক্ষণ।

যদি এক প্রয়োগে প্রয়োগান্তর প্রযু
 হইয়া পাত্রপ্রবেশ হয়, তাহাকে প্রয়োগাতি
 বলা যায়। কুলমানার প্রস্তাবনা এই জাত

প্রবর্তক-লক্ষণ।

স্বত্বধারকর্তৃক কোন প্রবৃত্ত কাল বর্ণনায়
 পাত্রপ্রবেশ হইলে তাহাকে প্রবর্তক বলে।

অবলগিত-লক্ষণ।

যে কার্যের সমাবেশে অন্ত কার্য সম্পা
 দিত হয়, তাহার নাম অবলগিত। শকুন্তলা
 প্রস্তাবনা এই প্রকার।

নাটক বা রসের অনুচিত বিষয় নাটক
 দ্বারা সন্নিবেশিত করা উচিত নহে। যেমন রাম
 স্ত্রীর বালিবধ । রঙ্গমধ্যে যাহা অনভিনেয়
 কেবল কথা দ্বারা প্রকাশ করা কর্তব্য ।

স্বগত, প্রকাশ, জনাস্তিক ও আকাশ
 ত, এই চারি প্রকারে নাট্যোন্নিখিত ব্যক্তি-
 র উক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে । যে বাক্য
 স্তর শ্রবণ-যোগ্য নহে, অর্থাৎ মনে মনে
 ত হয়, তাহার নাম স্বগত । সকলের সমক্ষে
 প্রকাশ করা যায়, তাহার নাম প্রকাশ ।

লোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিবিশেষকে
 পানে কোন কথা বলার নাম জনাস্তিক ।
 হ কাহাকে কোন কথাই বলিতেছে না,
 ষ্ট এক জন অভিনেতা অভিনয় করিতে
 রিতে আকাশে কর্ণ দিয়া যদি কহে, কি

বলিতেছ ? এই কথাই কি বলিতেছে ? এইর
জ্ঞান করিয়া বাহা কিছু বলে, তাহাকে আকা
জাবিত বলে ।

অভিনেতৃবর্গের নামকরণ ।

নাট্যোন্নিখিত ব্যক্তিগণের নাম যথার্থ
স্পষ্টরূপে নির্দেশ করা কর্তব্য, কিন্তু সেই ৩
নাম স্বেচ্ছামত হওয়া উচিত নহে । বীর
ব্যঞ্জক শব্দযোগে রাজার; নিজ শাখ
গোত্রানুসারে ভ্রাতৃগণের; ধর্মবাচক শব্দে
কের; নিজ নিজ ঐসিদ্ধ নামানুসারে দেবদে
তরজনক শব্দের যোগে শ্রেষ্ঠ রাজসের, জ
রক্ত, মেদ, মাংস, শোণিত ও বসাদি শব্দযো
নামান্ত রাজস ও রাজসীন; ব্রতবাচক শব্দযো
বন্ধ গন্ধর্বের; দস্তা, সেমী ও মিত্রাদি শব্দযো

শ্রীমতী ; পুষ্প ও হান্তবোধক শব্দযোগে বিদু-
 র ; লতাকুম্বাদিজ্ঞাপক শব্দযোগে চোঁটীর ;
 ভিরণ, সুশালা ও প্রিয়দ্বাদিবোধক শব্দ-
 যোগে সখীজনের ; লতা, নদী, পুষ্প ও তারাদি-
 ক শব্দযোগে নায়িকার এবং বিজয়, স্থান, রস
 কামলতাদিসূচক শব্দযোগে রাজমহিষীর
 করণ করা কর্তব্য । তত্ত্বিন্ন ব্যক্তিবর্গের নাম-
 যেকোন বিশেষবিধি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু
 ভূগণের জাতি পদাদি অনুসারে কোমল বা
 শ নামের প্রয়োগ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।

অভিনেতৃগণের বস্ত্রাদির নিয়ম ।

অভিনেতৃদিগের বস্ত্রাদি শুক্ল, বিচিত্র ও
 লীন এই তিনপ্রকার হওয়া উচিত । ধর্ম

কাল্পনিক নিযুক্ত ব্যক্তি, সামান্ত্রীলোক, অমাত্য
কঙ্কুকী ও পুরোহিত, ইহাদিগের শুক্লবর্ণে
দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, অশুর, যক্ষ, রাক্ষ
রাজা ও রাজ-যোদ্ধা, ইহাদিগের বিচিত্র বর্ণে
এবং মদ্যপ, উন্মত্ত, গর্হিতবাসী, চোর, ও
দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি, ইহাদিগের মলিন
বস্ত্রাদি হইবে ; কিন্তু এই প্রকার ব
বিনিয়োগেও দেশ, কাল, বয়স, পদ ও জাতি
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, যেন সকা
একজাতীয় না হয় ।

নাটকের নাম বর্ণনীয় বিষয়খটি হ
উচিত । নাটকে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থের
সমধিক প্রাধান্ত, অতএব যাহাতে সেটা র
পার, তাহা সর্বতোভাবে সাবধান হও
উচিত ।

আটকে রাজাকে অধম ভূত্যেরা ঘাবিন্দ্র
দেব; রাজর্ষি ও বিদূষক বয়স্য; ঋষিরা
নৃ বলিয়া সম্বোধন করিবে। রাজাও বিদূ-
কে বয়স্য বলিয়া ডাকিবেন। নরী ও
ধার পরস্পর আর্ষ্য ও আর্ষ্যো পদ ব্যবহার
রবে। পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে ভাব বলিয়া
স্বাধন করিবে। সূত্রধার পারিপার্শ্বিককে
ব্রহ্ম বলিবে। সখীকে নীচেরা হও, উক-
ক বয়স্কে এবং মধ্যমেরা আর্ষ্যো বলিয়া
হবে। সকলেই দেবর্ষিদিগের প্রতি ভগবন্
স্বাধন করিবে। বিদূষক রাজারী ও চোটকে
হি বলিয়া ডাকিবে। সারথি রথীকে
থন্ বলিবে। ইত্যবেরা বৃদ্ধদিগকে তাত
বে। শিষ্য ও অমুজ ভ্রাতৃগণকে বৎস,
; তপস্বীকে সাধো, অজাত ব্যক্তি

মান্ত হইলে পূজা ; আচার্য্যাকে উপাখ্য
 ভূগতিকে মহারাজ ; স্বরাজকে কুমার, ও
 ভর্তৃদারক ; দাসীকে হস্তে ; বেষ্ঠাকে অঞ্জ
 কুট্টনীকে অধ ; বৃদ্ধাকে পূজ্যে ; এবং
 রাদিকে ভদ্র, দত্ত প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন
 কর্তব্য । রাজকুমারীকে অধমেরা ভর্তৃদাতি
 সদৃশ ব্যক্তিরূপে হলা বলিয়া ডাকিবে ।
 বাহার যেমন কন্দ, যেমন পদ, যেমন বি
 যেমন জাতি, তদ্ব্যক্তি নাম দ্বারা তা
 সম্বোধন করা কর্তব্য ।

সংস্কৃত নাটককর্তারা নাট্যোপনিষিত বা
 বিশেষে সংস্কৃত, সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাণ
 অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি নানা ভাষা ব্যবহার করি
 গিয়াছেন । বস্তুতঃ নাটকে বিভিন্ন প্রে
 শৌকের তিন্ন তিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকা কর্তব্য

গানকার, বাজ, সিদ্ধ, নৃষ্টান্ত, মাতিপ্রায়
য়, তর্ক, নিদর্শন, সজ্জাবনা, বিচার, উপ-
, শ্লেষ, মনোহিত, বাগ্‌ডকী, নানক বাক্য,
ক্কাব বাক্য প্রভৃতি চতুঃষষ্টিপ্রকার অলঙ্কার
টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

নাটকে কখন কখন নৃত্যের সহিত গান
আরও বাঁতি আছে । তাহা সেই নৃত্যগান
ন সময়ে বাদ্যাদি, কখন বা বাদ্যের
সুগত হইয়া থাকে । নাটো স্ত্রী ও পুরুষ
দ্বয়েরই পরিচ্ছদ-বিপর্যায় দাঁ হয়, অর্থাৎ স্ত্রী-
ক পুরুষের বেশ এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের
শ পরিধান করিয়াও নৃত্য করিয়া থাকে ।
টকে যে সকল গান গীত হয়, তাহা চতুরঙ্গ-
দ অর্থাৎ চারি-কলি-বিশিষ্ট হওয়া উচিত ।
ই চারিটা কলির মধ্যে মুখ ও প্রতিমুখ

প্রকাশভাবে, আর অন্তরা ও মিল এই দুই
পাদ গৃহকপে সন্নিবেশিত রাখা কর্তব্য ।
গুলি রসভাবে পরিপূর্ণ, মনোহর বাক্যাবলী
রচিত এবং হাবহেলাদিগুণযুক্ত হওয়া নি
আবশ্যক ।

শকুন্তলা, বেণী-সংহার, উত্তর-রামচ
প্রভৃতি গ্রন্থ উৎকৃষ্ট নাটকমধ্যে পরিগণিত

নৃত্য, গীত ও পতাকাস্থানাদিযুক্ত নাটক
মহানাটক বলে । বালরামায়ণ মহানাটক
গণ্য ।

প্রকরণ-লক্ষণ ।

যাহার আখ্যায়িকা কবির স্বরূপো
কল্পিত,—অনিত্য, ধর্ম্মার্থকামপরতন্ত্র অমাত

৭ বা বণিক্ নাট্যরূপে পরিচিত, তাহাকে
৭ বলে । অথবা যাহার কাহ্যাবলী প্রকৃত
ফাচিত অর্থাৎ রাজা বা রাজপুত্রাদির
না হইয়াও নিতান্ত চমৎকৃতিজনক হয়,
সকল প্রকরণ বলা যাইতে পারে । বিপ্র-
চ প্রকরণ মুচ্ছকটিক, অমাত্যনাট্যক প্রকরণ
গীমাধব এবং বণিগ্‌নাট্যক পুষ্পভূষিত
দি ।

নাটকে যে সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে,
যে তৎসমুদায়ই থাকিবে, কেবল প্রক-
বণিত বিষয়টী কাল্পনিক হইবে : সংক্ষেপে
ত গেলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, প্রক
উদাত্তগুণযুক্ত প্রসিদ্ধ নাট্যক, বা কোন
দির চরিত, কিংবা কোন রাজোচিত কাহ্য
ত থাকিবে না । ইহাতে কেবল ব্রাহ্মণ,

বনিক, ও অমাত্য প্রভৃতি আপর সাধারণ চরিত্র উল্লিখিত হইবে। বিশেষতঃ দাস, শ্রেষ্ঠী, ব্রাহ্মণ, বারাদনা বা ইতর কুলনার্যদিগের চরিত্র ও কার্য্য কাব্যরূপে হইবে। প্রকরণের নায়িকা কখন কুলজা, বেষ্ঠা, কখন বা কুলজা ও বেষ্ঠা এই প্রকারই হইতে পারে। অতএব এইরূপ নাট্যভেদে প্রকরণও তিনপ্রকার হইয়া পূর্ণাভূষিতে কুলঙ্গী, রঙ্গদত্তে বেষ্ঠা, কটিকে কুলঙ্গী ও বেষ্ঠা উভয়ই নায়িক গৃহীত হইয়াছে।

যেখানে ব্রাহ্মণাদি নায়কগণের কথাবার্ত্তা হইবে, সেখানে যেন বারাদনা ও নায়িকারূপে গৃহীত না হয়। যে স্থলে যুবতী নায়িকারূপে প্রতিভাত হইবে, সেখা

হলকামিনী গণের কোন উল্লেখ না থাকে।
নে ইতরকুলসত্ত্বা স্ট্রীলোকের বৃত্তান্ত
ব. সেখানেও বেশ্যার উল্লেখ করিয়া

যদি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনানির্বাচন করা
যা পড়ে, তাহা হইলে সেখানকার ভাষাত
ই মত হওয়া উচিত, অর্থাৎ নাট্যশাসিত
দিগের বেকপ ভাবা কহিবাব রীতি আছে
প ভাবাই ব্যবহার করিত হইবে।
এও পক্ষ হইতে দশ গাথার মতাবস-
ক অল্প হইতে পারে।

দ্বন্দ্বভকের পাঠ সম্বন্ধে মধ্যম পক্ষ
উক্ত হইবে এবং প্রবেশক কাম হইবে
ত ও সংক্ষিপ্ত কথার সম্প্রদায় উচিত।
ই উক্ত হইয়াছে যে, ওক ও সঙ্গীত ভেদে
ষ্টক বিবিধ। মধ্যম পাঠ দ্বারা শুদ্ধ এবং

নীচ পাত্র দ্বারা মর্কীর্ণ বিকটক পঠিত
 প্রবেশক অন্ধত্বের মধ্যে থাকিয়া
 প্রস্তাব বিলক্ষণরূপে জানিয়া অর্থের প
 মিলরক্ষা করত সংক্ষেপে স্বকার্য্য সম
 করিবে ।

প্রকরণের নায়িকা অতি চতুরা উত্তম
 নয়সমর্থ, নানাবিধ নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা,
 সম্ভোগপটু, রাজ-দোষণোৎসক্তা এবং ি
 কাষানিপুণা হওয়া উচিত

সমবকার লক্ষণ ।

সমবকারের উপাখ্যান দেবাসুর-
 কীর্ষ, নায়ক প্রসিদ্ধ উদাত্ত গুণযুক্ত এবং
 তিনটা হইবে । এক এক অঙ্কে কপা

৩ বিহার এই তিন প্রকার বিষয় বর্ণিত
বে। বার জন নায়ক ও আঠার জন নায়িকা
ইহার ক্রিয়া। পদন কলা নিন্দিত।
এই যে, প্রথমাক্ষে প্রথম, কপ-
ও বীথীর অঙ্গ সমুদায় থাকিবে। ইহার
অঙ্ক বার নাড়ীতে অর্থ ২৪ দণ্ডে,
অঙ্ক চারি নাড়ীতে (সাহিত্য-দর্পণ
মতে তিন নাড়ীতে) এবং চতুর্থ অঙ্ক
নাড়ীতে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহার
মানভাগে যুদ্ধ, জল, অগ্নি ও গজেন্দ্রের
উল্লিখিত থাকিবে।

সমবকারের বিদ্রব স্বাভাবিক, অর্থাৎ
অতিসম্ভব, কৃত্রিম অর্থাৎ নগরাদির অবরোধ
এবং দৈব এই তিন প্রকার হওয়া উচিত।
পট্যও অধঃস্থের উৎপত্তি অনুসারে তিন

প্রকার হইয়া থাকে, কবিতা নিজ নিজ কা
 সাতে তাহা স্থির করিয়া লন । বিহারও
 অর্থ ৫ দিন হয় । এবং
 সাদির ১ আপন হিতজনক বিহ
 ধর্মবিহার, অর্থস্বাভাশয়ে বা অর্থ দিবা
 বিহার হয়, তাহাকে অর্থবিহার
 কোনকপে কামিনীর মন ভুলাইয়া নি
 সঙ্গম করিলে তাহাকে কামবিহার
 কুটিল অর্থাৎ যাতা সহজে বোধগম্য হ
 নহে, এরূপ উফিক ও অল্পষ্টুভ চন্দ ই
 প্রয়োগ করিতে হয় । কিন্তু তাহা না
 আবশ্যক হওয়া উচিত ।

সমবকারে বিমর্ষসন্ধি থাকে না,
 তিনটি মাত্র অঙ্ক নির্দিষ্ট হইয়াছে, তা
 প্রথমটীতে ইটী সন্ধি, এবং অপব দু

এ মধ্যে যেটীতে হয়, একটি সন্ধি সন্ধি-
ত করিতে হয়। ইহাতে অল্পপরিমাণে
গন্ধী বৃদ্ধি থাকে। প্রবৰ্ণে বিন্দু ও
কেবল বিশেষ প্রাধিকার হয় না, বীধ
প্রধানভাবে বর্ণিত হয়। সমুদ্রমগন
ত গ্রন্থ প্রকরণের উদাহরণস্থল।

ঐহামৃগ-লক্ষণ।

ঐহামৃগের আখ্যায়িকা ক্রিয়দংশে প্রসিদ্ধ
ক্রিয়দংশে অপ্রসিদ্ধ, চানি অন্ধে সম্বন্ধ।
নাট্যক মনুষ্য, এবং নাট্যিকা দেবতা;
উদ্ধতগুণযুক্ত, নাট্যিকা রোষপরতন্ত্রা।
সংস্কৃত, বিদ্রব ও নাস্তাগাদিক
বিলক্ষণরূপে বর্ণিত থাকা উচিত।

নাট্যিকাব সহিত কলহ, বিচ্ছেদ, অপহ
ও মদাক্রতাদি দোষে বিহারক্রিয়া অর্চা
থাকিবে । ইহার কার্য্য, পুরুষসংখ্যা, ব
রস ব্যাযোগের অনুরূপ হইবে । ই
বধেচ্ছ ব্যক্তিদিগের বন্ধ ও উদয়
বর্ণিত থাকিবে, কিন্তু কোনরূপ ছল অ
কবিতা যুদ্ধাদি ক্রিয়ার নিবৃত্তি করিতে
কুম্মমশেখববিজয়াদি গ্রন্থ দীর্ঘ-মৃগমধ্যে
গণিত ।



ডিম-লক্ষণ ।

ডিমের বর্ণিত বিষয় প্রসিদ্ধ, এবং :
প্রসিদ্ধ ও উদাত্তগুণযুক্ত হইবে ।
ত্ৰিশটি লক্ষণাক্রান্ত ও চারি অঙ্কি

। উচিত । ডিমে আদি, শান্ত ও হাস্য
 ত অপর সমস্ত রসেরই সঞ্চার থাকিবে ;
 যে রসই থাকুক না কেন, তাহা যেন
 প্রথরভাবে থাকিয়া চমৎকৃতি-জনক হয় ।
 ঐগ্রহণ, বজ্রোদ্ধাপাত ও যুদ্ধাদিব বর্ণনই
 প্রধান অঙ্গ । ইহাতে মায়া, ইন্দ্রজাল
 না পুরুষের সমাবেশাদিব উল্লেখ থাকা
 । দেব, মহোরগ, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত,
 ও পিশাচ এই সকলেরই কার্য্য বিশেষ-
 বর্ণিত থাকিবে । ইহার নায়ক ষোল
 এবং ইহাতে কৌশিকী বৃদ্ধি, বিদগ্ধক,
 শক ও বিম্বর্ষ সন্ধি থাকিবে না । ডিমের
 : জিপুর্নদাহাদিই অধিক প্রসিদ্ধ ।

বায়োগ-লক্ষণ ।

কোন প্রসিদ্ধ রাজবংশসমুদ্ভূত মনু
 দেবতা, বায়োগেব নায়ক । কিন্তু সেই
 অতি উন্নত, অহঙ্কারী, দর্পযুক্ত এবং
 দ্বাধানিবৃত্ত হইবেন । ইহাতে স্ত্রীলোক
 অন্ন থাকিলে । ইহাও ডিম্বের স্থায় এক-
 সংঘটিত এবং সমবকারের স্থায় অনেক-
 সাগ । ইহাতে একটীমাত্র অন্ধ ও যুদ্ধধর্ম
 উদ্দেশ্য থাকিলে, কিন্তু সেই বদ যেন স্ত্রীকে
 নিমিত্ত না হয়, তৎসাক্ষ্য বিষয়সকল ও কে
 বৃদ্ধি থাকিলে না । হাঙ্গ, আদি ও
 বাতীত অন্যান্য রসগুলি অঙ্গীকারপ হই
 যথা :—সৌগন্ধিকাহরণাদি বায়োগেব ।
 ইবণগ্রন্থ ।

অঙ্ক-লক্ষণ ।

অঙ্কে সচরাচর উৎসাহিকাক্ষ বলে।
নাট্যাদির অন্তর্গত অঙ্ক পরিচ্ছেদজন্তু ইহার
উক্ত নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। অঙ্কের আখ্যা-
য়িকা প্রসিক্ত ও অপ্রসিক্ত উভয়বিধই হইতে
পারে। দিব্যপুরুষ (শ্রীকৃষ্ণাদি) ব্যতীত
অন্যান্য পুরুষগণকে ইহাতে নায়করূপে উপ-
স্থাপিত করিতে হয়। অঙ্কে করুণ রসই বহুল-
পরিমাণে ভাসমান থাকা উচিত, কিন্তু বদ
বা উদ্ধত প্রেহারাতির কথা কিছুই থাকিবে
না। স্ত্রীলোকদিগের বিলাপ, নির্বেদবাক্যাদিই
অধিকপরিমাণে প্রযুক্ত হইবে। ইহার বৃত্তি
ভারতী, উপাখ্যানভাগ উপবনগমন, ক্রীড়া,
বিহার, স্ত্রীসন্তোগাদি ও মনোহর ভূম্যাদির
বর্ণনায় পরিপূর্ণ থাকিবে, রচনা বিশেষগতিতে

হওয়া উচিত; অঙ্ক একটী, সন্ধিবৃত্তি অঙ্ক, এবং
জয় পরাজয় ফল । যথা :—শর্ষিষ্ঠাব্যাপ্তি
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট অঙ্কগ্রহ ।

প্রহসন-লক্ষণ ।

প্রহসনের নায়ক তাপস, ব্রাহ্মণ অথবা
অল্প কোন পুরুষও হইতে পারে। ইহার আখ্যা-
য়িকা কবিকল্পিত, বৃত্তি আবডটী, অঙ্ক এক
বা দুইটী হইবে । শাস্ত্রের কথা ও নীচজনোক্ত
পরিহাসাদি ইহাতে অধিকপরিমাণে থাকা
আবশ্যক । অতি নতুনিগের কথাগুলি বিশেষ
বিশেষ ভাবযুক্ত ও হাসজনক হওয়া উচিত ।
নায়ক একটীর অধিক হইবে না, কাহারও মতে
ইহাতে অনেক ভ্রষ্টাচারের কথা থাকিবে।

শুদ্ধ ও সঙ্গীর্ণভেদে প্রহসন দুইপ্রকার হইতে পারে। পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলে শুদ্ধ এবং বেস্তা, নপুংসক, বিট, বনিক ও দাসীদিগের পরিহাসাদিযুক্ত হইলে সঙ্গীর্ণ হইবে। ইহাতে স্ত্রীলোকের নৃত্য থাকা কর্তব্য, এবং ইহার অঙ্গাদি বীথীর স্থায় হইবে। যথা :—প্রহসনের প্রধান গ্রন্থ কন্দর্পকেনি প্রভৃতি।

ভাগ-লক্ষণ।

যাহাতে ধূর্তের চরিত্রঘটিত আখ্যানিকা, নানা অবস্থার ঘটনা, একটীমাত্র অঙ্ক ও নিপুণ, পণ্ডিত, নৃত্যগীতাভিজ্ঞ অথচ ধূর্ত নারক থাকে, তাহাকে ভাগ কহে। সেই নায়কই রঙ্গ-স্থলে অন্যের অনন্তভূত বিষয় আবিষ্কৃত করিয়া

সম্বোধন ও উক্তি প্রভৃতি প্রায়ই আকাশভাষিত দ্বারা সম্পন্ন করিবে । ইহার উপাখ্যানটী কাব্য-কল্পিত এবং শৌর্য্য, বীর্য্য ও সৌভাগ্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ । ইহাতে বীর অথবা আদি রসই প্রধান, বৃত্তি প্রায়ই ভারতী; কদাচিৎ কৌশিকী বৃত্তিরও সমাবেশ দেখা যায়, মুখ ও নিবৰ্হণসন্ধি থাকে, এবং অভিনয়কার্য্যে নৃত্য ও দশবিধ নৃত্যঙ্গের বিশেষ আবশ্যকতা আছে । যথা :—
 লীলামধুকর প্রভৃতি গ্রন্থ ভাণের উদাহরণ স্থল ।

বীথী-লক্ষণ ।

বীথীতে একটা অঙ্ক ও এক বা দুইটা পাত্র থাকিবে । ইহাও ভাণের ন্যায় আকাশভাষিত

দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তরে পরিপূর্ণ হইবে। ইহার
প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনওকার
হইয়া থাকে। ইহাতে সকলপ্রকার রসই
থাকে, কিন্তু সাহিত্যদর্পণকর্তা বলেন, আদি
রস অধিকপরিমাণে বর্ণিত হয় বলিয়া ইহা
আদিবসপ্রধান। ইহাতে মৃগ ও নিবহীন সন্ধি
থাকে, তাহাতেই সমুদায় প্রয়োজন প্রকাশিত
হয়। বীণীতে এই তেরটা অঙ্গ থাকে। যথা:—
উদ্ঘাত্যক, অবলগিত, অবসান্ধিতক, অসং-
প্রলাপ, প্রপঞ্চ, মালিন্দা, বাহুকেলি, অধিবস,
ছল, ব্যাহার, মৃদব, সিংগত, এবং গণ্ড।
এতদ্বাধ্যে উদ্ঘাত্যক ও অবলগিতের লক্ষণ
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তদ্ব্যতিরিক্ত
প্রত্যেকের লক্ষণ নিম্নে ক্রমশঃ প্রকাশ করা
বাইতেছে।

অবস্যন্দিত-লক্ষণ ।

কোন কথা বলিলে যদি তাহাতে ভাল মন্দ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রথমোক্ত কথার অন্যপ্রকার অর্থ করার নাম অবস্যন্দিত । যথা :—রামচ্ছনিত্তে “ বাছা ! কাল অযোধ্যায় যাইবে, কিন্তু অযোধ্যাধিপতিকে বিনীতভাবে প্রণামাদি কবিও”, ইত্যাদি সীতাবাক্য অবস্যন্দিতের উদাহরণস্থল ।

অসৎপ্রলাপ-লক্ষণ ।

হিতাহিতবিবেচনাশূন্য মূর্খের অসম্বন্ধ কথার অসম্বন্ধ প্রত্যুত্তর প্রদান করাকে অসৎপ্রলাপ বলে । যথা :—বেণীসংহারে দুর্যোধনের অতি গাফারীর বাক্য অসৎপ্রলাপের দৃষ্টান্তস্থল ।

প্রপঞ্চ-লক্ষণ ।

কোন প্রকৃতার্থ বিষয়ের নিমিত্ত পর-
স্পরের হাস্যজনক কথোপকথনকে প্রপঞ্চ বলা
যায় । যথা :—বিক্রমোর্কশীতে বড়ভীষ্ম বিদু-
ষক এবং চেটীর পরস্পর কথোপকথন প্রকৃত
প্রপঞ্চ ।

নালিকা-লক্ষণ ।

বাক্যের স্বরূপার্থ গোপন করিয়া অন্য
কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করার নাম প্রহেলিকা ।
সেই প্রহেলিকা হাস্যপরিহাসহলে প্রযুক্ত
হইলে নালিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।
যথা :—রত্নাবলীতে সুসঙ্গতা ।—“সখি ! তুমি
বাহার নিমিত্ত আসিয়াছ, সে এইখানেই
আছে । সাগরিকা ।—“আমি কাহার নিমিত্ত

এখানে আসিয়াছি ?” সুসঙ্গত।।—“চিত্রফলকের জন্য”, ইত্যাদি বাক্য নালিকার উদাহরণস্থল ।

বাক্কেলি-লক্ষণ ।

কথোপকথন, হাস্যপরিহাস, বা ক্রোধাদি প্রকাশস্থলে পরস্পরের ক্রমান্বয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর করা, অথবা সহসা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা-সম্বন্ধি থামার নাম বাক্কেলি । যথা :—“মদ্য তোমার অতি প্রিয়, কিন্তু সেই মদ্য বারাজনার সহিত একত্র পান করিতে পারিলে আরও অধিকতর প্রিয় হইতে পারে”, ইত্যাদি বাক্য বাক্কেলির উত্তম দৃষ্টান্ত ।

অধিবল-লক্ষণ ।

স্পর্ধাশীল পরস্পরের বক্তৃতাবোক্ত উক্তি প্রত্যুক্তির ক্রমশঃ অধিক প্রচণ্ডতা হওয়াকে

অধিবল বলে । অথবা উত্তরপ্রত্যুত্তরস্থলে
শত্রুর বাক্য শুনিয়া নিজে আরও কিছু অধিক
বলিতে যাওয়াকেও অধিবল বলে । যথা :—
প্রভাবতীতে “আজ ক্ষণকালেব মধ্যে এই গদা
দ্বারা ইহার বক্ষঃস্থল চূর্ণ করিয়া তোমাদিগের
উভয় লোক উন্মূলিত করিব”, ইত্যাদি বহুনাভ-
বাক্য অধিবললক্ষণাক্রান্ত ।

ছল-লক্ষণ ।

বস্তুতঃ প্রিয় নহে, অথচ প্রিয়ের মত
ভাসমান অপ্রিয় বাক্য দ্বারা ছলনা কবাকেই
ছল বলে । অথবা উপহাস বা ক্রোধ প্রকাশ
করিয়া কোন একার্থবিশিষ্ট বথা দ্বারা অল্প-
প্রকার অভিপ্রায় বুঝানকেও ছল বলা যাইতে
পারে । যথা :—বেশীসংহারে “দুঃতচ্ছলের কৰ্ত্তা,

জতুগৃহোদ্ভীপক, হঃশাসনাদির গুহ, অঙ্গরাজের
মিত্র, দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণে গাটু,
পাণ্ডবদিগের প্রভু, সেই রাজা হৃষ্যোধন এক্ষণে
কোথায় ? আমরা তাঁহাকে দেখিতে আসি-
মাছি”, ইত্যাদি ভীমার্জুনের বাক্য ছলমূলক ।

ব্যাহার-লক্ষণ ।

পবের নিমিত্ত হাস্যলোভপ্রকাশক বচনা-
বলীকে ব্যাহার বলে । যথা :—মালবিকাগ্নি-
মিত্রে মালবিকার লাস্য প্রদর্শনের পর বিদ্-
ষকাদির পরস্পর কথোপকথন ব্যাহারের উদা-
হরণস্থল ।

মৃদব লক্ষণ ।

যেখানে গুণ, দোষের ভ্রাম্য এবং দোষ
গুণের ভ্রাম্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকে মৃদব বলে ।

যথা :—“প্রিয়ঙ্গুবিততা, ক্রুরতা, নিঃশ্লেহতা ও কৃতঘ্নতা প্রভৃতি আমার দোষ সকল অদ্য তোমাকে দেখিয়া গুণতা প্রাপ্ত হইল । যৌবন-শ্রীভূষিত তাহার সেই মনোহর রূপ ও সৌন্দর্য্য স্নেহের নিকেতন হইলেও আমার অশেষ দুঃখের হেতু হইতেছে”, ইত্যাদি বাক্য মৃদ-বের প্রকৃত উদাহরণস্থল ।

ত্রিগত-লক্ষণ ।

অনুদাত্ত বচন, প্রয়োগকালে তিনপ্রকারে বিভক্ত হইয়া হাস্যরসযুক্ত হইলে ত্রিগত নামে কথিত হয় । অথবা ক্রতীসমতাহেতু অনেকার্থের প্রয়োগের নাম ত্রিগত । যথা :—বিক্রমোর্কশীতে “মহারাজ ! আমি এই বনের মধ্যে আপনার বিরহে অতিকাতরা একটা

সর্বদাসুন্দরী সন্মিলকে দেখিয়াছি,” ইত্যাদি
বাক্য ত্রিগতের প্রকৃত দৃষ্টান্তস্বল ।

গণ্ড-লক্ষণ ।

একপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত কোন কথাকে
প্রস্তুতবিষয়ক অর্থে ঘটাইয়া থরা করিয়া বলার
নাম গণ্ড । যথা :—বেণীসংহারে “মহারাজ !
ভগ্ন ভগ্ন,” ইত্যাদি কঙ্কুকীবাক্য গণ্ডলক্ষণ
ক্রান্ত ।

এই সমুদায় বিষয় নাটকান্নি সকলেরই
বিশেষ উপযোগী হইলেও কেবল বীথীতেই
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মালাকারে নানারসের
সঞ্চায় থাকে বলিয়া ইহাকে বীথী বলে । মাল-
বিকাশিমিত্র গ্রন্থ ইহার মধ্যে পরিগণিত ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

উপরূপক ।

প্রথমোক্ত লক্ষণাক্রান্ত অভিনেয় বিষয় সকলের নাম যেমন রূপক, তন্নিহ্ন প্রকারান্তরে অভিনেতব্য বিষয়সমূহকে উপরূপক বলে । উপরূপকও প্রকারভেদে অষ্টাদশবিধ হইয়া থাকে । যথা:—নাটিকা, ভোটক, গোপ্তী, মট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্কণ, রাসক, সংলাপক, ত্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, হুর্নালিকা, প্রকরণী, হুল্লীশ ও ভাদিকা । ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদাহরণ ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে ।

নাটিকা-লক্ষণ ।

নাটিকার উপাখ্যান কবিকল্পিত । ইহাতে অনেকগুলি নায়িকাসমাগম, চারিটা অঙ্ক, কৌশিকী বৃত্তি এবং অল্পপরিমাণে বিমর্ষ সন্ধি থাকা কর্তব্য । নৃত্যগীতপ্রভৃতিতে অনুবক্ত, নিশ্চিন্ত, আশোদী, তথচ রাজাকে নাটিকার নায়ক করিতে হয়। অস্তঃপুরচারিণীদিগের সঙ্গীত-কুশলা হওয়া উচিত; প্রধান নায়িকা নৃপবংশজা, অবিবাহিতা ও নবানুবাগা হইবে, নায়ক সেই নায়িকার প্রীতি অত্যাশ্রুতি হইয়াও প্রধান রাজকুলসত্তা অতিপ্রগল্ভা, অত্যন্ত মানিনী প্রধানমহিষীর শঙ্কায় সতত শঙ্কিত থাকিবে এবং নায়কনায়িকার পরস্পর সঙ্গিলন মহিষীর আয়ত্বে বঞ্চিত হইবে । যথা:—বহুবলী উৎকৃষ্ট নাটিকা!

ত্রোটক-লক্ষণ ।

যাহাতে পাঁচ, সাত, আট অথবা নয়টি অঙ্ক থাকে এবং যাহার নামক মনুষ্য আর নায়িকা দেব-
যোনিসম্ভবা, তাহাকে ত্রোটক বলে । ত্রোটকের
প্রতি অঙ্কেই বিদুষক ও আদিরসবাহুল্য থাকিবে ।
যথা :—বিক্রমোর্কশী প্রভৃতি ত্রোটকগ্রন্থ ।

গোষ্ঠী-লক্ষণ ।

যে উপরূপক নয় দশটি প্রাকৃত মনুষ্য ও
পাঁচ ছয়টি জীলোকঘটিত বৃত্তান্তযুক্ত, প্রগল্ভ-
বাক্যশূদ্ধ, কোণিকীবৃত্তিবিশিষ্ট, গর্ভ ও বিমর্ষ
সন্ধিবিবর্জিত, একাঙ্গে পরিণত এবং আদিরস-
বহুল, তাহার নাম গোষ্ঠী । যথা :—রৈবত্বে-
মদমিকা গোষ্ঠীশ্রেণীভূক্ত ।

সটুক-লক্ষণ ।

বাহ্য প্রচুর-প্রাকৃত-ভাষা-পূর্ণ, বিকল্পক-
 প্রবেশকশূন্য, অদ্ভুতরসযুক্ত, পাত্রান্তরের প্রবেশ-
 রহিত, যবনিকানাংক অঙ্কে আবদ্ধ, তাহাকে
 সটুক বলা যায় । সটুকের অন্যান্য বিষয়
 নাটিকার মত । যথা :—কপূরমঞ্জরীনাংক গ্রন্থ
 সটুকमध्ये প্রসিদ্ধ ।

নাট্যরাসক-লক্ষণ ।

বাহ্যতে একটীমাত্র অঙ্ক, বিবিধতাললয়
 বিগুহ্য গীত, অতি উদারচরিত নায়ক, পীঠমন্দি
 উপনায়ক, বাসকসজ্জা নারিকা, আদিরসযুক্ত
 হান্তরসপ্রাধান্য, মুখ ও নিবর্হণ সন্ধি এবং দশ
 অঙ্গবিশিষ্ট লাস্যের সমাবেশ দেখা যায়, তাহার

নাম নাট্যরাসক। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত
ইহাতে কেবল প্রতিমুখ ভিন্ন অপর কয়েকটি
সন্ধি যোজনা করিতে বিধি দেন। পূর্বোক্ত
সন্ধিষয়বিশিষ্ট নন্দবতী এবং সন্ধিচতুষ্টয়যুক্ত
বিলাসবতী গ্রন্থই অধিক প্রসিদ্ধ।

প্রস্থান-লক্ষণ ।

প্রস্থানের নায়ক দাস, উপনায়ক অতি
নীচ ব্যক্তি, নায়িকা দাসী, বৃত্তি কৌশিকী ও
ভারতী, এবং অঙ্ক দুইটিমাত্র হওয়া উচিত।
ইহাতে স্বেচ্ছাপ্রাপ্তির অধিক আয়োজন ও তাল-
লয়াদিসম্বন্ধ সঙ্গীতও থাকে। শৃঙ্গারভিলক
প্রস্থানমধ্যে পরিগণিত।

উল্লাপ্য-লক্ষণ ।

বাহার নায়ক উদাত্তগুণযুক্ত, আখ্যায়িকা স্বর্ণীয়া, রস হাস্য-আদি-করুণাত্মক, উপাখ্যান-ভাগ বহু সংগ্রামবর্ণনে পরিপূর্ণ, এবং সঙ্গীত-যুক্ত, তাহাকে উল্লাপ্য বলে । ইহাতে অষ্ট একটী, কাহারও মতে তিনটী ও একবিংশতি শিল্পকান্ন বর্ণিত থাকে । উল্লাপ্যের মধ্যে দেবী-মহাদেবনামক গ্রন্থ বিখ্যাত ।

কাব্য-লক্ষণ ।

যাহা আরভটী বৃত্তিরহিত, একাঙ্কবিশিষ্ট, হাস্যরসপ্রধান, তালহীন খণ্ডমাত্রা ও দ্বিপদিকা প্রভৃতি গীতযুক্ত, তাহাকে কাব্য বলে । কাব্যের আদ্যন্তে সন্ধি এবং আদিরসরসিকা

অতি উচ্চপ্রকৃতি নায়িকা থাকা কর্তব্য ।
কাব্যের মধ্যে যাদনোদয় অতি প্রসিদ্ধ ।

প্রেম্ভাণ-লক্ষণ ।

যাহাতে গর্ভ সন্ধি, বিমর্ষ সন্ধি, নায়ক,
সুত্রধার ও বিকৃত্তক বা প্রবেশক থাকে না,
একটীমাত্র অঙ্ক, সকলপ্রকার বৃত্তি ও নেপথ্যে
নান্দীগানবিধান থাকে, তাহাকে প্রেম্ভাণ বলে ।
যেমন বালিবধ ইত্যাদি ।

রাসক-লক্ষণ ।

রাসকে একটীমাত্র অঙ্ক, পাঁচটী পাত্রের
সমাবেশ, মুখ ও নিবর্হণ সন্ধি, নানা-ভাষা-
কৌশল, ভারতী ও কৌশিকী বৃত্তি, বীধীর

সমুদায় অঙ্ক, নৃত্যগীতের সংযোগ, প্রেমবাক্যে
রচিত নান্দী, অতি বিখ্যাত নায়িকা এবং
মূৰ্খ নায়ক থাকা কর্তব্য। কেহ কেহ ইহাতে
সন্ধি ও প্রতিমুখসন্ধি যোজনা করিয়া থাকেন;
যেমন মেনকাহিত ইত্যাদি।

সংলাপ-লক্ষণ।

যাহাতে তিন বা চারিটী অঙ্ক, অতি
পাষণ্ড নায়ক, আদি ও করুণা ভিন্ন অন্য কোন
রস, পুররোপেচ্ছলে সংগ্রাম ও উপপ্লবাদের বর্ণন
এবং কৌশিকী ও ভারতী ভিন্ন অপর কোন
বৃত্তি থাকে, তাহার নাম সংলাপ। সংলাপের
মধ্যে মারাকাপালিক প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীগদিত-লক্ষণ ।

বিখ্যাত আখ্যায়িকাপূর্ণ, এক অঙ্কবিশিষ্ট, উদাত্তগুণভূষিত বিখ্যাত নায়কনারিকায়ুক্ত, শর্তসন্ধি-বিমর্ষসন্ধি-বিবর্জিত, বহুল ভারতী বৃত্তিনিবদ্ধ, শ্রীশব্দযুক্ত উপরূপককে শ্রীগদিত বলে । কাহারও মতে ইহাতে শ্রী স্বয়ং উপহিত থাকিয়া গান ও শ্লোক পাঠ করেন । যেমন জৌড়ারসাতল ইত্যাদি ।

শিল্পক-লক্ষণ ।

যাহাতে চারিটী অঙ্ক, চারিটী বৃত্তি, শাস্ত্র ও হাস্য ভিন্ন সমুদয় রস, ব্রাহ্মণ নায়ক, শ্রমণাদিগ্ন বর্ণন, অতি হীনজাতীয় উপনায়ক, আশংসা, তর্ক, সন্দেহ, তাপ, উদ্বেগ, প্রেমক্তি,

প্রযত্ন, গ্রন্থন, উৎকর্ষা, আকারগোপন, অপ্রতি-
পত্তি, বিলাস, আলস্য, বাম্য, প্রহর্ষ, অশ্লীল-
মুচ্ছতা, সাধনানুগম, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, প্রাপ্তি,
লাভ, বিস্মৃতি, সম্প্রট, বৈশারদ্যা, প্রবোধন
এবং চমৎকারিত্ব এই সকল বিষয়ের সমাবেশ
দেখা যায়, তাহাকে শিল্পক কহে। যেমন
কনকাবতীমাধব।

বিলাসিকা-লক্ষণ।

বিলাসিকায় বহুলভাবে আদিরসবর্ণন,
একটি অঙ্ক, দশবিধ লাস্ত্রাঙ্গ, বিদূষক, বিট,
পীঠমন্দির, অর্থাৎ নায়কের অনুরূপ গুণসম্পন্ন সহায়
থাকিবে। ইহার নায়ক অতি হীনজাতীয়,
আখ্যায়িকা অতি অল্প, “কিন্তু বেশভূষাদির

আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইবে । ইহাতে গর্ভসন্ধি ও
বিম্বসন্ধি থাকে না । কেহ ইহাকে দুর্মল্লিকার
অন্তর্গত বলিয়া বর্ণন করেন, কেহ বা ইহার
বিলাসিকা নামের পরিবর্তে শুদ্ধ লাসিকাই
বলিয়া থাকেন । বিলাসিকার গ্রন্থ অশ্বেষ্টব্য ।

দুর্মল্লিকা-লক্ষণ ।

যাহাতে মনুষ্য নায়ক, অতি হীনজাতীয়
প্রতিনায়ক, কৌশিকী ও ভারতী বৃত্তি এবং
চারিটী অঙ্ক থাকে, তাহাকে দুর্মল্লিকা বলে ।
কিন্তু ঐ অঙ্কচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম অঙ্ক বিটের
ক্রীড়াতেই পর্যাপ্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক বিদ্বকের
চেষ্ঠাতে পরিপূর্ণ, তৃতীয় অঙ্ক পীঠমর্দনের বিষয়-
নিবন্ধ ও চতুর্থ অঙ্ক প্রধান নায়কের ক্রীড়া-

বর্ণনাবিশিষ্ট হওয়া উচিত। যেমন বিন্দুমতী
ইত্যাদি।

প্রকরণী-লক্ষণ।

যাহার নায়ক সার্থবাহ, নায়িকা নায়কের
সমানবংশসমুদ্ভূতা এবং অগ্রাণু বিষয় নাটিকার
অনুরূপ, তাহাকে প্রকরণী বলে। গ্রন্থ অশ্বে-
ষ্টব্য।

হল্লীশ-লক্ষণ।

যাহাতে একটীমাত্র অঙ্ক, অতি সূচতুরা
সাত আট বা দশটী নায়িকা, সুবক্তা নায়ক,
কৌশলী বৃত্তি, মুখ ও নিবর্হণ সক্তি এবং
বহুবিধ তাললয়াদিসুসঙ্গত সঙ্গীত থাকে,

তাহাকে দ্বীপীশ বলে । যেমন কেলিরৈবতক ইত্যাদি ।

ভাণিকা-লক্ষণ ।

বাহাতে বেশভূষার অতিশয় পারিপাটা, মুখ ও নিবর্হণ সন্ধি, কৌশিকী ও ভারতী বৃষ্টি, একটীমাত্র অঙ্ক অসামান্য উদারচরিতা নাগিকা, অত্যন্ত অধমপ্রকৃতি নায়ক, উপ-জ্ঞাস (প্রসঙ্গক্রমে কোন কার্যাবর্ণন), বিজ্ঞাস (নির্বেদ বাক্য), বিবোধ (ভ্রান্তিবিনাশ), সাধ্বস (আরোপিত আখ্যান), সমর্পণ (ক্রোধ অথবা পীড়ানিবন্ধন সোপালম্ব বাক্যপ্রয়োগ), নিবৃষ্টি (নিদর্শনের উপজ্ঞাস) এবং সংহার (কার্যসমাপন), এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়,

তাহাকে ভাণিকা কহে । ইহার উদাহরণগুলি
কামদত্তা ।

রূপক ও উপরূপকের নাম লক্ষণাদি
প্রদর্শিত হইল, এক্ষণে রূপকালঙ্কারের অঙ্গসমূ-
হের নাম লক্ষণাদির বিবরণ ক্রমশঃ বর্ণিত
হইতেছে । নাট্যকারেরা গেষপদ, স্থিতপাটা,
আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগুঢ়, মৈন্ধব,
দ্বিগুঢ়, উত্তমোত্তমক ও উক্তপ্রত্যুক্ত, নাট্যালঙ্-
কারস্যের এই দশবিধ অঙ্গ নির্দেশ করিয়া
থাকেন ।

গেষপদ-লক্ষণ ।

গায়কেরা আসনে উপবিষ্ট হইয়া তন্ত্রীভাণ
সম্মুখে লইয়া যে, শুদ্ধ (বাদ্যহীন) গান করে,
তাহাকে গেষপদ বলে । যথা :—নাগানন্দে

গৌরীগৃহে বীণাবাদনপূর্বক মলয়বতীর গান
গেয়পদের উদাহরণস্থল ।

স্থিতপাট্য-লক্ষণ ।

যাহা অনেক চারীযুক্ত, পঞ্চপাণি অর্থাৎ
পঞ্চতালী নৃত্যের অমুসারী এবং বৎসপুচ্ছ-
বিশিষ্ট, তাহার নাম স্থিতপাট্য। মতান্তরে
কুহুমশর-শর-তাপিতা নাট্যিকাদিগের প্রাকৃত
ভাষাবিরচিত বিরহগান করাকেও স্থিতপাট্য
বলে ।

আসীন-লক্ষণ ।

আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সর্বপ্রকার
বাদ্য পরিত্যাগ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারণ
করিয়া চিন্তাশোকভরে উপবিষ্ট হওয়ার নাম
আসীন ।

পুষ্পগণ্ডিকা-লক্ষণ ।

বাহাতে স্ত্রীলোকেৱা পুরুষের তায় গীত,
বাদ্য এবং তাণ্ডব ও লাস্য দ্বিবিধ নৃত্যক্রিয়া
সম্পাদন করে, তাহার নাম পুষ্পগণ্ডিকা ।

প্রচ্ছেদক-লক্ষণ ।

স্ত্রীলোকে আপন পতিকে অথ স্ত্রীর সহিত
সঙ্গত দেখিয়া প্রেমবিচ্ছেদে ক্রুদ্ধ হইয়া বীণাদি
স্বরযোগে যে গান করে, তাহাকে প্রচ্ছেদক
বলে ।

ত্রিগূঢ়-লক্ষণ ।

অনিষ্ঠুর অথচ স্নেহ-পদ-বিশিষ্ট সমবৃত্ত
পুরুষভাবে পরিপূর্ণ নাট্যকে ত্রিগূঢ় বলে
কাহারও মতে পুরুষগণের স্ত্রীবেশধারণ করিয়া
অভিনয় করার নাম ত্রিগূঢ় । যথা —মালতী-

মাধবে “এই ত আমি মালতীর বেশধারণ করিলাম,” ইত্যাদি মকরন্দবাক্য ত্রিগুণের উত্তম উদাহরণ-স্থল ।

সৈন্ধব-লক্ষণ ।

কপবাদ্যাদিসংযুক্ত, স্রব্যাক্ত কবণেব আশ্রয়, পাঠ্যহীন ও স্বভাবোক্তিতে পবিপূর্ণ নাট্যকে সৈন্ধব বলে । কেহ কেহ বলেন যে, কোন অভিনেতা সঙ্কেত ভুলিয়া অর্থাৎ বক্তব্যেব খেয়া হারাইয়া বীণাদিস্বরসংযোগে যে স্বাভাবিক ভাষা বলে, তাহারই নাম সৈন্ধব ।

দ্বিগুঢ়ক-লক্ষণ ।

যেখানে মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধি ও চতুরঙ্গ-পদ গীত থাকিবে এবং যাহা নানা রসভাবার্থ-সংযুক্ত, তাহাকে দ্বিগুঢ়ক বলে ।

উত্তমোত্তমক-লক্ষণ ।

যাহাতে বীণাদি বিবিধ যন্ত্রের ক্রিয়া নানা-
প্রকার চমৎকারজনক শ্লোক ও হাবভাবাদির
সমাবেশ থাকে, তাহার নাম উত্তমোত্তমক ।

উক্তপ্রত্যুক্ত-লক্ষণ ।

যাহা কোপ, তিরস্কার, অথবা অনুগ্রহজন্য
উত্তর প্রত্যুত্তরপূর্ণ নানা গীতবাদ্যবিশিষ্ট
তাহাকে উক্তপ্রত্যুক্ত বলে ।

দশরূপকান্স লাস্যের নামলক্ষণাদির বিষয়
একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে ইহার সন্ধি
বিধি-বিষয়ক শরীরগত অন্যান্য লক্ষণ সমুদায়
বলা আবশ্যক ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ইতিবৃত্তই নাট্যের শরীর, সেই ইতিবৃত্ত আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিকভেদে দ্বিবিধ ও পঞ্চসন্ধিতে বিভক্ত। যে কার্য্য ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সমর্থ, তাহার নাম অধিকার, এবং সেই অধিকারদ্বারা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত নীযমান ইতিবৃত্তের নাম আধিকারিক। পরপ্রয়োজনপ্রযুক্ত যে ইতিবৃত্ত, সেই ইতিবৃত্তের প্রসঙ্গক্রমে নিজের কোন প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে তাহাকে প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত বলে। কবির প্রযত্নাতিশয়ে বিধিমতে প্রযুক্ত অভিনেতৃগণকর্তৃক ফলের উৎকর্ষ-হেতু যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহাকে ফলপ্রাপ্তি বলে এবং সেই ফলের জন্য আধিকারিক ও

তাহার উপকরণজন্য আনুমানিক অর্থাৎ প্রা
ঙ্গিকের ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই ফলপ্রাপ্তির
পাচটী অবস্থা আছে। যথা :—প্রারম্ভ, প্রযত্ন,
প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তপ্রাপ্তি এবং ফলাগম ।

প্রারম্ভ-লক্ষণ ।

মুখ্যফলসিদ্ধির নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ
কবার নাম প্রারম্ভ । যথা :—রত্নাবলীতে রত্না
বলীর রাজাস্তঃপুরপ্রবেশের নিমিত্ত যোগক
বায়ণের ঔৎসুক্য প্রকাশ ।

প্রযত্ন-লক্ষণ ।

ফলপ্রাপ্তির জন্য অতিত্বরায়ুক্ত ব্যাপাবকে
প্রযত্ন বলে । কাহারও মতে কোন ব্যক্তির ফল-
প্রাপ্তি না দেখিয়া ফলের প্রতি অত্যন্ত ঔৎ
সুক্যের সহিত ধাবনের নামই প্রযত্ন । যথা :—

রত্নাবলীতে রত্নাবলীর চিত্রপট লিখন । রাম-
চরিতে সমুদ্রমস্থন ইত্যাদি ।

প্রাপ্ত্যাশা-লক্ষণ ।

যাহাতে ভাবমাত্রে ফলপ্রাপ্তির প্রতি
কিঞ্চিৎও আশা থাকে, তাহাকে প্রাপ্ত্যাশা
বলে । অথবা যেখানে উপায়সত্ত্বেও অপায়ের
আশঙ্কায় ফলপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা করিতে
পারা যায় না, অথচ সম্ভাবনা থাকে, তাহার
নাম প্রাপ্ত্যাশা । যথা :—রত্নাবলীতে বেশপরি-
বর্তনাদি দ্বারা রত্নাবলীর উদয়নরাজের সঙ্গম-
রূপ ফলপ্রাপ্তি ।

নিয়তপ্রাপ্তি-লক্ষণ ।

যেখানে রূপ বা ক্রিয়া দ্বারা ফলপ্রাপ্তির
সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে, তাহাকে নিয়তপ্রাপ্তি

বলে । অথবা অপারের দূরীকরণে যে ফল
প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়, তাহার নাম নিয়ত-
প্রাপ্তি । যথা :—রত্নাবলীতে “দেবীর অমুগ্রহ
লাভ ব্যতিরেকে এক্ষণে অন্ত কোন উপায়
দেখিতে পাইতেছি না,” ইত্যাদি বাজবাক্য ।

ফলাগম-লক্ষণ ।

সমুদায় অভিপ্রেত ক্রিয়াফলের লাভকে
ফলাগম বলে । যেমন রত্নাবলীতে উদয়ন-
রাজের চক্রবর্ত্তিলক্ষণ ফলান্তরলাভের সহিত
রত্নাবলীলাভ ।

ফলার্থিকর্তৃক আরম্ভ ইতিবৃত্তাদি কার্যের
ক্রমান্বয়ে এই পাঁচপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে ।
ইহারা স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন হইলেও পরস্পর
একত্র হইয়া কলের হেতুস্বরূপ হয় ।

যেসকল বিষয় দ্বারা ইতিবৃত্তের প্রয়োজন-
সিদ্ধি হয়, তাহাদিগকে অর্থপ্রকৃতি বলে । সেই
অর্থপ্রকৃতিসকলের পাঁচটী প্রকারভেদ আছে ।
যথা :--বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য ।
ইহাদের লক্ষণ ও উদাহরণ নিয়ে প্রদর্শিত
হইতেছে ।

বীজ-লক্ষণ ।

প্রথমে অল্পমাত্র সমুদ্ভিষ্ট ও পরে বিস্তারিত
হইয়া ফলাবসান পর্য্যন্ত বর্ণিত ফলের প্রথম
কারণকে বীজ বলে । যথা :--রত্নাবলীতে বৎস-
রাজের দৈবানুকূল্যাললিত রত্নাবলীপ্রাপ্তিহেতু
যোগদ্ধরারণকার্য্য । অথবা বেণীসংহারে দ্রৌপ-
দীর কেশসংযমনহেতু ভীমের ক্রোধোপচিত
যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ ।

বিন্দু-লক্ষণ ।

প্রয়োজনসকলের পরস্পর বিচ্ছেদ সম্ভা
বনা থাকিলে যাহা দ্বারা কার্য্যশেষ পর্য্যন্ত
তাহাদিগেব বিচ্ছেদঘটনা না হয়, তাহাকে
বিন্দু বলে। যথা :—রত্নাবলীতে অনঙ্গপূজা
সমাপ্ত হইলে সাগরিকার উদয়নরাজের পদ
চয়প্রাপ্তি ।

পতাকা-লক্ষণ ।

যে ইতিবৃত্ত ফল ও প্রস্তুত বিষয়ের উপ-
কারক, অথচ প্রস্তুত প্রধান বিষয়ের ত্রায়
কল্পিত, তাহাকে পতাকা বলে। যেমন :—রাম
চরিতে স্মগ্রীবাদির, বেণীসংহারে ভীমাদির ও
শকুন্তলায় বিদূষকের চরিত পতাকার উদা-
হরণস্থল ।

প্রকরী-লক্ষণ ।

প্রস্তুত বিষয়ের কোন একভাগে প্রসঙ্গ-
ক্রমে কোন চরিত্র বর্ণনাকে প্রকরী বলে ।
যথা :—কুলপত্যক্ষে রাবণের সহিত জটায়ুর
বিরোধসংবাদ ।

কার্য্য-লক্ষণ ।

যাহার জন্ত কোন কিছু আবশ্য হয়, তাহা ব
নাম কার্য্য । কাহারও মতে নাটকেব প্রথম
উদ্দেশ্য-বিষয়ক বর্ণনের নামই কার্য্য । যথা :—
ব্রাহ্মচরিতে রাবণবধ ।

পূর্ব্বোক্ত পতাকায় এক বা ততোধিক যে
সন্ধি থাকে, তাহা প্রধানার্থের অনুদায়ী হইলেই
অনুসন্ধি নামে অভিহিত হয় : চর্ভ বা বিমর্ষে
পতাকা সম্পন্ন হয় ইহা প্রাসঙ্গিক বলিয়া

কোন বস্তুসম্পর্কীয় এবং প্রধান নায়ক ব্যতীত
অল্প কোন প্রয়োজনসাধক ও শিষ্টপদসম্বন্ধ
হয় । ইহাতে অর্থের উপযোগ থাকে । চারিটী
পতাকাবিশিষ্ট কাব্য নাটকে প্রযোজিত হয় ।

নাটকে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও
নিবর্হণ বা উপসংহৃতি এই পাচপ্রকার সন্ধি
থাকে । এই পঞ্চসন্ধিবিশিষ্ট নাটকই অতি
প্রশস্ত । অবশিষ্ট অপ্রধান সন্ধিগুলি উক্ত পঞ্চ-
সন্ধির অনুগতমাত্র ।

মুখসন্ধি-লক্ষণ ।

যেখানে বীজ কথার উৎপত্তি হয় এবং
নানা অর্থযুক্ত রস থাকে, তাহাকে মুখসন্ধি
বলে । যথা :—রত্নাবলীর প্রথমাকাঙ্ক্ষা মুখসন্ধি
দৃষ্টিগোচর হয় ।

প্রতিমুখসন্ধি-লক্ষণ ।

পূর্বোক্ত মুখসন্ধিতে প্রধান ফলের উপাস্বরূপ বীজ কোন স্থানে লক্ষ্য, কোন স্থানে বা কিঞ্চিৎ অস্পষ্টের ভ্রাম প্রতীত হইয়া যে, উদ্দিষ্ট হয়, তাহাকে প্রতিমুখসন্ধি বলে ।
যথা :—রত্নাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয়াঙ্কে উপক্ষিপ্ত বৎসরাজের সাগরিকাসমাগমহেতুভূত অমুরাগবীজের সুসঙ্গতা ও বিদূষককর্তৃক জ্ঞানমানতাহেতু কিঞ্চিৎ লক্ষ্য, এবং বাসবদত্তাকর্তৃক চিত্রফলকবৃত্তান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ উন্নীতমানের উদ্দেশকপ উদ্ভেদ ।

গর্ভসন্ধি-লক্ষণ ।

যাহাতে প্রধান বীজের উদ্ভেদ, কখন প্রাপ্তি, কখন বা অপ্ৰাপ্তি এবং পুনরন্বেষণ

সংঘটিত হয়, তাহাকে গর্ভসন্ধি কহে । যথা —
রত্নাবলীর দ্বিতীয়াঙ্কে স্নানস্নতার বাক্যে সমুদ্বেদ,
পুনর্বার বাসবদত্তার প্রবেশে হাস । তৃতী-
য়াঙ্কেও ইহার উদাহরণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া
যায় ।

বিমর্ষসন্ধি-লক্ষণ ।

যে স্থলে ক্রোধ, বাসন ও শাপাদি দ্বারা
মুখ্য ফলোপায়ের ব্যাঘাত জন্মায়, তাহার নাম
বিমর্ষ সন্ধি । যথা — শকুন্তলার চতুর্থাঙ্কে
প্রিয়স্বদাব সহিত অনস্বয়ার শকুন্তলাবটিক
কথোপকথন ।

নিবর্হণসন্ধি-লক্ষণ ।

যাহা দ্বারা নানা ভাবোত্তর দীর্ঘবিশিষ্ট
মুখ্যাদির অর্থসমূহ যথার্থ স্থানে উৎক্ষিপ্ত

ইহ্মা একার্থ প্রতিপন্ন করে, তাহাকে নিবহ্ন সন্ধি বলে । যথা :—বেণীসংহারে কঙ্ককীযুধি-
ষ্টিরসংবাদ, অথবা শকুন্তলার সপ্তমাস্ত্রে শকুন্তলার
অভিজ্ঞানদর্শনহেতু পরবৃত্তান্ত ।

উক্ত পাঁচপ্রকার সন্ধিই নাটক ও প্রকবণে
পাকে । ডিম ও সমবকারে বিমর্ষ সন্ধি ভিন্ন
অপর চারিপ্রকার সন্ধি ও কৌশিকী ভিন্ন
অপর তিনপ্রকার বৃত্তির বিদ্যমানতা দেখা
যায় । ব্যাযোগ ও জীহাম্বে গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি
পাকে না, এবং শুদ্ধ কৌশিকী বৃত্তিই দেখিতে
পাওয়া যায় । প্রহসন, বীথী, অঙ্ক ও ভাগ ম্খ
ও নিবহ্ন সন্ধিযুক্ত এবং কৌশিকী ভিন্ন অব-
শিষ্ট বৃত্তিবিশিষ্ট হয় । এই পাঁচপ্রকার সন্ধিরই
নানা অঙ্গ আছে, তৎসমুদায় ক্রমশঃ বিবৃত্ত
করা যাইতেছে ।

সম্পদগুণযুক্ত বৃত্তসমূহকেই সন্ধ্যাস্ত বলায় : ইষ্ট বিষয়ের রচনা, প্রকৃত বৃত্তান্তের উপকরণ, রাগপ্রাপ্তি, প্রয়োগ, গুপ্ত বিষয়ের গোপন, প্রকাশ্য বিষয়ের প্রকাশ এই গুলি প্রধান সন্ধ্যাস্ত । কাব্যে, অর্থহীন হইয়াও অঙ্গ-সম্বন্ধিত হইলে প্রয়োগের প্রদীপ্তিহেতু শোভা পায় তদ্বিষয়ে বোধ হয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্যে অঙ্গহীন হইলে বিকল-ব্যক্তির গ্রাম কাহারও মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয় না ; অতএব সন্ধি-প্রদেশে যথোপযুক্ত যথারসপূর্ণ কবিতাসকল প্রয়োগ কবিত্তে হয় : সাম, ভেদ, প্রদান, দণ্ড, বধ, প্রত্যাশাপন্নমতিত্ব, গোত্রস্থলিত, সাহস, ভয়, লজ্জা, মায়া, ক্রোধ, ওজঃ, সম্বরণ, ভ্রান্তি, হেতুবধারণ, দূত, মেঘ, স্বপ্ন, চিত্র ও মন্তব্য এই সকলকেই সন্ধ্যাস্ত বলায় ।

উপক্লেপ, পরিকর, পরিভ্রাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্বেদ, কারণ ও ভেদ এই দ্বাদশ-বিধ অঙ্গ মুখ-সন্ধিতে সংযোজিত থাকে ।

প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, তাপন নর্ম্ম, নর্ম্মহ্যতি, প্রগণন, নিবোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপভ্রাস ও বর্ণসংহার এই কয়েকটি অঙ্গ আছে ।

অভূতাহরণ, মার্গ, রূপ, উদাহরণ, ক্রম, সংগ্রহ, অনুমান, প্রার্থনা, ক্ষিপ্তি, ত্রোটক, অধিবল, উদ্বিগ্ন ও বিদ্রব এই ত্রয়োদশটি গর্ভসন্ধিঙ্গ ।

অপবাদ, সম্পট, দ্রব, শক্তি, প্রসঙ্গ, ব্যবসায়, বিরোধ, প্ররোচনা, বিচলন, আদান, ছলন, ব্যাহার ও হ্যতি এই তেরটিকে বিমর্ষ-সন্ধ্যঙ্গ বলে ।

নিবর্হণসন্ধিতে সন্ধি, বিবোধ, গ্রন্থন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপ-
 গৃহন, আভাষণ, পূর্কভাব, কাব্যসংহার ও
 প্রশস্তি এই চতুর্দশটি অঙ্গ আছে ।

যে সকল সন্ধ্যাঙ্গের নাম উক্ত হইল, তাহা
 দিগের লক্ষণ ও উদাহরণ বলা যাইতেছে ।

উপক্ষেপ-লক্ষণ ।

ইতিবৃত্তমূলক কাব্যার্থের সংক্ষেপে উপ-
 ক্ষেপকে অর্থাৎ যেখানে কাব্যের প্রস্তুতার্থের
 উৎপত্তি হয়, তাহাকে উপক্ষেপ বলে । যথা—
 বেণীসংহারে “লাক্ষাগৃহ” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

পরিকর-লক্ষণ ।

কাব্যের উৎপন্নার্থবাহুল্যের নাম পরিকর ।
 যথা :—বেণীসংহারে “কৌরবগণের সহিত

আমার যে দারুণ শত্রুতা, তাহার কারণ
বাজাও নহেন এবং তোমরাও নহ,” ইত্যাদি
ভীমবাক্য ।

পরিহাস লক্ষণ ।

ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, অর্থাৎ পবে
সাহা হইবে, তদ্বিসয়ক বর্ণনকে পরিহাস বলা
যায় । যথা:—বেণীসংহারে অতি অভিমানিনী
দ্রৌপদীর নিকট ভীমের প্রবোধজনক আশ্বাস
বাক্য ।

বিলোভন-লক্ষণ ।

নায়কাদির গুণবর্ণন করাব নাম বিলো-
ভন । যথা:—বেণীসংহারে “নাথ । তুমি কুপিত
হইলে কোন কার্য্যই হ্রস্ব হয় না,” ইত্যাদি
দ্রৌপদীর বাক্য ।

যুক্তি-লক্ষণ ।

অর্থের অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয়ের সম্যক-
প্রকারে ধারণ করার নাম যুক্তি । যথা :—বেণী-
সংহারে ভীমের প্রতি “আর্য্য ! মহাবাজ কি”
ইত্যাদি সহদেববাক্য ।

প্রাপ্তি-লক্ষণ ।

সুখাগমকে প্রাপ্তি বলে । যথা :—বেণী-
সংহারে “নাথ ! এ কথা অশ্রুত-পূর্ব্ব,” ইত্যাদি
দ্রোণদৌবাক্য ।

সমাধান-লক্ষণ ।

বীজার্থের অর্থাৎ মূল বিষয়ের কথনকে
সমাধান বলা যায় । যথা :—বেণীসংহারে “অহে
সকলে শ্রবণ কর, বিরাট্ ক্রপদ প্রভৃতি সকলে”
ইত্যাদি নেপথ্যোক্ত বা গ্য ।

বিধান-লক্ষণ ।

যে স্থলে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই উক্তি থাকে, তাহাকে বিধান বলে। যথা:—বাল-চরিতে “বৎস! তোমার উৎসাহাতিশয়” ইত্যাদি বাক্য ।

পরিভাবনা-লক্ষণ ।

সকৌতূহল উক্তির নাম পরিভাবনা । যথা:—বেণীসংহারে “নাথ! এক্ষণে কি প্রলয় পয়োধর” ইত্যাদি দ্রোপদীবাক্য ।

উদ্বেদ-লক্ষণ ।

বীলার্থের অঙ্কুরের নাম উদ্বেদ । যথা:—বেণীসংহারে “জীবিতেম্বর! পুনর্বার তুমি আমাকে সমাখ্যাসিত করিবে,” ইত্যাদি দ্রোপদী-বাক্য ।

ভারতীয় নাট্যরহস্য ।

কারণ-লক্ষণ ।

প্রকৃতার্থের সমারম্ভকেই কারণ বলে ।
যথা :—বেণীসংহারে “দেবি ! আমরা এক্ষণে
রুকুলক্ষ্ময়ের নিমিত্ত চলিলাম,” ইত্যাদি
বাক্য

ভেদ-লক্ষণ ।

সমূহের ভেদনকে ভেদ বলে । যথা :—
বেণীসংহারে “অদ্য হইতে আমি তোমাদের
সহিত ভিন্ন হইলাম,” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

বিলাস-লক্ষণ ।

রতিবিশিষ্ট সন্তোগেচ্ছার নাম বিলাস ।
যথা :—শকুন্তলায় “প্রিয়া শকুন্তলা আমার
পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ নহেন,” ইত্যাদি রাজ
বাক্য ।

পরিসর্প-লক্ষণ ।

ইষ্ট অথচ নষ্ট বস্তুর কোণ চিহ্ন দেখিয়া
তাহার অনুসরণ করাকেই পরিসর্প বলা যায় ।
যথা :—শকুন্তলায় “এস্থলে ভবিতবাতাই মুণ্ড”
ইত্যাদি রাজবাক্য ।

বিধূত-লক্ষণ ।

কৃতান্তনয় অগ্রাহ্য করার নাম বিধূত ।
যথা :—শকুন্তলায় “অন্তঃপুরবিরহপর্য্যন্তক
মহারাজকে আমাদিগের উপরোধ করা বুধা,”
ইত্যাদি বাক্য ।

তাপন-লক্ষণ ।

কোন বিষয়ের উপায় না দেখাকে তাপন
বলে । যথা :—রত্নাবলীতে “হৃৎভ জনের প্রক্তি
আমার অমুরাগ,” ইত্যাদি সাগরিকাবাক্য ।

নৰ্ম্ম-লক্ষণ ।

ক্রীড়া বা বিলোভনের নিমিত্ত হান্তকর
বাক্যের নাম নৰ্ম্ম । যথা :—রত্নাবলীতে “সখি !
তুমি বাহার জন্তে এখানে আসিয়াছ, সে এই
তোমার সম্মুখে রহিয়াছে,” ইত্যাদি স্মসঙ্গত-
বাক্য ।

নৰ্ম্মহ্যুতি-লক্ষণ ।

পরিহাসচ্ছলে সন্তোষ উৎপাদন করাকে
নৰ্ম্মহ্যুতি বলে । যথা :—রত্নাবলীতে “সখি !
তুমি এমন নির্ধুর হইলে কেন,” ইত্যাদি
স্মসঙ্গতবাক্য ।

প্রগণন-লক্ষণ ।

পরস্পরের উত্তরোত্তর বাক্যকে প্রগণন
বলে । যথা :—বিক্রমোর্কশীতে “মহারাজ !

জয়যুক্ত হউন,” উর্ধ্বশীর এই বাক্য শ্রবণে “তুমি যখন আমার জয় কামনা করিতেছ, তখন অবশ্যই আমার জয় হইবে,” ইত্যাদি রাজ-বাক্য ।

নিরোধ-লক্ষণ ।

বাসনসম্প্রাপ্তির নাশ নিরোধ । যথা :—
চণ্ডকৌশিকে “আমার অপরিণামদর্শিতাদোমে জলন্ত অগ্নিকে পাদস্পৃষ্ট করা হইয়াছে,” ইত্যাদি রাজবাক্য ।

পর্য্যাপাসন-লক্ষণ ।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি অমুনয় করাকে পর্য্যাপাসন বলে । যথা :—রত্নাবলীতে “কোপ করিও না, ইনি কদলীগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,” ইত্যাদি বাক্য ।

পুষ্প-লক্ষণ ।

বিশেষ মনোগত কথাকে পুষ্প বলে ।
 যথা :—রত্নাবলীতে “বয়স্য ! তুমি আশ্চর্য্য
 শ্রীলাভ করিয়াছ,” ইত্যাদি বিদুষকবাক্য শ্রবণা
 নস্তর “বয়স্য ! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, ইনি
 যথার্থ ইন্দ্ৰমুখী, ইঁহার পাণিপল্লব পারিজাত পল্লব-
 সদৃশ মনোহর,” ইত্যাদি রাজবাক্য ।

বজ্র-লক্ষণ ।

অতি নিষ্ঠুর বাক্যের নাম বজ্র । যথা :—
 রত্নাবলীতে “তুমি আমাকে কেমন করিয়া
 জানিতে পারিলে ?” রাজার এই বাক্য শ্রবণে
 “শুদ্ধ আপনাকে নয়, চিত্রপট পর্য্যন্তও দেখি-
 য়াছি, আমি এখনই গিয়া দেবীকে সব বলিয়া
 দিব,” ইত্যাদি সূক্ষ্মতাবাক্য ।

উপন্যাস-লক্ষণ ।

উপপত্তিকৃত অর্থকে অর্থাৎ কল্পিত গল্পকে উপন্যাস বলে । কাহারও মতে অশুন্যাদি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে প্রসন্ন করার নাম উপন্যাস ।
যথা :—রত্নাবলীতে “মহারাজ ! আমাকে ভয় করিবেন না,” ইত্যাদি স্মসঙ্গতাবাক্য ।

বর্ণসংহার-লক্ষণ ।

চতুর্কর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির পরস্পর মিলনকে বর্ণসংহার বলা যায় । যথা :—দীপচরিতের তৃতীয় অঙ্কে “ঋষিদিগের এই সভা, আর এই বীর যুধাজিৎ,” ইত্যাদি বাক্য । রত্নাবলীর দ্বিতীয় অঙ্কে “ইহা হইতেও গুরুতর প্রসাদ” ইত্যাদি বাক্য ।

অভূতাহরণ-লক্ষণ ।

কাপট্যাশয় বাক্যকে অভূতাহরণ বলে ।
যথা :—বেণীসংহারে “সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, অনা-
য়াসে অশ্বখামা হত হইয়াছে, এই কথাটি
স্পষ্টভাবে বলিয়া শেষে ‘গজ,’ এই কথাটি অতি
মৃদুস্বরে বলিয়া,” ইত্যাদি অশ্বখামার বাক্য ।

মার্গ-লক্ষণ ।

যথার্থ কথা বলার নাম মার্গ । যথা :—
চণ্ডকৌশিকে “ভগবন্! ভাৰ্যাপুত্র বিক্রয়
করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ
করুন,” ইত্যাদি রাজবাক্য ।

রূপ-লক্ষণ ।

চিত্তার্থানুগত বাক্যকে রূপ বলে । যথা :—
রত্নাবলীতে “আমার মন স্বভাবতঃ অতি

চপল, অথচ জলজ্য হইলেও কন্দর্প কিপ্রকারে
তাহাকে শরবিদ্ধ করিল,” ইত্যাদি রাজবাক্য ।

উদাহরণ-লক্ষণ ।

উৎকর্ষবিশিষ্ট বাক্যের নাম উদাহরণ ।

যথা :—বেণীসংহারে “পাণ্ডবসেনামধ্যে যে যে
ব্যক্তি গুরু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ
করিয়াছে,” ইত্যাদি অশ্বখামার বাক্য ।

ক্রম-লক্ষণ ।

বাক্যের প্রকৃতার্থ উপলব্ধির নাম ক্রম ।

যথা :—শকুন্তলার “যাহা হউক, অনিমেষ
নয়নে প্রিয়াকে দেখি,” ইত্যাদি রাজবাক্য ।

সংগ্রহ-লক্ষণ ।

সাম, দান ও অর্থযুক্ত বিষয়কে সংগ্রহ
বলে । যথা :—রত্নাবলীতে “ধন্য বয়স্তু ! এই

ତୋମାର ପାରିତୋଷିକ ଗ୍ରହଣ କର,” ইত্যাদি
 যাজ্ঞবাক্য !

অনୁমান-লক্ষণ ।

କ୍ରମେର ଅନୁକ୍ରମ କଥନকে ଅନୁମାନ বলে ।
 কাହାରও মতে হେতୁদର୍শনে কোন প্রকৃত বিষয়
 স্থিର করাকেও অনুমান বলে । যথা:—জানকী-
 রাঘবে “ স্বচ্ছন্দ গমনେ পৃথিবীকে ভঙ্গিমতী
 করিতেছে,” ইত্যাদি রামবাক্য ।

প্রାର୍ଥନା-লক্ষণ ।

অନୁନବିନয়পୂର୍ବକ কাহাকে কোন কাহା
 নিয়োগ করার নাম প্রାର୍ଥନା । কাହাবও মতে
 বସନ, ହର୍ଷ ଓ ଉତ୍ସବେର ପ୍ରାର୍ଥନାକେହି ପ୍ରାର୍ଥନା
 বলে । যথা:—ରତ୍ନାବଳୀତେ “ପ୍ରିୟେ ମାଗରିକେ ।
 ତୋମାର ଚନ୍ଦ୍ରମଦନ ମୁଖ, ଉତ୍ପଳମଦନ ନୟନ, ପଦ୍ମ

সদশ কর, রস্তাসদৃশ উরু, মৃণালসদৃশ বাহু
আমাকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে,” ইত্যাদি
রাজবাক্য ।

ক্ষিপ্তি-লক্ষণ ।

কোন বহুশ্রুত প্রকাশ করাকে ক্ষিপ্তি
বলে । যথা :—বেণীসংহাবে “ একটী দুক্ষশ্ৰেণ
বিণাকে এই সকল দারুণ ঘটনা উপস্থিত.”
ইত্যাদি বাক্য ।

ত্রোটক-লক্ষণ ।

সংরক্ত অর্থাৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্বক কোন
বাক্য বলাকে ত্রোটক বলে । যথা :—চণ্ড-
কৌশিকে “আঃ—আজও তুমি আমার যজ্ঞের
বর্ষ দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে পার নাই?” ইত্যাদি
কৌশিকবাক্য ।

অধিবল-লক্ষণ ।

কাপট্যপ্রকাশপূর্বক কোন অভিনয়
সাধন করাকে অধিবল বলে । যথা :—রত্না
বলীতে “ভর্তৃদারিকে! এই সেই চিত্রশালিক”
ইত্যাদি কাঞ্চনমালাবাক্য ।

উদ্বেগ-লক্ষণ ।

বাজা, শত্রু বা দস্যু দ্বারা উৎপন্ন ভয়কে
উদ্বেগ বলা যায় । যথা :—বেণীসংহারে “এক-
বথাকৃত সেই কর্ণারি অর্জুন ও ক্রুরকর্মা হকো
দরকে পার্শ্বিয়াছি,” ইত্যাদি বাক্য ।

বিদ্রব-লক্ষণ ।

শক্কা, ভয় বা ত্রাসজনিত সন্ত্রমকে বিদ্রব
বলে । যথা :—“কালান্তকসদৃশ ক্রুদ্ধ দশা-
স্তকে নিরীক্ষণ করিয়া বানর সৈন্তদিগের মধ্যে

একটা তুমুল কোলাহল উদ্ভিত হইল,” ইত্যাদি বাক্য ।

অপবাদ-লক্ষণ ।

লোকের অনর্থক দোষকথনকে অপবাদ বলে । যথা :—বেণীসংহারে “পাক্ষালক ! সেই ভরাহ্মা হর্যোধনের কি কোন স্থানে কোন-রূপ সন্ধান পাইয়াছ ?” ইত্যাদি যুধিষ্ঠির-বাক্য ।

সম্পেট-লক্ষণ ।

রোষপ্রযুক্ত বাক্যের নাম সম্পেট । যথা :—বেণীসংহারে “ওরে বায়পুত্র ! তুই বৃদ্ধ মহা-ব্রাহ্মের সন্নিধানে অতিশয় গর্হিত নিজ কার্য-সমূহের প্রাৰ্থা করিতেছিস !” ইত্যাদি রাজ-বাক্য ।

দ্রব-লক্ষণ ।

প্রবল শোকাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া
 গুরুজনকে ব্যতিক্রম করার নাম দ্রব । যথা —
 বেণীসংহারে “ভগবন্ কৃষ্ণাঞ্জ ! স্তভদ্রালাভঃ !”
 ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য ।

শক্তি-লক্ষণ ।

বিরোধপ্রশমনকে শক্তি বলে । যথা —
 বেণীসংহারে “সমরে নিহত আত্মীয়জনেব
 দেহ অদ্য সকলে ভক্ষসাৎ করুক,” ইত্যাদি
 বাক্য ।

প্রসঙ্গ-লক্ষণ ।

ধর্মণায়ুক্ত বাক্যের নাম প্রসঙ্গ । যথা —
 যুদ্ধকটিকে “আর্য্য বিশ্বদত্তের পৌত্র, সাগরদত্তের
 পুত্র এই চারুদত্ত সামান্য অলঙ্কারের লোভে

সমস্তসেনা বেষ্ঠাকে নষ্ট করিয়াছে, তজ্জন্ত
ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বধ্য ভূমিতে লইয়া
যাওয়া হইতেছে,” ইত্যাদি চাণালবাক্য
প্রবণানন্তর “যে বংশ শত শত যাগযজ্ঞে পবিত্র
হইয়াছে,” ইত্যাদি চারুদত্তবাক্য ।

ব্যবসায়-লক্ষণ ।

প্রতিজ্ঞার হেতু আশ্রয় করাকে ব্যবসায়
বলে । যথা :—বেণীসংহারে “সমুদায় কোব-
বের জীবনহস্তা, হুঃশাসনের শোণিতপাতা ও
হৃথ্যোধনের উরুভঙ্গকর্তা ভীম আপনাকে
প্রণাম করিতেছে,” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

বিরোধ-লক্ষণ ।

উক্তরোক্তর বাক্যকে বিরোধ বলা যায় ।
কাহারও মতে কার্য্যাত্যয়োপগমনের নাম

বিরোধ। যথা :—বেণীসংহারে “ভীষ্মরূপ মহার্ঘঃ
পার হইয়াছি, প্রলয়ানলস্বরূপ ভোগকেও নিবা-
রণ কবিনাম,” ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য :

প্ররোচনা-লক্ষণ ।

সমুদায় কার্য একত্র প্রদর্শন করাকে প্ররো-
চনা বলে । যথা —বেণীসংহারে “আমি দেব
ক্রেপাণির সহিত ‘ভূত্যোবা তোমার রাজ্য্যভি-
দ্বষকেব নিমিত্ত স্ববর্ণ কলস সকল সলিলপূর্ণ
করুক,’ এই কথা বলিয়া” ইত্যাদি পাঞ্চালবাক্য :

বিচলন লক্ষণ ।

অসম্মানার্থসংযুক্ত বাক্যকে বিচলন বলে ।
কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত বিচলনের পরি-
বর্ত্তে খেদকে বিমর্ষসন্ধির অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ
করিয়া থাকেন ।

খেদ-লক্ষণ ।

মানসিক চেষ্টা হইতে সমুৎপন্ন শ্রমকে খেদ বলে । যথা :—মালতীমাধবে “জদয় দলিত হইতেছে, কিন্তু বিদীর্ণ হইতেছে না ; দিল্লী ... এই ক্ষণে ক্ষণে মোহ প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু একেবারে চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না ; ... দাঁহ শরীবকে নিবস্তুর দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্মসাৎ কবিতেছে না ; মর্গচ্ছেদী বিধাতা অনবরত প্রহার করিতেছেন, কিন্তু জীবন নাশ করিতেছেন না,” ইত্যাদি বাক্য ।

আদান-লক্ষণ ।

সমুদায় কার্যের একত্রীকরণকে আদান বলে । যথা :—বেণীসংহারে “অহে সমস্তপঞ্চক-

চারী ব্যক্তিবর্গ! আমি রাক্ষস বা ভূত নহি
ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

ছলন-লক্ষণ ।

অপমানজনিত সম্মোহের নাম ছলন বা
ছাদন । যথা:—বেণীসংহারে “আর্য্য । ইনি
শুদ্ধ বাক্যেই বা কিছু অপ্রিয় কার্য্য করিতেছেন,
কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম, বিশেষতঃ
শতভ্রাতৃশোকে এক্ষণে অতিশয় দুঃখিত
আছেন, ইহার বাক্যবাণে কাতর হইবেন না,”
ইত্যাদি অর্জুনবাক্য ।

ব্যাহার-লক্ষণ ।

প্রত্যক্ষ কথনকে ব্যাহার বলে । কোন কোন
নাট্যবিৎ পণ্ডিত ব্যাহারের পরিবর্তে প্রতিষেধকে
বিমর্ষ সন্ধির অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করেন ।

প্রতিষেধ-লক্ষণ ।

অভিলষিত বিষয়ের প্রতিষেধকে প্রতি-
ষেধ বলে । যথা :—প্রভাবতীতে বিদুষকের
প্রতি “সখে ! তুমি এখানে একাকী রহিয়াছ
কেন ?” ইত্যাদি প্রছন্নবাক্য ।

দ্যুতি-লক্ষণ ।

সাধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কারযুক্ত বাক্যের
নাম দ্যুতি । যথা :—বেণীসংহারে “হে দুর্বো-
ধন ! তুমি নির্মল চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ কবি
য়াছ, এখন পর্য্যন্তও তোমার হস্তে গদা রহি-
য়াছে,” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

সন্ধি-লক্ষণ ।

বীজোপগমনকে সন্ধি বলে । যথা :—
বেণীসংহারে ‘যজ্ঞবেণীসম্ভবে ! আমি যাহা

বলিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার স্বরণ হয় ?” ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

বিবোধ-লক্ষণ ।

কার্য্যান্বেষণকে বিবোধ বলা যায়। যথা --
বেণীসংহারে “ আৰ্য্য ! আমাকে ক্ষণকালের
জন্ত পরিত্যাগ করুন,” ভীমের এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, “আর কি অব-
শিষ্ট আছে ?” ইত্যাদি বাক্য ।

গ্রথন-লক্ষণ ।

কার্য্যের উপল্যাসকে গ্রথন বলে। যথা :—
বেণীসংহারে “অগ্নি পাঞ্চালি ! আমি জীবিত
থাকিতে তুমি কখনই স্বীয় হস্তে দ্রুশাসনকর্তৃক
স্থলিত কেশপাশে বেণী আবদ্ধ করিও না,”
ইত্যাদি ভীমবাক্য ।

নির্ণয়-লক্ষণ ।

অনুভূতার্থ কথনের নাম নির্ণয় । যথা :—
বেণীসংহারে “দেব অস্মাতশত্রো ! হৃষ্যোধন
হতক আজ্ঞাও,” ইত্যাদি ভীমবাক্য :

পরিভাষণ-লক্ষণ ।

পরিবাদকৃত বাক্যকে পরিভাষণ বলে ।
যথা :—শকুন্তলায় “আর্যো ! সেই পূজ্যা বর
বর্গিনী কোন্ রাক্ষসীর পত্নী ?” বাজার এই
বাক্য শ্রবণে “কে এখন সেই দম্পত্যপত্নী পবি
ত্যাগীর নাগ মুখে আনিবে ?” ইত্যাদি তাপসী-
বাক্য ।

কৃতি-লক্ষণ ।

লক্ষ্যার্থের স্থিরীকরণের নাম কৃতি । যথা :—
বেণীসংহারে ‘ভগবান্ ব্যাসদেব ও বাস্মীকি

প্রভৃতি ঋষিগণ অভিষেকসামগ্রী লইয়া রহিয়া
ছেন,” ইত্যাদি কৃষ্ণবাক্য ।

প্রসাদ-লক্ষণ ।

শুশ্রূষাদি দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে
প্রসাদ বলে । যথা:—বেণীসংহারে ভীমকর্তৃক
দ্রৌপদীর কেশসংযমন ইত্যাদি ।

আনন্দ-লক্ষণ ।

অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তির নাম আনন্দ ।
যথা:—বেণীসংহারে “নাথের প্রসাদে আমি বিশ্ব
ব্যাপার শিক্ষা করিব,” ইত্যাদি দ্রৌপদীবাক্য ।

সময়-লক্ষণ ।

হুঃখাপনয়নকে সময় বলে । যথা:—রত্না
বলীতে “ভগিনি ! আশ্বাসিতা হও, আশ্বাসিতা
হও,” ইত্যাদি বাসবদত্তাবাক্য ।

উপগৃহন-লক্ষণ ।

অদ্রুতবস্ত্রপ্রাপ্তির নাম উপগৃহন । যথা :—
প্রভাবতীতে নারদকে দেখিয়া উৰ্দ্ধমুখে “বিহ্য-
ল্লখাসদৃশ, পদিমলান্ন-এমরপঙ্ক্তিবিশিষ্ট পুষ্প-
শলা ধারণ করিয়া” ইত্যাদি প্রহসনবাক্য ।

আভাষণ-লক্ষণ ।

দান অথবা মান দ্বারা নিষ্পন্ন কার্য্যকে
আভাষণ বলে । যথা :—চণ্ডকৌশিকে “তবে
এস, ধর্ম্মলোকে বাস করসে,” ইত্যাদি ধর্ম্ম-
বাক্য ।

পূর্ব্বেতাব লক্ষণ ।

কার্য্যোপদেশক বিষয়কে পূর্ব্বেতাব বা
পূর্ব্বেতাব্য বলে । যথা :—দেবীসংহারে “ব্রহ্ম-
মতিকে । এক্ষণে সেই অহঙ্কতা ভাষ্যমতী

কোথায় ? এখন আসিরা পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে পরাভব করুক না,” ইত্যাদি ভীম-বাক্য ।

কাব্যসংহার-লক্ষণ ।

বর এবং প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রাপ্তিব নাম কাব্যসংহার । যথা :—প্রায় সকল নাটকেই “তোমার আব কি উপকার করিব” ।

প্রশস্তি-লক্ষণ ।

দেব, দ্বিজ ও নৃপাদির প্রশংসাকে প্রশস্তি বলে । যথা :—প্রভাবতীতে “রাজারা প্রতি-নিয়ত স্তুতনির্বিশেষে প্রজাপালন করুন, ইত্যাদি বাক্য ।

সদীতশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতেরা এই সকল অঙ্গকে কার্য্য, কাল, অবস্থা ও রসভাবের

অনুসারী করিয়া প্রযুক্ত করিয়া থাকেন।
সম্বন্ধের বিবরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে
এই সকল অঙ্গসম্বন্ধীয় সম্বন্ধস্তর সম্বন্ধ ও
অর্থোপক্ষেপক সকলের নাম, লক্ষণ ও উদা-
হরণ বলা যাইতেছে।

সাম, ভেদ, প্রদান, দণ্ড, বধ, প্রত্যাংগম
মতিত্ব, গোত্রস্থানিত, সাহস, ভয়, লজ্জা, মায়া,
ক্রোধ, ওজঃ, সম্ভবণ, ভ্রান্তি, হেতুবধারণ, দূত,
লেখ, স্বপ্ন, চিত্র ও মদ এই একবিংশতিটি সম্বন্ধস্তর
সন্ধি। বিকল্পক, চুলিকা, প্রবেশক, অঙ্কাবতার
ও অঙ্কমুখ এই পাঁচটি অর্থোপক্ষেপক, অর্থাৎ
ইহাদিগের দ্বারা অর্থের সূচনা হয়।

বিকল্পক ও প্রবেশকেব লক্ষণ পূর্বে উক্ত
হইয়াছে, এক্ষণে চুলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্ক-
মুখের লক্ষণ সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

চুলিকা-লক্ষণ ।

যবনিকার অন্তরস্থ ব্যক্তি দ্বারা কোনপ্রকার
অর্থের সূচনা হইলে তাহাকে চুলিকা বলে ।
যথা:—বীরচরিতের চতুর্গাঙ্কের প্রথমেই নেপথ্যে
বান্ধব পরশুরামবিজয়-সংবাদ সূচিত হইয়াছে

অঙ্কাবতার-লক্ষণ ।

এক অঙ্কের শেষে কোন পাত্র দ্বারা সেই
অঙ্কের অন্তিমরূপ অঙ্কান্তরের অবতারণা করার
নাম অঙ্কাবতার । যথা:—শকুন্তলার পঞ্চমাস্ত্রে
পাত্র দ্বারা সূচিত ঘণ্টাঙ্ক ।

অঙ্কমুখ-লক্ষণ ।

স্ত্রী বা পুরুষ দ্বারা কোন অঙ্কের মুখ
বিচ্ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহার উপক্ষেপকে
অঙ্কমুখ বলে । কাহারও মতে এ অঙ্কে সমুদায়

পঙ্কের সমস্ত বিবরণ স্মৃতিত কবার নাম অঙ্ক-
মুখ। অঙ্কমুখই বীজার্থস্থাপক। যথা :--মালতী-
মাধবে প্রথমাস্কাদিতে কামন্দকী ও অবলোকি-
তার সংক্ষিপ্ত কথাপ্রবন্ধের প্রসঙ্গহেতু ভূরি-
বহু প্রভৃতির সন্নিবেশ স্মৃতিত হইয়াছে।

সামান্যাকারে অভিনেতবা বিষয় সকলের
বিবরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে সবিস্তার
নাটকলক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে।

বৃত্তি ও বৃত্ত্যঙ্গযুক্ত, পঞ্চাবস্থাপ্রাপ্ত পঞ্চ-
সন্ধিবিশিষ্ট, একবিংশতি সাক্ষ্যস্তর ও চতুঃবর্টি
সাক্ষ্যস্তরাক্রম সম্পন্ন, ছত্রিশপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত,
নানাপ্রকার গুণালঙ্কারপূর্ণ, মহারস, মহাভোগ,
উদাত্তবচন, মহাপুরুষসংকার, সদাচার, জন-
প্রিয়তা, স্মৃতিষ্টসন্ধিসংযোগ, স্মারকপ্রয়োগ,
স্বপ্নপ্রব, কোরলশব্দপ্রয়োগ, ইত্যাদি গুণ-

শুদ্ধিত নাটকই প্রশস্ত । নাটকে লোকের সুখ-
 দুঃখজনিত অবস্থা বর্ণিত থাকিবে । সে জ্ঞান
 জ্ঞানই নহে, সে শিল্প শিল্পই নহে, সে বিদ্যা
 বিদ্যাই নহে, সে কলা কলাই নহে, সে কন্স
 কন্সই নহে, যাহা নাটকে প্রযুক্ত না হয় । নানা
 বস্তুগত লোকেব স্বভাব অল্পভঙ্গীয়ুক্ত অভিনয়
 দ্বারা স্পষ্টভাবে অভিযোজিত হইবে । নাটকে
 দেবতা, রাজা ও ঋষিদিগের চরিত্র এবং
 লোকের মনের ভাব, বুদ্ধিচাতুর্য্য, নিপুণতা,
 মূৰ্খতা প্রভৃতি সমুদায়েরই বর্ণন থাকিবে । নানা
 ভাব, নানা রস, ও নানা প্রকার কন্সপ্রবৃত্তি
 দ্বারা নাটকে নানা অবস্থাস্থিত করা উচিত ।
 লোকের ভাব, বলাবল, সম্ভোগ ও যুক্তি উত্তম
 রূপে দেখিয়া নাটকে প্রয়োগ করিতে হয় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে নাটকাদিব নাম, লক্ষণ, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গগুলি একপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, অধুনা কৌশিকী প্রভৃতি বৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও লক্ষণাদি বলা যাইতেছে ।

যৎকালে ভগবান্ নারায়ণ নিজ মায়ায় সমুদায় লোককে সংক্ষিপ্ত এবং সমস্ত জগৎ অর্ণববৎ করিয়া নাপপর্য্যক্ষে শয়ান ছিলেন, সেই সময়ে বলবীৰ্য্য-মদোন্মত্ত মধু ও কৈটভ নামে দুইটা অশ্বর তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনার অতিশয় তর্জন পর্জন করিতে লাগিল । পরে তাহার। জানু ও মুষ্টি, দ্বারা সেই ক্ষুততাবন অক্ষয় পুরুষকে মহার বরত ঘোরতর সংগ্রাম

আরম্ভ করিল । যুদ্ধ সময়ে তাঁহাদিগের পবম্পদ
 নানা পরুষবাণী ও নিন্দাবাদে যেন অর্ণব
 কম্পিত হইতে লাগিল । তাঁহাদিগের সেই
 সকল বাণী শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা ভয়ে
 নিতান্ত ভীত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন ; ভগবন !
 আপনি যে সকল কথা বলিতেছেন, সকল
 কথারই পরস্পর উত্তবোত্তব সম্বন্ধ দেখা যাই-
 তেছে, এই কি তবে ভারতী-বৃত্তি সমুৎপন্ন
 হইল ? যাহা হউক শীঘ্র ইহাদিগকে নিধন
 করুন । মধুসূদন প্রজাপতি ব্রহ্মার এই কথা
 শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে ব্রহ্মন !
 কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত আমি এই ভারতী বৃত্তিব
 সৃষ্টি করিলাম, অতএব হে বাগ্নিশ্রেষ্ঠ ! আপনি
 আজ্ঞা করুন, এই ভারতী-বৃত্তি যেন পৃথিবীতে
 বহুলপ্রচার হয় । আপনি ভীত হইবেন না,

আমি স্বরায় ইহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ
করিতেছি। ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া বিষ্ণু সেই
অসুরবহরের সহিত তুমুল সংগ্রাম আবিস্ত করি-
লেন। ফলতঃ বিষ্ণুর সবল পাদবিক্ষেপেহেতু
পৃথিবী অতিশয় ভারবতী হওয়াতেই ভারতী
বৃত্তির উৎপত্তি হয়। তাহার শার্ঙ্গধনু বীজ,
দীপ্ত ও সত্বাধিক বলগন দ্বারা সাত্ত্বতী-বৃত্তি
উৎপন্ন হইল। বিষ্ণু যুদ্ধসময়ে বিবিধ অঙ্গ-
চালনবৈচিত্র্য দ্বারা যে কেশপাশ বন্ধন করেন,
তাহাতে কৌশিকী বৃত্তি জন্মিল। এবং যুদ্ধে
ব্যাপ্ত বিষ্ণুঅঙ্গসমুদায় যে নানা সংরম্ভ,
আবেগ ও গতিবিশিষ্ট হইয়াছিল তাহাতেই
ভারতী বৃত্তির উৎপত্তি।

অনন্তর উক্ত অসুরবহর বিষ্ণুর যুদ্ধে নিধন
প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্ম। নানাপ্রকারে বিষ্ণুর প্রশংসা-

বাদ করিয়া কহিলেন, দেব ! আপনাদ্বারা সৃষ্ট এই চারিটী বৃত্তি আমি প্রথমে চারি বেদে মিস্বোজিত করিব । ঋগ্বেদে ভারতী, যজুর্বেদে সান্বতী, সামবেদে কোশিকী এবং অথর্ববেদে আবভটী বৃত্তি নির্দিষ্ট হইবে । নাট্যকারেরাও সেই গম্যযোনির অনুজ্ঞায় উক্ত বৃত্তি চতুষ্ঠয় নাট্যে প্রযুক্ত করিয়াছেন । সঙ্গীতরত্নাকর কারের মতে পুরুষার্থোপযোগিনী বাঙ্মনঃকারজ চেষ্টাধিশেষের নামই বৃত্তি । তিনি বলেন, ঋক্, যজু, অথর্ব ও সাম, এই বেদচতুষ্ঠয় হইতে ক্রমান্বয়ে ভারতী, সান্বতী, আবভটী ও কোশিকী এই চারিটী বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে । বৃত্তি সমুদায়ের উৎপত্তির বিষয় একপ্রকার বলা হইল, লক্ষণ ও উদাহরণ নিয়ে একটিত হইতেছে ।

ভারতীয়-বৃত্তি-লক্ষণ ।

যাহা গান্ধীর্ষ্যাদি-গুণবিশিষ্ট-বাক্যগুণ্ডিত,
 পুরুষমাত্রপ্রযোজ্য এবং সংস্কৃতবহুল তাহাই
 ভারতী বৃত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।
 সৰ্ব্বপ্রকার রসেই ভারতী বৃত্তি প্রযুক্ত হইতে
 পারে। কোন কোন নাট্যবিৎ পণ্ডিত সংস্কৃত-
 বহুল, নট্যশ্রয় বাগ্‌ব্যাপারকেই ভারতী বৃত্তি
 বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । প্রবোচনা,
 আমুখ, বীণী এবং প্রহসন এই চারিটি প্রকার-
 ভেদ ভারতী বৃত্তিতে লক্ষিত হয় । আমুখেরও
 আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে । যথা :—উদ্‌ঘাত্যক,
 কথোদ্‌ঘাত, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্তক এবং অব-
 লগিত । ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ ও উদা-
 হরণ প্রকৃতি স্থানান্তরে উল্লিখিত আছে ।
 ইত্যরং এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন ।

সাক্ষী-বৃত্তি-লক্ষণ ।

যাহা সবগুণযুক্ত, জায়াচরিতবিশিষ্ট, উৎকট
 ইর্ষোৎপাদক এবং শোকস্তাববিহীন তাহাকে
 সাক্ষী-বৃত্তি বলে । ইহাতে বীর, অদ্বুত, রোজ
 এবং অল্পপরিমাণে আদিরস সঞ্চারিত থাকিবে ।
 উদ্ধত পুরুষ ও পাত্রদিগের পরস্পর ধ্বংসা
 ইহার একটি প্রধান অঙ্গ । উত্থাপক, পরিবর্তক,
 সংলাপ ও সংঘাত্যক এই চারিটি প্রকারভেদে
 সাক্ষী-বৃত্তিতে লক্ষিত হয় ।

উত্থাপক-লক্ষণ ।

যদি কোন পাত্র 'আমি এই উদ্ভিত হই-
 লাম, তোমার শক্তি থাকে নিবারণ কর'
 ইত্যাকার আফালনপূর্বক উদ্ভিত হয়, তাহার
 নাম উত্থাপক, অর্থাৎ শত্রু উত্তেজককারী

বাক্যকে উৎপাদক বলে । যথা :—বীরচরিতে
“আনন্দের অন্তই হউক, বা বিষয়ের অন্তই
হউক, অথবা ছঃধের নিমিত্তই হউক, আমি
তোমাকে দেখিয়াছি,” ইত্যাদি বাক্য ।

পরিবর্তক-লক্ষণ ।

প্রারম্ভ কার্যের অন্তর্থা করণকে পরি-
বর্তক বলে । যথা :—বেণীসংহারে “সহদেব তুমি
যাও, গুরুর অনুবর্তী হও,” ইত্যাদি ভীষ্মবাক্য ।

সংলাপ-লক্ষণ ।

সাম, বীক, ও নিরামর্ষযুক্ত আলাপ বা
মানা ভাবপূর্ণ গভীরোক্তিকে সংলাপ বলে ।
যথা :—বীরচরিতে “মহাদেব অবশ্যই কার্ত্ত-
বীর্যের স্রবের নিমিত্ত আপনাকে এই পরশু
প্রদান করিয়াছেন ।” পরশুরাম রাবের উক্তি

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “দাশরথি রাম! হাঁ, এ সেই পরশুই বটে,” ইত্যাদি পরশুরামবাক্য ।

সংঘাত্যক-লক্ষণ ।

মন্ত্র, অর্থ ও কার্যের শক্তি দৈববল অথবা নিজদোষে মিলনভঙ্গ হওয়াকে সংঘাত্যক বলে । কেহ কেহ কার্য-শক্তি ও নিজদোষ এই দুইটা কথার উল্লেখ করেন নাই । যথা:—
মন্ত্র-শক্তি ও অর্থ-শক্তি দ্বারা মূদ্রারাক্ষসে বাকস-সহচরদিগের পরস্পরভেদসাধন, এবং দৈব-শক্তি দ্বারা রামায়ণে রাবণের সহিত বিভীষণের ভেদ-সাধন হয় ।

কৌশিকী-বৃত্তি-লক্ষণ ।

মনোহর নেপথ্যবিশেষ দ্বারা বিচিত্র, জীমুখল, নৃত্যগীতপূর্ণ, কামোপভোগবহন

বৃত্তিকে কৌশিকী-বৃত্তি বলে । কৌশিকী-
বৃত্তিরও চারিটা প্রকারভেদ আছে । যথা :—
নৰ্ম্ম, নৰ্ম্মক্ষুৰ্জ্জ্ব, নৰ্ম্মশ্কেট ও নৰ্ম্মগৰ্ভ ।

নৰ্ম্ম লক্ষণ ।

যাহাতে বিহারক্রিয়ার বাহ্য্য বর্ণন ও পরি-
হাস-জনক কথোপকথন থাকে, কিন্তু বীরাদি
রসের উল্লেখমাত্র থাকে না, তাহাকে নৰ্ম্ম বলে ।
কাহারও মতে প্রিয়সন্নিধানে বাক্চাতুর্য্য প্রদ-
র্শনের নাম নৰ্ম্ম । শুদ্ধ হাস্য, সবিহার হাস্য
ও সমস্ত হাস্যযুক্ত হইয়া নৰ্ম্মও ত্রিবিধভাবে
প্রযুক্ত হইয়া থাকে । শুদ্ধ হাস্যযুক্ত যথা :—
রত্নাবলীতে চিত্রফলক লক্ষ্য করিয়া “তোমার
নিকটে এই বে একটা স্ত্রীমূৰ্ত্তি আনিবিত আছে,
এটা আখ্যাবসন্তকের বিদ্যা না কি ?” ইত্যাদি

বাসবদত্তার সহাস বাক্য । সবিহার হাস্য
যথা :—শকুন্তলায় “অসম্ভব হইয়াই বা কি
করিবে ?” শকুন্তলার এই বাক্যে “হঁ। তাই
বটে” ইত্যাদি রাজবাক্য । সভয় হাস্য যথা --
রত্নাবলীতে “আমি এ সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে
পারিয়াছি, এই চিত্রফলক খানি লঠিয়া এখনই
মহিষীব নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া দিব,”
ইত্যাদি সুসঙ্গতাবাক্য ।

নন্দ-স্বর্জ-লক্ষণ ।

প্রারম্ভে অতি সুখ-জনক এবং অবসানে
অতি ভয়ঙ্কর নায়কনায়িকার নব সঙ্গমকে নন্দ-
স্বর্জ কহে। যথা :—মানবিকামিত্রে “সুন্দরি ।
প্রণয়ানুরাগী ব্যক্তির সঙ্গমভয় পরিত্যাগ কব,”
ইত্যাদি নায়কবাক্য শ্রবণ “মহারাজ ! আমি

দেবীর ভয়ে নিজপ্রিয়কার্যও করিতে সমর্থ
নহি, " ইত্যাদি মালবিকা-বাক্য ।

নর্শ্মফোট-লক্ষণ ।

অল্পমাত্র ভাব দ্বারা অল্প রস প্রকাশ করার
নাম নর্শ্মফোট । যথা :—মালতীমাধবে “ইহাব
গমন আলম্ব্যাজক, দৃষ্ট শূন্য ” ইত্যাদি বাক্য ।

নর্শ্মগভ-লক্ষণ ।

প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত অর্থাৎ ছদ্মবেশী
নায়কের ব্যবহারকে নর্শ্মগভ বলে । যথা —
মালতীমাধবে সখীরূপধারী মাধবকর্তৃক মাল
তীর মরণ-ব্যবসায় নিবারণ ।

আবভটী-বৃত্তি-লক্ষণ ।

মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ, উদ্-
ভ্রান্তি, বধ, বকন, বিবিধ প্রকার কাণ্ড্য,

প্রবন্ধনা, দস্ত, স্থিতিবাক্য ইত্যাদিযুক্ত বৃত্তিকে আরভটী বৃত্তি বলে । সংক্ষিপ্তি, অবপাত, বস্তুখাপন ও সম্পেট এই চারিটী আরভটী বৃত্তির অঙ্গ ।

সংক্ষিপ্তি-লক্ষণ ।

শিল্প বা অন্য কোনপ্রকার সংক্ষেপে বস্তু-বচনাকে সংক্ষিপ্তি কহে । যথা :—উদয়নচবিতে কিলিঞ্জহস্তিপ্রয়োগ ।

অবপাত-লক্ষণ ।

ভয়, ও হর্ষের উদয়, বিদ্রব, নাশ, মত্ত-আবরণ, পাত্রের শীঘ্র প্রবেশ ও শীঘ্র নির্গমনকে অবপাত বলে । যথা :—কৃতশারাবণের ষষ্ঠ অঙ্কে “ধজ্জাহন্ত পুরুষপ্রবেশ ক রিয়া” ইত্যাদি বাক্য ।

বস্তুখাপন-লক্ষণ ।

যাহাতে সকল রসের একত্র সমাবেশ থাকে, বিজ্ঞবাদের উল্লেখ থাকে না, বস্তুজ্ঞান ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়, তাহাকে বস্তুখাপন বলে । কাহারও মতে মায়া দ্বারা উত্থাপিত বস্তুকে বস্তুখাপন কহে । যথা :—উদাত্তরাঘবে “অগ্নী পুরুষগণ মিশাস্ততমঃপটলে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্রাম করুক,” ইত্যাদি বাক্য ।

সম্পেট-লক্ষণ ।

সংরক্ত-প্রযুক্ত বহু যুদ্ধের কণটভা-পূৰ্ব্বক নির্ভেদ এবং বহুলপরিমাণে শস্ত্রপ্রহারাদি বর্ণনাকে সম্পেট বলে । কাহারও মতে ক্রুদ্ধ সঙ্ঘর-যোধ-ঘরের সংঘাতের নাম সম্পেট । যথা :—মালতীমাধবে মাধব ও অঘোরঘণ্টের যুদ্ধ ।

বৃত্তিসমুদায়ের উৎপত্তি, নাম, লক্ষণ ও উদাহরণাদি বর্ণিত হইল, কিন্তু কোন্ কোন্ বৃত্তি কোন্ কোন্ রসে অবস্থিত, তাহা বলা কর্তব্য :

হাস্য, আদি ও করুণ রসে কৌশিকী-বৃত্তি; বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে সাক্ষী ও ভাবলী বৃত্তি ; এবং ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র রসে আরভটী বৃত্তি প্রযুক্ত হয় । অতঃপব নাট্যলক্ষণ সমুদায়ের নাম, লক্ষণ ও উদাহরণ নিবৃত্ত করা যাইতেছে :

ভূষণ, বর্ণনংগ, কণ্ঠোভা, উদাহরণ, হেতু, সংশয়, দৃষ্টান্ত, তরু, পদোচ্চয়, মিনর্শন, অভিপ্রায়, প্রাপ্তি, বিচার, দ্বিষ্ট, উপনিষ্ট, গুণাতিপাত, গুণাতিশয়, বিশেষণ, নিকরিত, সিদ্ধি, ভ্রংশ, বিপর্যয়, দাক্ষিণ্য, বান্ধনয়, মাল্য, অর্থাপত্তি, গর্হণ, পৃচ্ছা, প্রসিদ্ধি, সাক্ষপা,

সংক্ষেপ, গুণকীর্তন, লেশ, মনোবথ, অমুক্ত-
সিদ্ধি ও প্রিয়বচন এই ছত্রিশপ্রকার লক্ষণ
নাটকে লক্ষিত হয় । ইহাদিগের লক্ষণোদাহরণ
নিম্নে প্রকটিত করা যাইতেছে ।

ভূষণ-লক্ষণ ।

সালঙ্কারগুণের সহিত কোন বিষয়ের
গোণকে ভূষণ বলে । যথা :—“হে মুক্কে ! অর-
বিন্দ সকল তোমার যথশ্রী দেখিয়া আক্ষেপ
করিতেছে, কেনই বা আক্ষেপ করে ? যাহাদেব
কোষদণ্ডাদি সমগ্র সম্পত্তি বর্তমান, তাহাদের
হৃদয় কাজ কি আছে ?” ইত্যাদি বাক্য ।

বর্ণসংহাত-লক্ষণ ।

চমৎকৃতি-নক অর্থবিশিষ্ট পবিত্রিতাক্ষর
শব্দ দ্বারা কোন বিষয় বর্ণনা করাকে অক্ষর-

সংহত বলে । যথা :—শকুন্তলার “তোমা-
 নিগের সখী না কি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছেন ?”
 রাজার এই বাক্য শ্রবণে “সম্প্রতি উপযুক্ত ঔষধ
 প্রাপ্ত হইয়াছেন, শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করি-
 বেন,” ইত্যাদি প্রিয়বদাবাক্য ।

শোভা-লক্ষণ ।

যেখানে কোন প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত
 কোন অপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশ পায়, এবং যাহা
 শিষ্টলক্ষণাক্রান্ত অথচ আশ্চর্য্য অর্থবিশিষ্ট,
 তাহাকে শোভা বলে । যথা :—“প্রভু যদি সদ্-
 বংশসম্ভব, পবিত্রাত্মা, পণ্ডিত ও নানা গুণাবিত
 হইয়াও ধনুর গার জ্বর অর্পণ বক্র হন,
 তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কৰ্ণব্য,” ইত্যাদি
 বাক্য ।

উদাহরণ-লক্ষণ ।

যেখানে তুল্যার্থবিশিষ্ট বাক্যের দ্বারা কোন
অতিমত অর্থ সিদ্ধ হয়, তাহাকে উদাহরণ বলে।
যথা:—“তুমি লোকাভীত কাতের অনুসরণ
করিয়া উত্তমই করিয়াছ, কারণ, যেমন স্বর্বা
ব্যতিরেকে দিবসের ও চন্দ্র ব্যতিরেকে নিশার
শোভা হয় না, তদ্রূপ স্বামী ব্যতিরেকে রমণী-
শোভা-সম্পাদন হইবার নহে।”

হেতু-লক্ষণ ।

হেতু দর্শনে ইষ্টকারক সংকেতপোক্ত বাক্যকে
হেতু বলে। যথা:—বেণীসংহারে “চেতী।—
(ভীষের প্রতি) আমি এই কথা বলিলাম, তাম্র-
যতি! তোমারি কেশ অমুক্ত থাকিতে আমি
যেদ্র দেখি কখনই কেশ সংযত করিবেন না।”

সংশয়-লক্ষণ ।

অজ্ঞাত-তত্ত্ব ব্যক্তির কোন বিষয়ক সন্দেহকে সংশয় বলে। যথা :—যশাতিবিজ্ঞানে “ইনি কি লক্ষ্মী, বা যক্ষকন্যা কিংবা এই বিষয়ের অধি-দেবতা অথবা স্বয়ং পার্বতী ?”

দৃষ্টান্ত-লক্ষণ ।

কোন অর্থসাধনের নিমিত্ত পক্ষনিদর্শন করাকে দৃষ্টান্ত বলে। যথা :—বেণীসংহাবে “ভীম !—আর্য্য ! এটা তাহার উপযুক্ত কথাম্ হইয়াছে, যেহেতু সে দুর্য্যোধনের বনিতা ।”

তর্ক-লক্ষণ ।

কোন প্রকৃতিগামী অর্থের সহিত ভুল্য তর্ককে তর্ক বলে। যথা :—বেণীসংহারে “আমি প্রায়ই শুভাসুত স্বপ্ন দেখিয়া থাকি, এবং

সেই শতসংখ্যক স্বপ্ন আশ্রয় এবং আশ্রয়
ভ্রাতৃগণকে স্পর্শ করে ।”

পদোচ্চয়-লক্ষণ ।

পদসমূহের অমুকরণ অর্থসঙ্করকে পদো-
চ্চয় বলে । যথা :— শকুন্তলার “রাজা ।—
প্রিয়ার রক্তাধরে কিশলয়রাগ, বাহিতে কোমল
বিটপের অমুকরণ, সমুদ্রার অঙ্গে প্রফুল্ল কুসুমের
স্তার লোচনলোভনীর মনোহর যৌবন সংযত
হইয়াছে ।”

নিদর্শন-লক্ষণ ।

পদ্যমত-মণ্ডনার কোন প্রসিদ্ধ অর্থের কীন্তন
এবাকে নিদর্শন বলে । যথা :— “রাজারা
কপ্রিয়োচিত্ত ধর্ম অবলম্বন করিয়াই শত্রুবধ
করিয়া থাকেন, কিন্তু রামচন্দ্র যে, বালিব

প্রতি গোপনে শরক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেটি ক্ষত্রিয়ধর্মীমুমত হয় নাই ।”

অভিপ্রায়-লক্ষণ ।

সাদৃশ্যজ্ঞানহেতু কোন অদ্ভুতার্থেব কল্পনাকে অভিপ্রায় বলে । যথা :—শকুন্তলায় “ঋষি যে এই স্বভাবসুন্দর শরীরকে তপস্কার ক্রমশে ক্রিষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেটি কেবল নীলোৎপল পত্রধারে শমীবৃক্ষকে ছেদন করিতে উদ্যত হওয়া হইয়াছে ।”

প্রাপ্তি-লক্ষণ ।

যেখানে কোন অংশের স্বরা কিছুমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে প্রাপ্তি বলে । যথা :—প্রভাবতীতে “সর্বত্রগ এই ভ্রমর অবশ্যই আমার প্রিয়তমা প্রভাবতীকে দেখিয়াছে ।”

বিচার-লক্ষণ ।

যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা কোন অপ্রত্যক্ষার্থ সাধন করাকে বিচার বলে । যথা :—চন্দ্রকলাতে “রাজা !—অবশ্যই ইঁহার অন্তঃকরণে মদন-বিকার সঞ্চারিত হইয়াছে, যেহেতু ইঁহার হাত্তে কোন পরিতোষের চিহ্ন উপলব্ধি হইতেছে না, আমি এক দৃষ্টে ইঁহার প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু ইনি একবারও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন না, এবং সখী দ্বারা সকল কথারই অসঙ্গত উত্তর প্রদান করিতেছেন ।”

দিষ্ট-লক্ষণ ।

দেশ কাণ্ড বিবেচনার কোন বিষয়ের বর্ণন করাকে দিষ্ট বলে । যথা :—বেগীসংহাবে “সহ-দেব ।—অত্যন্ত জুড় আর্ধ্যশরীরে যে উৎকৃ

জ্যোতিঃস্বরূপ ক্রোধান্নির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্লাম্বুটসদৃশী কৃষ্ণার সমাপনে অত্যন্ত বর্ধিত হইবে ।”

উপদিস্ট-লক্ষণ ।

শাস্ত্রানুগত মনোহর বাক্যকে উপদিস্ট বলে । যথা :—শব্দস্থলায় “গুরুজনের শুশ্রূষা ও সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীর স্থায় ব্যবহার করিও, স্বামী ক্রোধপবতন্ত্র হইয়া তিবন্ধার করিলেও কখনই তাঁহার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইও না, ইত্যাদি ।”

গুণাতিপাত-লক্ষণ ।

গুণের প্রতি বিপরীত আচরণকে গুণাতিপাত বলে । যথা :—চন্দ্রকলার (চন্দ্রমার প্রতি) “যদিও তুমি অন্ধকারবিন্যাসপটু, সকল লোকেই

তোমার পাদগ্রহণে তৎপন্ন এবং তুমি সৰ্বদাই
পশুপতির শিরোভূষণ হইয়াছ, তথাপি ক্রী-
লোকের জীবন হরণ করিতেছ ?”

গুণাতিশয়-লক্ষণ ।

সামান্য গুণোদ্বেগকে গুণাতিশয় বলে ।
যথা:—চম্পকনার “সুন্দরি ! ভূদ্বারিত অতি
চঞ্চল প্রকৃষ্ট লীলারবিম্বদ্বয়যুক্ত, দোষরহিত,
নিরন্তর পরিপূর্ণ, নিফলক চম্পক কোথায় পাইলে ?”

বিশেষণ-লক্ষণ ।

বহুবিধ প্রসিদ্ধার্থ বলিয়া কোন বিশে-
ষোক্তি কখনো বিশেষণ বলে । যথা —“এই
হয় লোকের ভূষণহারী, অতি নির্মল, দ্বিজ-
গণের সেবিত, সাধারণের প্রিয়, পদ্মের আকর
বটে, কিন্তু জড়শর (জাশর) ।”

নিরুক্তি-লক্ষণ ।

পূৰ্ব্বসিদ্ধার্থ বিষয়ের কখনকে নিরুক্তি বলে । যথা :—বেণীসংহারে “সমুদায় কোঁরদ নষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি ।”

সিদ্ধি-লক্ষণ ।

অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত বহু বিষয়েদ কাঁর্তনকে সিদ্ধি বলে । যথা —“বাহুন্ । পৃথি বীর রক্ষার নিমিত্ত কুশ্ববাক্তের যে দীর্ঘ্য অনন্তদেবের যে বিক্রম, তৎসমুদয়ই তেঁনাতে বিদ্যমান রহিয়াছে ।”

ভ্রংশ-লক্ষণ ।

কুজ ব্যক্তিদিগের বক্তব্য বিষয়ের বিপতীত কখনকে ভ্রংশ বলে । যথা .—বেণীসংহারে “হৃষ্যোদন ।—(কঙ্ককীর প্রতি) কঙ্ককিন্ ।”

পাণ্ডুসুত কি এই যুদ্ধে অচিরকাল মধ্যে নিজ-
বাহুবলে ভূতা, মিত্র, বান্ধব, পুত্র, অনুজগণের
সহিত স্ত্রযোদ্ধনকে বিনাশ করিবে না ?”

বিপর্যায়-লক্ষণ ।

সন্দেহপ্রযুক্ত যথার্থ বিচারের অন্তথাভাবে
সংঘটনকে বিপর্যায় বলে । যথা :—“রাজন্ ।
যাহারা জগৎকে অদাতা মনে করিয়া সন্তোষ
অবলম্বন করে, তাহারা আপনার নিকট উপ-
স্থিত হইলে আর সেরূপ সন্তোষ অবলম্বন
করিতে পারে না ।”

দাক্ষিণ্য-লক্ষণ ।

বিবিধ চেষ্টা বা বাক্য দ্বারা পবের চিত্তান্ত
বর্তন করাকে দাক্ষিণ্য বলে । যথা —“বিভী-
ষণ । একগে ভুমিই ত এই লঙ্কার রাজা,

অতএব পুরীর শোভা সম্পাদন কর, আৰ্য্য
রামচন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তির কোন কালে
কোন বিষয় হইবার সম্ভাবনা নাই ।”

অনুনয়-লক্ষণ ।

নিম্ন বাক্য দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি করাব
নাম অনুনয় । যথা :—বেণীসংহাবে “কুপ । -
(অশ্বখামার প্রতি) তুমি সর্বপ্রকার দিব্যাঙ্গ
প্রয়োগকুশল, দ্রোণের তুল্য পরাক্রমবিশিষ্ট,
তোমাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব হইতে পাবে
না ।”

মালা-লক্ষণ ।

যে অভীষ্টার্থ একার্থপ্রতিপাদক নহে,
তাহাকে মালা বলে । যথা :—শকুন্তলার
“রাজা ।—প্রিয়ে ! ক্লান্তিনাশক সজল শীতল

নলিনীপত্র-ভালবৃক্ষ দ্বারা কি ব্যজ্ঞন করিব ?
অথবা তোমার রক্তকমলমদুশ পাদযুগল ক্রোড়ে
ধারণ করিব ? যাহাতে তোমার সুখানুভব
হয়, বল ।”

অর্থাপত্তি-লক্ষণ ।

একার্থে অর্থান্তরের প্রতীতি হওয়াকে
অর্থাপত্তি বলে । যথা :—বেণীসংহারে “দ্রোণা-
চার্য্য অশ্বখামাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার
নিমিত্ত ইচ্ছা করেন” রাজা কর্ণেব এই বাক্য
শুনিয়া বলিলেন, “অশ্বরাজ ! তুমি যথার্থ
কথাই বাণী করছ, তাহা না হইলে তিনি ত কিছু
রাজ্যকে অভয়দান করিয়াছিলেন, তবে অর্জুন
বধন তাহাকে বধ করে, তখন উপেক্ষা প্রদর্শন
করিলেন কেন ?”

গইণ-লক্ষণ ।

কাহারও কোন দোষোদ্‌ঘোষণা হইলে তাহাকে তিরস্কার করার নাম গইণ । যথা — বেণীসংহারে “অশ্বখামা ।—(কর্ণের প্রতি) আমাব অস্ত্র সমদায় কি তোমার অস্ত্রের ন্যায় শুকশাপে হীনবীৰ্য্য হইয়াছে ? ইত্যাদি ।”

পৃচ্ছা-লক্ষণ ।

অভ্যর্থনা বাক্যে কোন অর্থান্বেষণকে পৃচ্ছা বলে । যথা — বেণীসংহারে “সুন্দরক ।—আর্থ্য বণ ! আপনাতঃ কি আজ শুদ্ধ সারথিমাত্র-সহস্র মহারাজ দুর্যোধনকে দেখিয়াছেন ।”

প্রসিদ্ধি-লক্ষণ ।

উৎকৃষ্ট-লোক-প্রসিদ্ধার্থ দ্বারা কোন অর্থ-সাধনকে প্রসিদ্ধি বলে । যথা .—বিক্রমোর্কশীতে

“রাজা !—সূর্য ও চন্দ্র যাহার মাতামহ ও পিতামহ, উর্কশী এবং পৃথিবী যাহাকে স্বর্গ-দেব পতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছে ।”

সাক্ষ্য-লক্ষণ ।

সাক্ষ্য-জ্ঞানে অভিব্যক্ত ব্যক্তির কোভ প্রকাশ করাকে সাক্ষ্য বলে । যথা :—বেণী-দংহারে হৃষ্যোদন ভ্রান্তিতে ভীমের প্রতি “তুয়া-অনু হৃষ্যোদন হতক !” ইত্যাদি যুধিষ্ঠিরবাক্য ।

সংক্ষেপ-লক্ষণ ।

অপরের কার্য্যগৌরব সংক্ষেপ করিবার জন্য আপনাকে নিযুক্ত করার নাম সংক্ষেপ । যথা :—চন্দ্রকলায় “রাজা !—প্রিয়ে ! তোমার সঙ্গ সমুদায় শিরীষকুলুমাপেক্ষাও অতি কোমল, গুরুপরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই

কোমলাঙ্গ সমূহকে অক্ষারণ ক্রিষ্ট করিতেছ
 কেন ? (আপনাকে দেখাইয়া) এই তোমার
 দাসই অভিলষিত কুসুমচয়ন করিয়া দিতেছে।”

গুণকীর্তন-লক্ষণ।

কোন ব্যক্তির গুণকথনকে গুণকীর্তন
 বলে। যথা :—চন্দ্রকলার “তোমার স্বজনসদৃশ
 নেত্রযুগলে ইত্যাদি।”

লেশ-লক্ষণ।

কোন বিষয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া যে বাক্য
 বলা যায়, তাহাকে লেশ বলে। যথা :—বেণী-
 সংহারে “রাজা।—শিখণ্ডিকে দ্রোণ করিয়া
 রক্ত পিতামহ ভীষ্মদেবকে সংহার করিতে পাণ্ডু-
 পুত্রদ্বয়ের বেয়াবা অন্নিয়াছে, আমাদিগেরও
 আঙ্গ সেই ভাষা হইবে।”

মনোরথ-লক্ষণ ।

ভঙ্গী করিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করাব নাম মনোরথ। যথা :—“সুন্দরি! দেখ, মন্থথশরকাতর এই জলহংস রমণের নিমিত্ত কেমন মধুর স্নান করিয়া নিজ প্রিয়া-মুখ চুষন করিতেছে!”

অনুত্তসিক্তি-লক্ষণ ।

কোন বিস্তৃত প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়কে অনুত্তসিক্তি বলে। যথা.—বৃক্ষবাটিকাতে “কুশাদি! চন্দ্রমার নিকট এই যে দুইটা বস্তু দেখিতেছ, ইহারা কল্যাণ-নামা তিষ্য সার পুনর্বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে।”

প্রিয়বচন-লক্ষণ ।

পূজ্য ব্যক্তির সহর্ষ বাক্যের প্রমাণের নিমিত্ত বাহা কিছু বলা যায়, তাহাকে প্রিয়বচন

বলে। যথা — শকুন্তলার “অগ্রে কুসুম পশ্চাৎ
কলোদগম, অগ্রে মেঘাগম পশ্চাৎ বৃষ্টি হইয়া
থাকে, নিমিত্তনৈমিত্তিকের এইটী নৈসর্গিক
নিয়ম, কিন্তু আপনার যে অনুগ্রহ, তাহার অগ্রে
সম্পদ।”

নাট্যালক্ষণ সমুদায়েব নাম, লক্ষণ ও
উদাহরণ একপ্রকার বলা হইল, এক্ষণে
নাট্যালঙ্কার সমূহের নামলক্ষণাদি প্রদর্শিত
হইতেছে।

আশীর্বাদ, আক্রন্দ, কপটতা, অক্ষমা,
গর্জ, উদ্যম, আশ্রয়, উৎপ্রাসন, স্পৃহা, ক্ষোভ,
পশ্চাত্তাপ, উপপত্তি, আশংসা, অধাবসার,
বিসর্প, উল্লেখ, উত্তেজন, পরীবাদ, নীতি, অর্থ-
বিশেষণ, প্রোৎসাহন, সাহায্য, অভিমান, অনু-
বৃতি, উৎকীৰ্ত্তন, যাচ্ঞা, পরীহার, নিবেদন,

প্রবর্তন, আখ্যান, যুক্তি, প্রহর্ষ ও উপদেশ
এই সকলগুলি নাট্যের বিশেষ অলঙ্কারস্বরূপ ।

আশীর্বাদ-লক্ষণ ।

আত্মীয় ব্যক্তির মঙ্গলস্বচক বাক্যকে আশী-
র্বাদ বলে । যথা :—শকুন্তলার “বৎসে ! তুমি
রাজা যযাতিপত্নী শর্শ্বিষ্ঠার ছায় পতির প্রিয় এবং
শর্শ্বিষ্ঠার পুত্র পুত্রর ন্যায় পুত্রও প্রাপ্ত হও ।”

আক্রন্দ-লক্ষণ ।

শোকে প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করাকে
আক্রন্দ বলে । যথা :—বেণীসংহারে “কঙ্করী।—
হা দেবি হুস্তি রাস্ত্রভবনপতাকে ! ইত্যাদি ।”

কপটতা-লক্ষণ ।

মায়ার অবলম্বন করিয়া অন্যপ্রকার রূপ-
ধরাকে কপটতা বলে । যথা :—কুলপত্যকে

“সেই ৰাক্ষস যুগৰূপ পৰিত্যাগ ও অন্য কপট-দেহ ধারণ কৰিয়া লক্ষণকে যুদ্ধে সংশয়িত কৰিল।’

অক্ষমা-লক্ষণ ।

অন্নমাত্রও পৰিভবকে অক্ষমা বলে। যথা :—
শকুন্তলায় “ৰাজা।—সত্যবাদিন্! আমি সকলই
বুঝিতে পাৰিয়াছি” ইত্যাদি ৰাজবাক্য শ্রবণে
“নিপাত ঘাও” ইত্যাদি শার্ঙ্গদেববাক্য।

গৰ্ব্ব-লক্ষণ ।

সাহস্যৰ বাক্যকে গৰ্ব্ব বলে। যথা :—শকু-
ন্তলায় “ৰাজা।—আমারও গৃহে অস্ত্ৰ প্রাণীতে
দৌৰাধ্য কৰিতেছে, ইত্যাদি।”

উদ্যম-লক্ষণ ।

কোন কাৰ্য্যের আৰম্ভকে উদ্যম বলে।
যথা :—কুন্তে “ৰাবণ।—আমি শোকে নিতান্ত

আজ্ঞার হইয়া সমস্ত জগৎই আজ অন্তঃকমর
দেখিতেছি ।”

আশ্রয়-লক্ষণ ।

অতি গুণবৎ কার্যের হেতু গ্রহণকে
আশ্রয় বলে । যথা :—বিত্তীয়-নির্ভর্য্যসনাক্তে
“বিত্তীয় ।—আমি একমাত্র যামচন্দ্রকেই আশ্রয়
করিব ।”

উৎপ্রাসন-লক্ষণ ।

যে সকল অসাধু ব্যক্তি আপনাকে সাধু
বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় প্রদান করে,
তাহাদিগকে উপহাস করাকে উৎপ্রাসন বলে ।
যথা :—শকুন্তলায় “শার্ঙ্গদেব ।—মহারাজ !
অন্ত লোকের সংসর্গে বোধ হয়, আগমি পূর্ব্ব-
বৃত্তান্ত বিস্তৃত হইয়া থাকিবে; তথাপি ধর্ম্মভীক

ব্যক্তির ধর্মদারা পরিত্যাগ করা কখনই উচিত
নহে, ইত্যাদি।”

স্পৃহা-লক্ষণ ।

কোন বস্তুর রমণীয়তা হেতু তাহাব প্রতি
যে আকাজ্জক হয়, তাহাকে স্পৃহা বলে। যথা :—
শকুন্তলায় “রাজা।—এই যে প্রিয়ার অপরি-
ক্ষত অথচ কোমল অধর মনোহর ক্ষুব্ধ দ্বাবা
পিপাসা নিবারণের জন্ত আমায় পান করিতে
অনুমতি করিতেছে।”

কোভ-লক্ষণ ।

তিরস্কার-বাক্য-প্রয়োগকে কোভ বলে।
যথা.—“রে তপস্বিচাণ্ডাল ! তুই মনে করিতে-
ছিস্, প্রচ্ছন্নভাবে শুদ্ধ বালীকেই বিনষ্ট করিলি,
তাহা নয়, আপনার পরলোকও নষ্ট করিলি।”

পশ্চাত্তাপ-লক্ষণ ।

অজ্ঞানকৃত দুঃস্বপ্নের নিমিত্ত পরিতাপ করাকে পশ্চাত্তাপ বলে । যথা :—অনুতাপাকে “রাম ।—দেবী কি আমাকে চুপন করেন নাই, তবে কি আমি পুনঃ পুনঃ মিথ্যা প্রতারণিত হইতেছি ?”

উপপত্তি-লক্ষণ ।

অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত হেতু কখনকে উপপত্তি বলে । যথা :—নাগানন্দে বধ্যশিলাতে “নাগক ।—তুমি মরিলে যিনি নিশ্চয়ই মরিবেন, এবং তুমি জীবিত থাকিলে যিনি জীবনধারণ করিবেন, তাঁহাকে যদি জীবিত রাখিতে অভিলাষ থাকে, তবে আমার জীবনবিনিময়ে নিজ প্রাণ রক্ষা কর ।”

আশংসা-লক্ষণ ।

শঙ্কিত উক্তিকে আশংসা বলে। যথা —
 মালতীমাধবে “মাধব।—আমি কি আর তাহার
 কল্পপের মঙ্গলগৃহস্বরূপ মুখ দেখিতে পাইব?”

অধ্যবসায়-লক্ষণ ।

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করার নাম অধ্য-
 বসায়। যথা :—প্রভাবতীতে “বজ্রনাভ।—আমি
 আজ ক্ষণকালের মধ্যে অবলীলাক্রমে এই
 গদাধারা ইহার বক্ষঃস্থল চূর্ণ করিয়া তোমা-
 দিগের উভয় লোক উন্মূলিত করিব।”

বিসর্প-লক্ষণ ।

অনিষ্ট-কলপ্রদ কোন কর্মের সমারম্ভকে
 বিসর্প বলা যায়। যথা :—বেণীসংহারে “এক
 হৃদয়ের এই পরিপাক ইত্যাদি”।

উল্লেখ-লক্ষণ ।

কার্য্যগ্রহণের নাম উল্লেখ । যথা :—শকু-
স্তলায় “তাপসধর ।—(রাজার প্রতি) সমি-
দাহরণের নিমিত্ত আমরা যাইতেছি । নিকটেই
শকুস্তলাকর্তৃক রক্ষিত আমাদিগের গুরু কণ-
কবির আশ্রম, যদি আপনার বিশেষ কার্য্য-হানি
না হয়, তাহা হইলে আশ্রমে গিয়া আতিথা
গ্রহণ করুন ।”

উত্তেজন-লক্ষণ ।

স্বকার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত অপর ব্যক্তিকে
পাঠাইবার জন্য পরুষবাক্য প্রয়োগ করাকে
উত্তেজন বলে । যথা :—“অহে ইন্দ্রজিৎ ! তুমি যে
অতি-প্রচণ্ড-বলবীৰ্য্যশালী, সেটা কেবল কথা-
মাত্র, যেহেতু তুমি আমাদিগের ভয়ে প্রতুর্ণ-

ভাবে যুদ্ধ করিতেছ, অতএব তোমাকে দিক্ থাক।”

পরীবাদ-লক্ষণ ।

তিরস্কার করাকে পরীবাদ বলে । যথা.—
সুন্দরাকে “ ছুর্যোধন ।—অরে সাবথি! তোকে
দিক্ থাক, তুই এ কি কাজ করিয়াছিস, সেই
পাপাত্মা বৃকোদর এখনই শিরীষ-কুসুম-সুকু-
মার বৎস ছঃশাসনের প্রতি পাপাচরণ করিবে,
ইত্যাদি ।”

নীতি-লক্ষণ ।

শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম সম্পাদনকে নীতি
বলে । যথা :—শকুন্তলায় “ ছয়ন্ত ।—শাস্তিরসা
ম্পদ তপোবনে বিনীতবেশেই প্রবেশ করা
কর্তব্য ।”

অর্থবিশেষণ-লক্ষণ ।

তিরস্কারভাবে কোন উক্ত বিষয়ের কীর্তন করাকে অর্থবিশেষণ বলে । যথা .—শকুন্তলার “শাক্তদেব ।—(রাজার প্রতি) আঃ এ কি ? তুমি কি কথা বলিতেছ ! অহে তুমি নিজেই লোকবৃত্তান্তাভিজ্ঞ ।”

প্রোৎসাহন-লক্ষণ ।

উৎসাহজনক বাক্যে কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যে নিযুক্ত করার নাম প্রোৎসাহন । যথা .—
রামায়ণে “যদিচ এই তাড়কা কালরাজির ন্যায় অতি ভয়ঙ্করী, তথাপি স্ত্রীলোক, অবধা, আপনি কি এই চিন্তা করিতেছেন ? তাহা করিবেন না, ত্রি জগতের রক্ষার নিমিত্ত এখনই ইহাকে বধ করুন ।

সাহায্য-লক্ষণ ।

সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির আনুকূল্য করাকে সাহায্য বলে । যথা :—বেণীসংহারে “অশ্ব-
খাম্মা ।—(ক্রূপের প্রতি) আপনিও মহারাজের
সন্নিধানে সর্বদা থাকুন,” “কৃপ!—হাঁ, আমিও
আজ প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ।”

অভিমান-লক্ষণ ।

সাহস্কার বাক্য প্রয়োগ করাকে অভিমান
বলে । যথা :—বেণীসংহারে “হৃষ্যোধন ।—
না ! আপনি আজ কি নিমিত্ত এমন অসদৃশ
বাক্য বলিতেছেন ? ইত্যাদি ।”

অনুরক্তি-লক্ষণ ।

প্রশ্রয়হেতু অনুমতি প্রতিপালন করাকে
অনুরক্তি বলে । যথা :—শকুন্তলার “রাজা ।—

(শকুন্তলার প্রতি) কেমন আপনাদিগের
তপস্যা বাড়িতেছে ত ?” রাজার এই কথা
শ্রবণে “অনসূয়া ।—হাঁ, এক্ষণে অতিপিবিশেষ
লাভে বটে ইত্যাদি ” ।

উৎকীৰ্ত্তন-লক্ষণ ।

অতীত কার্যের পুনঃ কথনকে উৎকীৰ্ত্তন
বলে । যথা :—বালরামায়ণে “সীতা ।—নাগ-
পাশবন্ধনে ভয় কি, দেবর লক্ষ্মণ যখন শক্তি-
শেলে পতিত হইয়াছিলেন, তখন হনুমান্
জোণাঙ্গিকে উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিল,
'ইত্যাদি ।”

যাক্কা-লক্ষণ ।

স্বয়ং বা দূত দ্বারা কাহারও নিকট কোন
প্রার্থনা করাকে যাক্কা বলে । যথা —“ এখনও

সীতা প্রত্যর্পণ করিলে রাম তোমার প্রতি
প্রসন্ন হইবেন, কেন অকারণ বানরগুলোকে
শিরোপরি কন্দুকজীড়া করিতে দিতেছেন ?”

পরীহার-লক্ষণ।

অশ্রায়কাবীকে মার্জনা করার নাম পরী-
হার। যথা .—“প্রভো আমি প্রাণত্যাগ-যন্ত্রণায়
কাতর হইয়া আপনাকে যে সকল নির্ধূর বাক্য
বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, এক্ষণে স্তম্ভীবকে
আপনার করে সমর্পণ করিলাম।”

নিবেদন-লক্ষণ।

অবজ্ঞাত ব্যক্তির কর্তব্য কখনকে নিবে-
দন বলে। যথা .—রাঘবভ্রাতৃত্বের “লক্ষণ।—
আর্য্য ! আপনি সমুদ্রের অভ্যর্থনাতেই যাইতে
উদ্যত হইলেন ? এ কি !”

প্রবর্তন-লক্ষণ ।

কোন কার্যের উত্তমরূপে আবস্ত করাকে প্রবর্তন বলে। যথা :—বেণীসংহারে “রাজা ।—
কঙ্কুকিন্! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সম্মানের
নিমিত্ত এবং বৎস ভীমসেনের বিজয় মঙ্গলের
জন্ত অত্যন্ত সমৃদ্ধ সমারম্ভ করা কর্তব্য” ।

আখ্যান-লক্ষণ ।

অতীত বৃত্তান্তের পুনরুজ্জীবন নাম আখ্যান ।
যথা —বেণীসংহারে “যেথানকার হৃদ সমুহ
শক্রশোণিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এ সেই দেশ,
ইত্যাদি” ।

যুক্তি-লক্ষণ ।

কোন বিষয়ের অর্থাবধারণকে যুক্তি বলে ।
যথা :—বেণীসংহারে “যদি যুদ্ধ পরিত্যাগ

করিলে মরণের ভয় না থাকে, তাহা হইলে
এই যুদ্ধ স্থল হইতে পলায়ন করা কর্তব্য, যখন
প্রাণিগণের মৃত্যু অবধারিত আছে, তখন কেন
পলায়ন করিয়া আপনাদিগের নিশ্চল যশকে
বৃথা মলিন কর ?”

প্রহর্ষ-লক্ষণ ।

আনন্দের আধিক্যকে প্রহর্ষ বলে। যথা :—
শকুন্তলায় “রাজা ।—এখন ত আমি পূর্ণমনো-
রথ হইয়াছি, তবে কেন আনন্দযুক্ত না হই ?”

উপদেশ-লক্ষণ ।

কোন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার নাম উপ-
দেশ । যথা :—শকুন্তলায় “সখি ! অকৃতসং-
কার অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন
করা আশ্রমবাসী ব্যক্তির উচিত নহে ।”

নাটকাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ বৃত্তাদির
 নাম লক্ষণ ও উদাহরণ প্রভৃতিবিষয় এক-
 প্রকার বর্ণিত হইল, অতঃপর সমুদায় প্রকৃতি
 এবং চতুর্বিধ নায়ক ও নায়িকার বিষয় বিশেষ-
 রূপে বর্ণন করা যাইবে ।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

স্ত্রী বা পুরুষ এই উভয় জাতির প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধ্যমভেদে বিবিধরূপ হইতে পারে । নাট্যে উত্তম ও মধ্যম প্রকৃতিবিশিষ্ট ও নানা লক্ষণাক্রান্ত নায়ক ধীরোদ্ধত, ধীরললিত, ধীরোদাত্ত ও ধীরপ্রশাস্ত এই চারিপ্রকার হইয়া থাকে । তন্মধ্যে দেবগণ ধীরোদ্ধত, নৃপতিগণ ধীরললিত, সেনাপতি ও অমাত্যগণ ধীরোদাত্ত এবং ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ ধীরপ্রশাস্ত বলিয়া বর্ণিত হয় ।

নাট্যে প্রকারভেদে নায়ক যেমন চারি প্রকার হয়, নায়িকাও সেইরূপ চতুর্বিধ হইয়া থাকে । যথা :—দিব্যা, নৃপপত্নী, কুলস্ত্রী ও

গনিকা । এই সকল নারিকার ধীরা, ললিতা, উদাত্তা ও নিভৃতা এই চারি প্রকারভেদ আছে । ভদ্রমধ্যে দিব্যা ও নৃপাঙ্গনা ধীরাদি চারিপ্রকারেরই হইয়া থাকে । কুলমহিলাগণ উদাত্তা ও নিভৃতা এই দুইপ্রকারের; বেষ্ঠা ও শিল্পকাবিনীগণ উদাত্তা ও ললিতা এই দুইপ্রকারের; প্রেমা অর্থাৎ দূতী সঙ্কীর্ণা হইয়া থাকে ।

নপুংসক, শকার, চেট প্রভৃতি যে সকল লোক নাট্যে থাকে, তাহারাও সঙ্কীর্ণমধ্যে পবিগণিত ।

উল্লিখিত নারিকা আবার মুগ্ধা, প্রোচা ও অগল্ভা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ।

মুগ্ধা-লক্ষণ ।

অকুরিত-ঘোবনা রমণীকে মুগ্ধা বলে ।

প্রোচা-লক্ষণ ।

ত্রিংশৎ হইতে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ পর্যন্ত
বয়স্কা স্ত্রীলোককে প্রোচা বলা যায় ।

প্রগল্ভা-লক্ষণ ।

পতিসেবাপরায়ণা নারীগণ প্রগল্ভামন্যে
গণ্য ।

অবস্থাভেদে এই সকল নারিকা আবার
আটপ্রকার হয় । যথা — স্বাধীনপতিকা
বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কল
হাস্তরিতা, বিপ্রলক্কা, প্রোষিতভর্তৃকা ও অভি-
সারিকা ।

স্বাধীনপতিকা-লক্ষণ ।

স্বামীর প্রতি নিতাস্তাহুরক্তা কামিনীকে
স্বাধীনপতিকা বলে ।

বাসকসজ্জা-লক্ষণ ।

যে রমণী প্রণয়ী জনের সম্মিলন প্রতীক্ষায়
সুসজ্জিতা হইয়া থাকে, তাহাকে বাসকসজ্জা
বলে ।

বিরহোৎকণ্ঠিতা-লক্ষণ ।

স্বামি-বিবাহে কাতরা নায়িকার নাম বিব-
হোৎকণ্ঠিতা ।

খণ্ডিতা-লক্ষণ ।

পরকীয়-রমণী-প্রেমাসক্ত-স্বামি-দর্শনে ধিন্মা
নারীকে খণ্ডিতা বলে ।

কলহাস্তুরিতা-লক্ষণ ।

স্বামীর প্রকৃত বা কাল্পনিক তাদৃশ্যভাব
দর্শনে হুঃখিতা বা ক্রুদ্ধা নায়িকার নাম কল-
হাস্তুরিতা ।

বিপ্রলক্ষা-লক্ষণ ।

নায়কের নির্দ্ধারিত সময়ে তদাগমন-
যুক্তি নায়িকাকে বিপ্রলক্ষা বলে ।

প্রোষিতভর্তৃকা-লক্ষণ ।

যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশস্থ, তাহাকে প্রোষিত-
ভর্তৃকা বলা যায় ।

অভিসারিকা-লক্ষণ ।

নায়কেব সহিত সম্মিলনাভিলাষে স্থানা-
ন্তরে গন্তুকামা নায়িকাকে অভিসারিকা বলে ।

সমুদায় প্রকৃতিরই দুইটা প্রকারভেদ
আছে, তন্মধ্যে রাজোপচার-যোগ্য ভাগকে
আভ্যন্তরভাগ বলে । সেই রাজোপচার-নিযুক্ত
রাজাস্তঃপুরস্থিত স্ত্রীদিগের বিভাগ ও তাহা-
দিগের কার্য্য প্রথমেই বলা কর্তব্য ।

রাজাস্ত্রঃপুরচারিণীরা মহাদেবী, দেবী, স্বামিনী, হারিনী, ভোগিনী, শিল্পকারিকা, নাটকীয়া, নর্ত্তকী, অমুচারী, আযুক্তা, পরিচারিকা, সঞ্চারিণী, প্রেঙ্কণকারিকা, মহত্তরা, প্রতীহারী, কুমারী এবং হুবিরী এই সপ্তদশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

মহাদেবী-লক্ষণ ।

যাহার সহিত রাজার অভিসেকক্রিয়া নিম্পন্ন হয়, যিনি উত্তমকুলসম্ভবা, উত্তমস্বভাবা, রাজার সমবয়স্কা, সকলের প্রধানা, ক্রোধবর্জিতা, সর্বজনপ্রিয়া, রাজস্বভাববিশেষজ্ঞা, রাজার সম-সুখ-দুঃখভাগিনী, শাস্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা সর্বদা রাজার মঙ্গলকারিণী, অতি পতিব্রতা, ক্রমাশীলা ও অস্ত্রঃ-পুরহিতকার্য্যতৎপরী, তাঁহাকে মহাদেবী বলে ।

দেবী-লক্ষণ ।

যিনি মহাদেবীর সমুদায় গুণে ভূষিতা, অথচ তদপেক্ষা কিয়দংশে সম্মানরহিতা, গৰ্ব্বিতা, সৰ্ব্বদা রতি-সন্তোষ-প্রস্তুতা, অল্পবয়স্কা, নিত্যোজ্জ্বল গুণ যুক্তা, সপত্নীগণের প্রতি অসুয়াপরতন্ত্রা, যৌবন মদমত্তা এবং রাজকন্তা, তাঁহার নাম দেবী ।

স্বামিনী-লক্ষণ ।

যিনি অতি রূপশালিনী, জাতিতে পদ্মিনী, অত্যন্তসাবধানা, নৃপাঙ্গনা, বা সেনাপতির পত্নী, বা অমাত্য-কামিনী, অথবা দণ্ডীর স্ত্রী, পতি সন্মিলন-তৎপর। এবং স্বামীৰ নিতান্ত অনুগতা তিনিই স্বামিনীমধ্যে পবিগণিতা । রূপশীলগুণ-যুক্তা, স্বামিসেবা-পরায়ণা কেবল নৃপপত্নীকেও স্বামিনী বলা যাইতে পারে ।

স্বায়ম্ভূত-লক্ষণ ।

রূপযৌবন-সম্পন্ন, কখন কৰ্কশা, কখন বা কোমলা, রত্নসম্ভোগ-চতুৰা, প্রতিপক্ষে অমৃত-পন্নতজা, দস্তা, অক্ষুটা, উদাত্তা, নিরন্তর গন্ধমাল্যোপশোভিতা, নৃপাতিপ্রায়জা, ঈর্ষা-ভাববিহীনা, উপস্থিতা, প্রমত্তা, নিরালম্বা, অনিষ্ঠুরা ও কোন্ ব্যক্তি যাত্ৰ কোন্ ব্যক্তি অমাত্ৰ, ইহার বিশেষজ্ঞা নায়িকাকে স্বায়ম্ভূত বলে ।

ভোগিনী-লক্ষণ ।

উত্তম-স্বভাবা, অল্পপরিমাণে সম্মানবিশিষ্টা, কখন অল্প যত্ন, কখন কখন অল্প উদ্ধতা, মধ্যম বসন্তা, নিভৃত্তা এবং ক্ষমাশীলা নায়িকার নাম ভোগিনী ।

শিল্পকারিকা-লক্ষণ ।

নানা কলাবিশেষজ্ঞা, বিবিধশিল্পে পণ্ডিতা,
গন্ধমালাদির বিভাবজ্ঞা, লেখা ও চিত্রবিদ্যা
নিপুণা, শয়ন, ভোজন ও যানবিষয়ে বিশেষ
পরিচিতা, অতি চতুরা, মধুরপ্রকৃতি, নানাকাৰ্য্য-
দক্ষা, চমৎকারিণী, অক্ষুটা, অতীব্রা, ও নিভৃত
নাট্যিকা শিল্পকারিকামধ্যে পরিগণিতা ।

নাটকীয়া-লক্ষণ ।

যে নাট্যিকা গ্রহ, মোক্ষ ও লয় বিষয়ে বিশেষ
পরিচিতা, নানা রসভাবপূর্ণা, অপরের মনোগত
ভাব ও ইঙ্গিতের বিশেষজ্ঞা, শিক্ষাগুরু বশ-
বর্ত্তিনী, অতি চতুরা, অভিনয়নিপুণা, বাক্‌চাতুৰ্য্য
ও তর্কে বিশারদা এবং বাদ্যাদিতে দক্ষা,
তাহাকে নাটকীয়া বলে ।

নর্তকী-লক্ষণ ।

নানা-বাদ্য-প্রয়োগাভিজ্ঞা, নৃত্যগীত বিষয়ে অতি বিচক্ষণা, সর্বদা প্রগল্ভা, নিরালম্বা, অক্লান্তা, নারীদিগের মধ্যে রূপ, যৌবন ও কাস্তিতে সর্বপ্রধানা এবং নানাগুণযুক্তা নারীকে নর্তকী বলে ।

অমুচরী-লক্ষণ ।

যে রমণী সর্বদা সকল অবস্থায় রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাকে অমুচরী বলে ।

আযুক্তা-লক্ষণ ।

ভাণ্ডারে ও অস্ত্রাগারে নিযুক্তা, ধাতাদি সর্ব শস্ত্র ও ফল মৃলাদির অধ্যক্ষা, গন্ধ-দ্রব্য-বস্ত্রান্তরগাদি সমূহের কত্রী ও উপাধ্যান কথন প্রভৃতি নানা কার্য্যরতা নারীকে আযুক্তা বলে ।

পরিচারিকা-লক্ষণ ।

নৃপতিগণের ছত্র, শয্যা ও আসনাদির রক্ষণে, ব্যাজন কার্যে, বেশবিন্যাসাদি কন্ঠে, মালাদি প্রস্তুত করণে নিযুক্তা দিগকে পরিচারিকা বলে ।

সঞ্চারিকা-লক্ষণ ।

যে কামিনী রাজার নানাগৃহ, উপবন, দেব মন্দিরাদি, কেলীগৃহ ও অন্যান্য স্থানের কার্য্য অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করে, তাহার নাম সঞ্চারিকা ।

প্রেম্ভাণকারিকা-লক্ষণ ।

গোপনীয় বা প্রকাশ্য কামক्रीড়া-সংক্রাম কার্য্য সমূহে নিযুক্তা স্ত্রীলোককে প্রেম্ভাণ কারিকা বলে ।

মহন্তরা-লক্ষণ ।

অগ্নীর্ষাদশ্বত্ম্যস্রনাদি দ্বারা নিত্য অন্তঃপুর-
রক্ষার্থ অভিনন্দনকারিণীকে মহন্তরা বলে ।

প্রতীহারী-লক্ষণ ।

যে সর্বদা রাজাকে সন্ধিবিগ্রহাদিসম্বন্ধীয়
অথবা অন্যান্য কার্যের সমাচার দেয়, তাহাকে
প্রতীহারী বলে ।

কুমারী-লক্ষণ ।

অপ্রাপ্তবয়স্কতা, অচঞ্চলতা, অমুদ্রতা,
নিভৃততা, সলজ্জা ও অবিবাহিতাকে কুমারী বলে ।

সুবিরা-লক্ষণ ।

পূর্ব পূর্ব নৃপতিদিগের রীতি নীতির
বিশেষজ্ঞা এবং রাজাদিগের মাননীয়া ও পূজ্য
রমণীদিগকে সুবিরা বলে ।

যে সকল ব্যক্তিকে রাজাদিগের অন্তঃপুরে ও অন্যান্য কার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য, তাহাদিগের বিবরণ ক্রমশঃ বলা যাইতেছে ।

অমুদ্রতা, অসম্ভ্রান্তা, নিজবেশভূষা বিষয়ে উদাসীনা, ক্রমাশীলা, সংস্বতাবা, কোপরহিতা, জিতেন্দ্রিয়া, কেশশূন্যা, নিভৃতা, নিরহঙ্কারা এবং স্রীজন-স্বলভ-দোষ-বর্জিতা রমণীদিগকেই রাজান্তঃপুরে নিযুক্ত করা কর্তব্য । নপুংসকদিগকেও রাজান্তঃপুরমধ্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে । স্নাতক, কঙ্কী, বর্ষবর, উপস্থায়িক ও নিম্নুণ্ডা ইহাদিগকে প্রতি কক্ষের দ্বারদেশে নিযুক্ত করা উচিত । রেতোহীন সূতরাং স্ত্রী-সন্তোগে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে রাজাদিগের অন্তঃপুরের কার্য্যকরণে নিযুক্ত করা আবশ্যক, ইহাদিগের মধ্যে স্নাতককে কোন আচারবিশিষ্ট

কার্যো, কঞ্চুকীকে অর্থসংযুক্ত কার্যো, বর্ষবরকে
বিহারসম্বন্ধীয় কার্যো, উপস্থায়িকা ও নিশ্চু-
তাকে জীলোক দিগের আদেশ প্রতিপালন
কার্যো, অমুচারিকারে কোন সম্মানযোগ্য কার্যো
এবং সর্ববিষয়ক বৃত্তাস্তজ্ঞকে নাট্যালয়ে নিযুক্ত
করা কর্তব্য ।

এই সকল ব্যক্তিকেই অস্তঃপুরচরমধ্যে গণ্য
করা বিধেয় । এক্ষণে বাহ্যচর পুরুষদিগের
বিষয় বলা যাইতেছে ।

রাজা, সেনাপতি, কুমার, মন্ত্রী, সচিব,
প্রোড়্‌বিবাক, ও প্রয়োগাধিকৃত, ইহারা এবং
অপরাম্পর রাজ-সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ, এই সকল
লোককে বাহ্যচর বলে । ইহাদিগের প্রত্যে-
কের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দেশ করা
যাইতেছে ।

রাজ-লক্ষণ ।

অতি সুশীল, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, জিতে
 স্ত্রিয়, দক্ষ, প্রগল্ভ, বিদ্বান্, বিক্রমী, ধৈর্য-
 শীল, শুদ্ধাচারী, পরিণামদর্শী, উৎসাহী, কৃতজ্ঞ,
 প্রিয়বাদী, লোকরঞ্জক, বলবান্, শাস্ত্রপ্রকৃতি,
 ক্ষমাশীল, উন্নতমনা, সাবধান, অধিকবয়স্ক, স্মৃতি
 ও অর্থশাস্ত্রবেত্তা, নানা প্রকার রাজনীতি-প্রয়োগ
 কুশল, তর্ক-বিতর্ক-নিপুণ, শত্রুদিগের ভাব ও
 ইচ্ছিতজ্ঞ, ষড়্গুণালঙ্কৃত, নানাশাস্ত্রার্থবিৎ, নানা
 শিল্পজ্ঞ, স্থান-বুদ্ধি-ক্ষয়দর্শী, শত্রুচ্ছিদ্রাশ্রয়ী এবং
 বৃথা ক্রীড়াদিতে অরত ব্যক্তি ই রাজার বোণা ।

সেনাপতি-লক্ষণ ।

যিনি অতি সুশীল, সত্যবাদী, অনলস
 প্রিয়বাদী, শত্রুর ছিদ্র-বিধান-পটু, যুদ্ধযাত্রাদির

কালজ্ঞ, অর্থশাস্ত্র-পারদর্শী, সর্বদা রাজহিভে
বস, সংকুল-জাত, দেশকালজ্ঞ, তিনিই সেনা-
পতি পদ-বাচ্য ।

মন্ত্রি-লক্ষণ ।

কুলীন, বুদ্ধিমান, নানাশাস্ত্রার্থপারদর্শী,
নীতিজ্ঞ, রাজার স্বদেশীয়, অথচ অনুরক্ত, শুদ্ধা-
চার, ও ধার্মিক ব্যক্তি মন্ত্রিযোগ্য । কুমার ও
সচিব ইহাদিগের মন্ত্রীর ন্যায় লক্ষণযুক্ত হওয়া
উচিত ।

প্রাড়্বিবাক-লক্ষণ ।

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান, নানাশাস্ত্রের
পারদর্শী, মধ্যাহ্ন, ধার্মিক, নৃপানুরক্ত, কার্য্যা-
কার্য্যবিচারক্ষম, ক্ষমাশীল, দান্ত, ক্রোধশূন্য,
অনুরক্ত, নিরপেক্ষ, সাবধান, নিরালস্য, স্নেহ

শীল, বিনয়ী, কৰ্ম্মঠ, নীতিকুশল ও তর্ক-বিতর্ক-বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাঙ্কবিবাকের উপযুক্ত ।

নাট্যকাহিনীতে যে ব্যক্তি নট সাজিবে, তাহার গাত্তর্য্য ওদার্য্যাদিগুণে এবং বেশভূষায় রাজার অনুরূপ হওয়া উচিত । কারণ, যেমন নট, রাজাও তেমনি, এবং যেমন রাজা নটও তদ্রূপ । নট ও রাজা এ উভয়ের ভাব, ভঙ্গী, আকার ও ইঙ্গিত একই রূপ হইবে ।

নাট্যাভিনয় কর্তৃবর্গের মধ্যে যাহার যে রূপ, যে বেশ, যে ক্রিয়া তৎসমুদায়ই অবিকল নাটকে প্রয়োগ করিতে হইবে । নাটকে নানা প্রকার পুরুষসমাবেশ থাকিবে, তন্মধ্যে কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম ও কেহ বা অধম শ্রেণীভুক্ত হইবে ।

যাহারা নানা-শিল্পনিপুণ, জ্ঞানবান্, জিতে-শ্রিয়, লোকচরিত্রজ্ঞানাভিজ্ঞ, ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ,

শাস্ত্রেতিহাস-কুশল, সুশীল, সদাচারী, অহিং-
সাদি গুণবিশিষ্ট ও অত্যন্ত বলবান্ তাহারা
উত্তম-শ্রেণীভুক্ত । যাহারা লৌকিকাচারজ্ঞ, শিল্প-
শাস্ত্রে বিচক্ষণ ও মধ্যমরূপগুণবিভূষিত, তাহারা
মধ্য-শ্রেণীগত । এবং যে সকল লোক অতি
কর্কশভাবী, ছুরাচার, দুর্বল, পৌরুষহীন, স্বল্প
বুদ্ধি, ক্রোধ-পরতন্ত্র, বাতুক, কৃতঘ্ন, বৃথাকার্য্যে
বৃত্ত, পাপী, ধল, জীলোকের নিম্নিত্ত কাতর,
কলহপ্রিয়, মানামান্য-জ্ঞান-শূন্য এবং চোর
তাহাবা অধম-শ্রেণীমধ্যে গণ্য ।

কাহারও মতে রাজা, গকর্ক, অমূর্ত্ত,
মুনি, বায়ুকি, দেবতা, বিদ্বান্, ইহাঁরাই উত্তম ;
কিন্নর, রাক্ষস, যক্ষ, বেতাল, সামান্য তপস্বী,
ব্রাহ্মণ, অমাত্য, কঙ্কী, স্ত্রোধার, পারিপার্শ্বিক,
বিদূষক, পীঠমর্দ, পুরোহিত, মন্ত্রী ও সার্থবাহ

ইহারা মধ্যম; এবং শূদ্র, পিশাচ, কাপালিক, রক্তজীবী, শিল্পী, দিগম্বর, বৈদ্য, কপণক, ব্রহ্মবাদী, চাণ্ডাল, পতিত, পুষ্কস, পুলিন্দক, নট, চেট, বিট, ধূর্ত, পরোপজীবী ও দাস ইহারা অধম। পুরুষদিগের ত্রায় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও পূর্বোক্তরূপ প্রকারভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী, রাজ্ঞী, প্রব্রাজিকা, রাজকন্যা, অমাত্য, সার্থবাহ ও বিদ্বান্ দিগের স্ত্রী ও কন্যা ইহারা উত্তমশ্রেণীভুক্তা; ধাত্রী, সখী, দূতী, প্রতীহারী, মালিনী, মহাশূদ্রী, সামন্তস্ত্রী, নটী, নর্ত্তকী, পরিচারিকা ইহারা মধ্যমশ্রেণীব অন্তর্গতা এবং কুটনী, বেস্তা, চেটাবেশধারিণী, শিল্পিণী, ম্লেচ্ছ জাতির স্ত্রী, দৈবজ্ঞাদির রমণী, পাপকারিণী, সামান্ত দাসী, গোপালিকা ও বন্দীর স্ত্রী, ইহারা অধমশ্রেণীমধ্যগতা।

প্রধান-প্রধান উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের
লক্ষণাদি এক প্রকার বলা হইল; এক্ষণে সূত্র-
ধারাদি অপরাপর অভিনেতৃবর্গের লক্ষণ ও
গুণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক ।

সূত্রধার-লক্ষণ ।

নানালক্ষণজ্ঞতা, বাক্যের সংস্কার, কোন্
সময়ে কিরূপ গান করিতে হয়, তাহার বিধান-
জ্ঞতা, ও বাদ্যবিষয়ে সম্যক জ্ঞান, ইত্যাদি
গুণ সমূহ যাহাতে বিদ্যমান থাকে, এবং যে
অতি চতুর, বাদনক্রিয়ানিপুণ, শাস্ত্রানুযায়ি-
কার্যজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিৎ, কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত,
পাত্রদিগের বেশভূষাদি-করণসক্ষম, নাট্যক্রিয়া-
নিপুণ, নানাপ্রকার প্রয়োগজ্ঞ, সুরসিক, ভাবুক,
ছন্দোবিদ্যাবেত্তা, সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ, গ্রহনক্ষত্রদিগের

গতিবিধি বিষয়ে অভিজ্ঞ, নানা দেশের বাব
 হারতস্বজ্ঞ, পৃথিবী, স্বীপ, বর্ষ ও পর্বত ইহা
 দিগের বিশেষ তত্ত্বদর্শী, রাজবংশের উৎপত্তি,
 লোকদিগের প্রকৃতচরিত্রজ্ঞানে বিচক্ষণ, নানা
 শাস্ত্রার্থ প্রবণ করিয়া শাস্ত্রসম্মত কার্য্যাবধাবণে
 সক্ষম এবং তদনুসারে লোকদিগকে উপদেশ
 দিতে পারগ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সূত্রধারপদে
 অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। এতদ্বিন্ন সূত্র
 ধারের স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, ধীৰ, উদার
 প্রকৃতি, সত্যবাদী, শুদ্ধাচার, নীরোগ, মধুর-
 প্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দাম্ভ, প্রিয়স্বদ, দয়ালু
 হওয়া উচিত। বস্ত্রাবলীকারের মতে সূত্রধার
 বঙ্গমধ্যে প্রবেশপূর্বক মধ্যম স্বর অর্থাৎ ধুনারা
 গ্রাম আশ্রয় করিয়া নান্দী পাঠ করতঃ প্রস্থান
 করিবে।

পারিপার্শ্বিক-লক্ষণ ।

যে ব্যক্তিতে স্তম্ভধারের গুণসমূহ অল্প-পরিমাণে থাকে এবং যে মধ্যমপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহাকে পারিপার্শ্বিক বলে ।

বিট-লক্ষণ ।

বেশ ভূষাদিকরণে সক্ষম, মিষ্টালাপী, অনু-গত, কবি, তর্ক-বিতর্ক-নিপুণ, বাগ্মী ও চতুর, এইরূপ লোক বিটমধ্যে গণ্য ।

শকার-লক্ষণ ।

শাস্ত্রার্থতত্ত্বদর্শী দেশব্যবহাৰাভিজ্ঞ, উত্তম পবিচ্ছদাদি পরিহিত, অকারণে ক্রোধন, অকা-রণে সন্তুষ্ট, অধমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও মাগধভাষা-ব্যবহারী লোককে শকাবের পদাভিষিক্ত করা উচিত ।

বিদূষক-লক্ষণ ।

বামন, দস্তর, কুন্ডল, ত্রাঙ্গণ, কুৎসিতবদন,
বক্রগতি এবং পিঙ্গলচক্ষু এইপ্রকার লোকই
বিদূষকের উপযুক্ত পাত্র ।

থেট-লক্ষণ ।

সঙ্গীতকলাভিজ্ঞ, বহুভাষী, কদাকার,
গন্ধদ্রব্যামোদী, মাথামাথুবিশেষজ্ঞ দেখিয়া
থেট নিৰ্বাচন করা কর্তব্য ।

পুরুষদিগের বিষয় একপ্রকার বলা হইল,
পুনরায় স্ত্রীলোকদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া
গ্রন্থের উপসংহার করা যাইতেছে ।

পরিমিতভাষিণী, রসিকা, মলজ্জা, অনিষ্ঠুবা,
কুলশীলগুণযুক্তা, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্তিনী,
ধৈর্যগাভীৰ্য্যাদিবিশিষ্টা নারীকে উত্তমপ্রকৃতি

বলে । যে নারী নানা শিল্প ও অভিনয়ে নিপুণা, নৃত্য-গীতাদি-কুশলা, সেবানিরতা, লীলাহাব-ভাববিশিষ্টা, সঙ্ক-বিনয়-মাধুর্য্যযুক্তা, চতুঃষষ্টি-প্রকাব-কলাভিজ্ঞা, উপচাবকুশলা, স্ত্রীস্বভাব-মূলভ-দোষবর্জিতা, প্রিয়বাদিনী, স্মৃতাভিপ্রায়্যা, দক্ষা ও নিরালম্বা তাহাকে গণিকাপদাভিষিক্তা করা উচিত । যে রমণী কপ, গুণ, স্বভাব, দৌবন, স্তবর্ণহারাদিতে ভূষিতা, নিপুণা, চতুরা, মধুরালাপা, কোমলকণ্ঠী, বাদ্যাদিপরিচিতা, তাললয়াদিকুশলা, রসিকা, তাহাকে নর্ত্তকী-স্তলাভিষিক্তা করা কর্তব্য । এবং যে কামিনী অনময়ে হাস্য করে, অতি কর্কশা, অতি ক্রোধশীলা, অবারিতকার্য্যগতি, অতি দীনা, অনিভূতা, সৰ্ব্বপ্রকারদোষদূষিতা, সৰ্ব্বদা গন্ধ-মালাদ্যবিভূষিতা তাহাকে প্রকৃষ্টামধ্যে গণ্য

করিতে হইবে ! এই সকল প্রকৃতিসম্পন্ন
নাট্যিকারা নানাবেশভূষায় বিভূষিত হইয়া
নাটকে প্রযুক্ত হইয়া ।

সংস্কৃত শাস্ত্রে নাটক, নাটিকা, প্রহসন
প্রভৃতি অষ্টাবিংশতিপ্রকার দৃশ্যকাব্যের এবং
তদানুযায়িক বিষয়সমূহের নাম, লক্ষণ ও উদা-
হরণাদি যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা সংক্ষেপে
বিবৃত হইল । এক্ষণে কতিপয় প্রসিদ্ধ সংস্কৃত
নাটকসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ
এবং ইউরোপীয় ট্যাব্লু ভিভাণ্ট নামক পঞ্জীব
প্রতিমূর্ধি প্রদর্শনের বিষয় পরিশিষ্টভাগে লিখিত
হইতেছে ।

পরিশিষ্ট ।

মালতী-গাধব ।

মালতী-গাধব অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, দশ অঙ্কে
আবদ্ধ, ইহার বচনপ্রণালী অতি প্রগাঢ়,
অথচ চিত্তহারিণী, কিন্তু এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে
নাটক-বিরুদ্ধ দীর্ঘ সমাসের এবং গূঢ়ভাবের
সত্তা লক্ষিত হয় । গ্রন্থখানি মহাকবি ভবভূতি-
প্রণীত । ভবভূতিপ্রণীত মালতী-গাধব প্রভৃতি
গ্রন্থসমূহেই তাঁহার জীবনীৰ অস্পষ্ট ছায়া
দেখিতে পাওয়া যায় । ভবভূতি দাক্ষিণাত্য
বেরার বা বিদরদেশীয় কাশ্যপবংশীয় জনৈক
ব্রাহ্মণের পুত্র, তাঁহার অপর নাম ত্রীকণ্ঠ ।

তাঁহার রচনানৈপুণ্যের প্রতি বিশেষ মনো-
 নিবেশ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তিনি
 গোওয়ানা দেশের অন্তর্বর্তী অনন্ত পৰ্বত ও
 তলিকটস্থ বনভাগের সহিত আবাল্য পবিচিত,
 কিন্তু সাহিত্যবিষয়ক গৌরবলাভে তিনি
 স্বদেশের নিকট গী নহেন, বরং পাশ্চাত্য
 রাজগণের ঋণপাশে আবদ্ধ। তাহার প্রমাণ
 এই, ভবভূতি উজ্জয়িনী এবং তৎপার্ববর্তী
 দেশ সমুদায়েব ভৌগলিক ও অত্যান্ত বিষয়েব
 চিত্র প্রদর্শনে যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া-
 ছেন, তাহাতে তিনি যে, বহু দিবস ঐ স্থানে
 কালযাপন করিয়া তত্রত্য ভূভাগাদি স্বচক্ষে
 নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্বিময়ে
 অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ভিন্ন
 সেরূপ সূক্ষ্ম বর্ণন কখনই সম্ভবপর নহে।

যদিচ ভবভূতির উৎপত্তির কোন নির্দিষ্ট সময় নিরূপিত নাই, তথাপি নানা গ্রন্থের আলোচনায় তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দশরূপকনামক অলঙ্কার গ্রন্থেব ভাবে বোধ হয়, ভোজরাজের পূৰ্ব্বতন রাজা মঞ্জের পূৰ্ব্বও ভবভূতি জন্মগ্রহণ করেন, রাজতবঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসগ্রন্থে জানিতে পারা যায়, কনোজের রাজা যশোবর্মা ভবভূতিকে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্ববিষয়ে বিশেষ সাহায্য দান করিতেন। যশোবর্মা ৭২০ খৃঃ অব্দে রাজত্ব করেন, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, ভবভূতি খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুৰ্ভূত ছিলেন। এতদ্বিন্ন তাঁহার রচনাপ্রণালী দ্বারাও তদীয় জন্মসময় এক প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভবভূতি যে

সময়ে নিজ গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করেন, তখন হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারাদি অতি বিশুদ্ধ-ভাবে প্রচলিত ছিল, কোন বৈদেশিক আচার ব্যবহারের সহিত মিশ্রিত হয় নাই । তৎকালে সম্রাট কামিনীগণের বহির্গমনপ্রথা এক্ষণকাল মত দোষাবহ ছিল না, স্ত্রীলোকে রা পিঞ্জর-নিবদ্ধ বিহঙ্গীর স্থায় নিরন্তর অবরোধে আবদ্ধ থাকিত না, স্মৃতরাং সেই সময় যে, মুসলমান-দিগের অধিকারের পূর্বতন, তাহাতে আব সন্দেহ থাকিতেছে না ; কারণ, মুসলমান রাজা-দিগের রাজত্বকাল হইতেই ভারতমহিলাগণ স্বজাতিস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের স্বাধীনতাও জলাঞ্জলি দিয়াছেন । বোধ কবি এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন । বৌদ্ধধর্মগীদিগের বিশেষ প্রীতিভাব,

প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের নিকট তাহাদের
 কীর্ত্তদা গমনাগমন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ
 আলোচনা, শিবোপাসনা, নানা যোগক্রিয়ার
 প্রচল প্রচার, ইত্যাদি প্রাগৈনকালীন ঘটনা-
 বলীও মুসলমান বান্দাদিগেব আক্রমণের পূর্ক-
 কালে যে, ভবভূতি প্রাহুভূত হন, তাহার পরি-
 ক্রম প্রদান করিতেছে। মুসলমানদিগের আক্র-
 মণকাল হইতেই বিগুহু হিন্দু আচার ব্যবহারের
 ক্রিমদংশে পরিবর্তন, এবং শঙ্করাচার্য্যের বিজ্ঞান-
 শাস্ত্রের প্রভাবে যোগবলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য
 ক্রিয়াপ্রদর্শনের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়।
 শঙ্করাচার্য্য সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে প্রাহু-
 ভূত হন, সুতরাং মালতী-মাধব-প্রণয়নকাল
 যে, তৎপূর্কবর্ত্তী, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মুদ্রারাক্ষস ।

মুদ্রারাক্ষস অধিক প্রাচীন গ্রন্থ নহে, সাত অঙ্কে সম্বদ্ধ, ইহার রচনায় নানা কৌশল দৃষ্ট হয়, গ্রন্থের অপরাপর বিষয় অপেক্ষা অতি জটিল রাজনৈতিক বিবরণ, মন্ত্রিকার্য্য-কৌশল এবং অধ্যবসায় প্রভৃতি বিষয় সমুদায়ই অধিক পরিমাণে আদরণীয়। অন্ত কোন গ্রন্থাদিতে গ্রন্থকর্তার কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং গ্রন্থকর্তা বা গ্রন্থপ্রণয়নের কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নাট্যকারস্তু সূত্রধারের বক্তৃতায় এইমাত্র জানা যায়, সামন্তোপাধিক বটেস্বর দত্তের পৌত্র, মহারাজ পৃথুর পুত্র কুমার বিশাক দত্ত মুদ্রারাক্ষসের প্রণয়নকর্তা। গ্রন্থ প্রণয়ন করা বা গ্রন্থকারমধ্যে পরিগণিত হওয়া রাজা বা

রাজকুমারদিগের পক্ষে বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। উইল্‌সন্ সাহেব অনুমান করেন, আজমিরের চৌহন দলপতি পৃথুরায়ই গ্রন্থকর্তার পিতা। পৃথুরায় খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে পরলোক গমন করেন। নাটকের শেষভাগে ম্লেচ্ছদিগের উৎপীড়নেব উল্লেখ আছে, ইহা হইতে এবং পৃথুর প্রাচীর্ভাবসময় হইতে বোধ হয়, খৃঃ একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে মুজারাকস রচিত হইয়া থাকিবে। যদিও ঐকশেষে স্পষ্টাক্ষরে ম্লেচ্ছদিগের নাম উল্লেখ নাই, তথাপি নৃদেশীয় বার্ষিক শত্রুর আক্রমণস্থলে পাঠান-বংশীয় ম্লেচ্ছদিগের আক্রমণ, এইরূপ অর্থ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যেহেতু বৈদেশিক অসভ্যদিগের মধ্যে প্রথমেই পাঠানেরা ভারত-বর্ষ আক্রমণ করে।

মূচ্ছকটিক ।

মূচ্ছকটিক এখানি প্রকরণ গ্রন্থ, দশ অঙ্কে বিভক্ত, শূদ্রকনামক জনৈক রাজকর্তৃক প্রণীত । রাজা শূদ্রক যে, কোন সময়ে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং তিনি যে, কোথাকার রাজা ছিলেন, তাহারও স্থিরতা নাই ; কেহ বলেন, ইনি অবন্তীর রাজা ছিলেন, কাহারও মতে শূদ্রক মগধের এক বংশের আদি রাজা । যাহাই হউক, রাজা শূদ্রক যে একজন অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত, সাহিত্যশাস্ত্রানুরাগী এবং শাস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন, তাহারও সন্দেহ নাই । রাজা শূদ্রক ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করত স্বৈচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মানবলীলা সম্বরণ

করেন । যদিচ মৃচ্ছকটিকের প্রণয়নকাল নির্ণয়
করিতে পারা যায় না বটে, তথাপি গ্রন্থের
রচনাপারিপাট্য, ভাষাবোজনা, এবং উপাখ্যান-
ভাগ বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট
প্রতীয়মান হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ । বোধ
করি, খৃষ্টের জন্মের পূর্বে গ্রন্থখানি প্রণীত
হইয়া থাকিবে ; কারণ, গ্রন্থমাধ্য বৌদ্ধদিগের
বিশেষ প্রাভুত্বের কথা দৃষ্টিগোচর হয়,
বৌদ্ধেরা খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের সময় উন্নতির চরমা-
বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

বিজ্রমোর্বশী ।

এই গ্রন্থ মহাকবি কালিদাস প্রণীত বলিয়া
অসিদ্ধ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । রচনাসাদৃশ্যে ইহা

যে, শকুন্তলাপ্রণেতার লেখনীসম্মত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং গ্রন্থখানের প্রাচীনত্বপক্ষে কাহারও সন্দেহ থাকিতেছে না। যেহেতু কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সম-
 কাশ প্রাচ্যভূত হন; রাজা বিক্রমাদিত্যের
 বিংশতি শতাব্দী চলিতেছে। উইল্‌সন্ সাহেব
 গ্রন্থের অবতারণায় (নান্দীতে) পৌরাণিক
 দেবতা মহাদেবের উল্লেখ এবং রচনার নানা
 কৌশল দৃষ্টে ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে
 কুষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু একপ কুষ্ঠিতত্বের কোন
 কারণই উপলব্ধি হয় না, বোধ হয় তাঁহার বিব-
 চনার পূর্বাণ সকল অতি আধুনিক, পূর্বাণসমূ-
 হের আধুনিকত্ব অনুমান করা কতদূর সম্ভব তাহা
 বলিতে পারি না। পরন্তু উক্ত সাহেব আবার
 গ্রন্থের উপাখ্যানভাগের সহিত পৌরাণিক

পাখানের অনৈক্য দর্শনে এই গ্রন্থকে পুরাণ
 কাশের পূর্বপ্রকাশিত বলিয়া স্থানান্তরে
 থিয়াছেন। স্বমতসংস্থাপনেও নিমিত্ত তিনি
 বলেন, “বিক্রমোর্কণী যদি পুরাণ প্রকাশের পবে
 প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে নাটকলেখক অবশ্যই
 ঐ পুস্তক পুরাণের গোচর রক্ষা করিতেন,
 কখনই স্বেচ্ছাচাষিতা অবলম্বন করিতেন না।”
 “রূপ তর্কই বা কেন তাঁহার মনে উদ্ভিত হইয়া-
 ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। কবিবা যে, কাব্য
 নাটকাদি লিখিবার সময়ে ঠিক পুরাণের অনুগত
 হইতে নাই, প্রায় দাবতীয় কাব্য নাটক তৎপক্ষে
 বিশেষ নাস্ত্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ
 টাইলস্ সাহেবের আর একটা মহৎ ভ্রম এই যে,
 বিক্রমোর্কণীকে কখন পুরাণের পূর্ববর্তী কখন বা
 পরবর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন।

উত্তররামচরিত ।

মালতী-মাধবপ্রণেতা ভবভূতি উহা এক
 চরিতের প্রণয়নকর্তা । গ্রন্থখানি কথামূলক
 পূর্ণ, সাত অঙ্কে বিভক্ত । রচনাকৌশল,
 ভাষাচাতুর্য্য, কবণারস, এবং মনোহর ভাব
 দর্শনে উদয় গ্রন্থই একব্যক্তির বচনা বোধ
 অতি সহজেই প্রণীত হইতে পারে । গ্রন্থের
 ঘটনাবলী পাঠে গ্রন্থপ্রণয়নের ঠিক সময় নি-
 পিত হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে এই প্রণয়ন
 বলিতে পারা যায়, গ্রন্থখানি সহস্রাব্দ
 পূর্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে । কারণ, উক্ত
 সময়ে দেশের এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল,
 গ্রন্থে তাহার কিছুই বিরুদ্ধতাব লক্ষ্য হয় না ।
 অনুমান করি, সংস্কৃত ভাষা যে সময়ে প্রচলিত
 কর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কথঞ্চিৎ অবনত হইয়া

উপক্রম হয়, তখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়া থাকিবে । ইহার প্রাচীনত্বের আর এক বিশেষ প্রমাণ এই যে, গ্রন্থমধ্যে বহুল পরিমাণে বেদের উল্লেখ আছে, বিশেষতঃ এমন সকল প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও আচার ব্যবহারের উল্লেখ আছে, যাহার সহিত অধুনাতন আর্য্যজাতি পরিচিত নহেন । তাৎকালিক আচার ব্যবহারের সহিত আধুনিক আচার ব্যবহারের অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয় ।



রত্নাবলী ।

রত্নাবলী এখানি নাটিকা গ্রন্থ, চারি অঙ্কে সম্বদ্ধ । ইহার রচনা ও উপাখ্যানভাগ অতি মনোহর । নাট্যরসে সূত্রধারের প্রস্তাবে জানা

যাম্ব, রাজা হর্ষদেব ইহার প্রণেতা, ইনি কাশ্মীর দেশের রাজা ছিলেন, বিদ্যাবিমতে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কাব্যপ্রকাশকঃ বলেন, উক্ত রাজা অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু এক খানিও তাঁহার প্রণীত নহে, ধাবক এবং অগ্রাগ্র কবিগণ সে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া রাজার নানে জন সমাজে প্রচারিত করেন। কহলন পণ্ডিত-বিরচিত কাশ্মীরদেশীয় ইতিহাসের পাণ্ডুপি দর্শনে জানা যায়, হর্ষদেবের পিতা ফলস কোন কারণ বশতঃ তাঁহার প্রতি বিদূর্জ হইয়া উৎকর্ষনামক জটনক জাভিকে স্বীয় সিংহাসন প্রদান করেন। উৎকর্ষ দ্বাষিংশতি দিবসমাত্র রাজত্ব করিয়া হর্ষদেবকর্তৃক সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শত্রুহস্তে পতন অপেক্ষা

নিধন শ্রেয়ঃ বিবেচনার আবশ্যতা দ্বারা ইহ-
লোক পরিত্যাগ করেন। এই সুযোগে
১১১৩ খৃঃ অব্দে হর্ষদেব পিতৃসিংহাসন পুনরধি-
কার করেন। দুঃখের বিষয় তিনি অধিক কাল
রাজত্বভোগ করিতে পারেন নাই, ১১২৫ খৃঃ
অব্দে তাঁহার রাজ্যাবসান হয়, সুতরাং ঐ
সময়ের মধ্যেই রত্নাবলী প্রণীত হইয়া থাকিবে।
হর্ষদেব একজন কবি, অভিনেতা ও নর্তকদিগের
উৎসাহদাতা, বহুভাষাজ্ঞ এবং সাহিত্যানুরাগী
বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছেন, কিন্তু তিনিই
যে, রত্নাবলী প্রণয়ন করেন, তাহা বিষয়ক কোন
কথারই উল্লেখ তাহাতে নাই। যাহাই হউক,
রত্নাবলী যে, উক্ত সময়ে বিরচিত হইয়াছিল,
সে বিষয়ে কাহারই সন্দেহ নাই, যেহেতু ৩৭-
কালে ভাষা এবং সামাজিক অবস্থা যেরূপ

ছিল, গ্রন্থমধ্যে তৎসমুদায়ের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য
রক্ষিত হইয়াছে ।

মালবিকাগ্নিমিত্র ।

মালবিকাগ্নিমিত্র—এই গ্রন্থ কালিদাসকৃত
বলিয়া প্রসিদ্ধ, সূত্ররাং প্রাচীন এবং পাঁচ
অঙ্কে সমাপ্ত । গ্রন্থের নায়ক অগ্নিমিত্রের ইতি-
হাসই ইহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে ।
অগ্নিমিত্র রাজা পুষ্পমিত্রের পুত্র । বিষ্ণুপুরাণে
দৃষ্ট হয়, পুষ্পমিত্র মাগধসুজবংশীয় রাজগণেব
আদি পুরুষ । ইনি মৌরবংশীয় শেষ রাজা বৃহ-
দ্রথের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া ‘সেনানী’
উপাধি ধারণ করেন, পরে রাজাকে রাজ্যচ্যুত
ও বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হন, তদনুসারে

তৎপুত্র অগ্নিমিত্রই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী
 হন। মৌরবংশের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্র-
 গুপ্ত হইতে দশ জন রাজা ক্রমান্বয়ে মগধের
 সিংহাসনে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে
 উক্ত দশ রাজার রাজত্বকাল ১৩৭ বৎসর।
 স্মৃতরাং অগ্নিমিত্র এবং তাঁহার পিতার জীবিত
 কাল খৃঃ অব্দের প্রায় ১৬০ বৎসর এবং
 কালিদাসের সমসাময়িক রাজা বিক্রমাদিত্যের
 ১০০ বৎসর পূর্ব। কালিদাস গ্রন্থমধ্যে অগ্নি-
 মিত্রের রাজত্বকালের অবস্থা যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ-
 রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত সময়
 নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, কেননা
 ১০০ বৎসরের অধিক কাল হইলে লোকের
 অন্তঃকরণে উপাখ্যানভাগ এরূপ জাগরিত
 থাকিত না। গ্রন্থখানির প্রাচীনত্বের অপর একটি

প্রমাণ এই, নান্নকের রাজধানী বিদিশা নামে অভিহিত হইয়াছে, বিদিশা এই নামটী অতি প্রাচীন, যেহেতু আধুনিক কোন গ্রন্থেই উক্ত নাম দৃষ্টিগোচর হয় না । কিন্তু গ্রন্থমাধ্যে যে সকল আচার ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলে গ্রন্থধানিকে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইতে পারে না, কারণ তৎসমুদায় আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের পতনাবস্থার পরিচায়ক, বিশেষতঃ পদ্যের মাধুর্য্য, উচ্চ ভাব ও কল্পনার বিরহ দর্শনে এই নাটকখানি যে, শকুন্তলা বা বিক্রমোর্কশীপ্রণেতা কালিদাসের লেখনীসম্মত, সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের কখনই এমন বোধ হয় না ।

মৃগাকলেথা ।

মৃগাকলেথা—নাটিকা কামরূপরাজহুহিতা
 মৃগাকলেথার সহিত কলিজরাজ কপূরভিল-
 কের প্রণয়-সংঘটন-ঘটিত উপাখ্যানবর্ণনে পরি-
 সমাপ্ত, চারি অঙ্কে বিভক্ত । এই গ্রন্থ ত্রিমল-
 দেবের পুত্র বিশ্বনাথদেবকর্তৃক বিরচিত ।
 ইঁহাদিগের পুত্র বাসুদেব গোদাবরীতীরস্থ
 কোন দেশ । পরে কোন কারণ-বশতঃ ইঁহারা
 পুত্র বাসুদেব পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে
 গিয়া বাস করেন । বিশ্বনাথ বারাণসীবাস-
 কালেই বিশ্বেশ্বরধাত্রী উপলক্ষে এই নাটিকা
 প্রস্তুত এবং ইঁহার অভিনয়ও প্রদর্শন করেন ।
 পুস্তকখানি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়
 না, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারা
 যায়, কি রচনাকৌশল, কি ভাব, কি ঘটনাবলী

সমুদায় বিষয়েই রত্নাবলী, বিক্রমোর্কশী এবং
মালতীমাধব এই গ্রন্থত্রয়ের অনুকরণমাত্র,
কবির নিজের অধিক মস্তিষ্কসঞ্চালনের বিশেষ
পরিচয় পাওয়া যায় না ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল ।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল--এই নাটকখানি উজ্জ-
য়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নব-
বয়স সভার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন মহাকবি কালিদাস-
প্রণীত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত । এই নাটক যে,
আধুনিক প্রচলিত নাটকসমুদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব
লাভ করিয়াছে, তাহা সহস্রর ব্যক্তিমাঝেই
স্বীকার করেন । এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে স্পষ্টই
প্রতীত হয় যে, কালিদাস-রত্ন গ্রন্থসকলেরও

প্রধান, এই নাটকের প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত সমুদায় অংশই সর্বোৎকৃষ্ট। কালিদাস মহাভারতীয় শকুন্তলার উপাখ্যানভাগমাত্র অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু নিজ অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তির আশ্রয়ে মহাভারতীয় উপাখ্যান অপেক্ষা সহস্রগুণে নিজ শকুন্তলাকে লোকের চিত্তচমৎকারিণী হৃদয়গ্রাহিণী করিয়াছেন। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সময়ে অভিজ্ঞানশকুন্তল প্রণয়ন এবং তাঁহারই সভায় ইহার অভিনয় প্রদর্শন করেন।

বেণী-সংহার ।

বেণী-সংহার—বীররস-প্রধান নাটক, ইহার রচনাপ্রণালী দৃষ্টে ইহাকে প্রাচীন বলিয়া

বোধ হয়। এই গ্রন্থ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ভট্ট-
 নারায়ণ নামক মহাকবি-প্রণীত। কেহ কেহ
 ভট্টনারায়ণকে যুগরাজ বা সিংহ এই উপাধিতে
 ভূষিত করেন, কিন্তু এটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ
 হয়। কারণ ভট্টনারায়ণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন,
 রাজবংশ বা যোদ্ধাজাতি-জ্ঞাপক সিংহ উপাধি
 কখনই তাঁহাতে সম্ভবে না। কাব্যপ্রকাশ,
 সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারগ্রন্থসমূহে বেনী-
 সংহার গ্রন্থের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া
 যায়, সুতরাং বেনীসংহার যে, উক্ত গ্রন্থসমূহের
 পূর্বজাত, তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ নাহি।
 কথিত আছে, বঙ্গরাজ আদিশূর কান্তকূজ
 হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্ট-
 নারায়ণ তন্মধ্যে একজন, বঙ্গীয় শাণ্ডিল্য-
 গোত্রের আদিপুরুষ। লোকে অহুমান করে,

আদিশূর খৃঃ জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে
 গ্রাহ্য হইত ছিলেন, কিন্তু আবুল ফজলের
 লিখিত বঙ্গীয় রাজগণের তালিকা প্রামাণ্যে
 উক্ত সময় ভট্টনারায়ণের জীবিতকাল হইতে
 পারে না। কারণ উইল্‌সন সাহেব বলেন,
 “পূর্বোক্ত তালিকানুসারে আদিশূর হইতে
 পর্যায়ক্রমে ষাটবিংশ রাজা বল্লালসেন খৃঃ জন্মো-
 দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। মধ্যবর্তী রাজ-
 গণের রাজত্বকাল সর্বসমেত প্রায় তিনশত
 বৎসর ধরিলে আদিশূরের রাজত্বকাল ন্যূনাধিক
 দ্বাদশ বা দশম শতাব্দীতে হয়, তাহা হইলে
 বেগীসংহারও যে উক্ত সময়ে প্রণীত হইরাছে,
 তাহা একপ্রকার স্থির হইল। গ্রন্থের রচনাদির
 প্রতি মনোনিবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়
 যে, এই গ্রন্থই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যাদি

রচনার প্রথম কল ।” ভট্টনারায়ণ কলিকাতা-
নিবাসী ঠাকুরবংশেরও আদিপুরুষ ছিলেন ।

অনর্ঘরাঘব বা মুরারি ।

অনর্ঘরাঘব নাটক রামচরিতসম্বন্ধে ও সাত
অঙ্কে পরিসমাপ্ত । গ্রন্থখানি যে, পুরুষোত্তম-
যাত্রার উপলক্ষে প্রণীত ও অভিনীত হয়, তাহা
সূত্রধারের প্রস্তাবনাতেই প্রকাশ আছে । মোদ্-
গৌলাবংশীয় শ্রী বর্দ্ধমান ভট্টের পুত্র মুরারি ভট্ট
ইহার প্রণেতা । ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থখানি
প্রাচীন নহে । কিন্তু সিদ্ধান্তকৌমুদী-কার এই
গ্রন্থ হইতে সমাসাদি সম্বন্ধীয় অনেক উদাহরণ
মিষ্ট গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন । সিদ্ধান্তকৌমুদী
প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে, তাহা

হইলেই মুরারিও দুই শত বৎসরের পূর্বে প্রণীত হইয়া থাকিবে । ইহার দুই শত বৎসর পূর্ব-বর্ত্তিদের আরও একটি প্রমাণ এই, রাজা নরসিংহ-দেবের পুত্র রাজা ভৈরবদেবের অনুমতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি টীকা প্রস্তুত করেন, এই নরসিংহদেবই যদি উৎকলের রাজা নরসিংহদেব হন, তাহা হইলে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ঐ টীকা প্রস্তুত হয়, নরসিংহদেব খৃঃ ১২৩৬ অব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন ।

মহানাটক ।

মহানাটক—এই গ্রন্থখানি নাটক নামে পরিচিত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত, কিন্তু ইহাকে ঠিক

নাটকমধ্যে পরিগণিত করা আমাদিগের
 বিবেচনাবিরুদ্ধ ; যেহেতু ইহার কোম কোন
 স্থানে অতি অল্পমাত্র নাটকোপযোগী কথোপ-
 কথন লক্ষিত হয়, তন্নিম্ন অপর সমুদায় অংশই
 পদ্যে রচিত । পুস্তক পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া
 যায় যে, গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং বহু-
 লেখনীসম্বৃত । লেখকেরা অসম্পূর্ণ অংশ সমু-
 দায় পূরণার্থ যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, ততদূর
 কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই । এই গ্রন্থসম্বন্ধে
 এইরূপ কিঞ্চিদন্তী আছে যে, মহাবীর হনুমান্
 এই গ্রন্থ রচনা করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে
 খোদিত করেন, পরে কোন কারণবশতঃ সেই
 সকল খোদিত প্রস্তরের কতকাংশ সমুদ্রগর্ভে
 নিক্ষিপ্ত হয় । বহুদিবস জলমগ্ন থাকার পর
 রাজা বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী কোন সাহসিক

পুরুষ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশপূর্বক কোন
 অসামান্য উপায়ে সেই সকল প্রস্তর হইতে
 গ্রহের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করেন, এবং
 মধুসূদন মিশ্র সেই সকল উদ্ধৃত অংশের যোজনা
 এবং অপ্রাপ্ত অংশের রচনা করিয়া একখানি
 সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । উইল্‌সন্ সাহেব
 বিক্রমাদিত্যের স্থলে ভোজরাজ এবং মধুসূদন
 মিশ্রের স্থলে দামোদর মিশ্রকে নির্দেশ করিয়া-
 ছেন, কিন্তু এরূপ ভ্রান্তি কতদূর সঙ্গত বলিতে
 পারি না । গ্রহের টীকাকার চন্দ্রশেখর বিদ্যা-
 লঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে বিক্রমাদিত্যের নাম নির্দেশ
 করিয়াছেন, এবং গ্রহের প্রতি অঙ্কে অঙ্কসমাপক
 যে এক একটা শ্লোক আছে, তাহাতে মধুসূদন
 মিশ্রেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়, দামোদর
 মিশ্রের নামের গন্ধও নাই, তবে উইল্‌সন্ সাহেব

যে, দামোদরমিশ্রের নাম কেন উল্লেখ করিয়া-
 ছেন, তাহার তাৎপর্য আর কিছুই নাই। উইন্-
 সন্ সাহেব এই গ্রন্থকে ভোজরাজের উপদেশানু-
 সারে প্রকাশিত বলিয়া যখন স্থির করিয়াছেন,
 তখন মধুসূদন মিশ্রের স্থানে দামোদর মিশ্রকে
 উপস্থাপিত করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ
 হয় না, কারণ, ভোজপ্রবন্ধ নামক গ্রন্থে লিখিত
 আছে, দামোদর মিশ্রই ভোজরাজের অতি
 প্রিয়পাত্র অতি সুলেখক ছিলেন, সূতরাং মহা-
 নাটক তাঁহারই লেখনীসম্মত হওয়াই সম্ভবপর,
 বিশেষতঃ ভোজপ্রবন্ধে মহানাটকসম্বন্ধে এইরূপ
 লেখা আছে যে, কোন বণিক্ নদীকূলস্থ কতক-
 গুলি প্রস্তরখণ্ডে কতকগুলি শ্লোক (যাহা
 হনুমান্ বিয়চিত্ত বলিয়া পূর্বে উক্ত হইয়াছে)
 প্রাপ্ত হইয়া প্রথম দুইটি শ্লোক কাগজে নকল

করিয়া ভোজরাজের সভায় আনয়ন করে, তদুদ্ভে
ভোজরাজ অবশিষ্ট অংশ সমুদায় সংগ্রহ-তৎপর
হইয়া তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অবশিষ্ট
অংশ সকল উদ্ধৃত করেন। গ্রন্থের লিখিত
শ্লোকের মর্ম্ম এবং টীকাকারের মত পরিত্যাগে
গ্রন্থান্তরের মত গ্রহণ কতদূর সঙ্গত, তাহা সম্বন্ধ
পাঠকগণ অনুভব করিয়া লইবেন। পাঠকগণের
প্রতীতির জন্য এস্থলে অল্পসমাপক শ্লোকটি
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। বধ্য :—

এব শ্রীলহনুমতা বিরচিতো শ্রীমদ্রহানাটকে
বীরশ্রীযুতরামচন্দ্রচরিতে প্রত্যাঙ্কিতে বিক্রমৈঃ ।
মিশ্রশ্রীমধুসূদনে কবিনা সম্ভার্তা সম্বন্ধীকৃতে
যাতোহকঃ প্রথমো বিদেহতনয়ালভাভিধানো মহান্ ॥

বাহাই হউক, উক্ত জনশ্রুতি হইতে এই
মাত্র অনুভূত হয়, কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থের অংশ

সমুদায় উক্ত প্রকারে যোজিত হইয়া মহানাটক
গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে ।

সারদাতিলক ।

সারদাতিলক—ভানজাতীয়, এক অঙ্কে
আবদ্ধ । ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, গ্রন্থখানি
আধুনিক, খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বিরচিত ।
যেহেতু গ্রন্থমধ্যে জজম ও বৈষ্ণবদিগের বিশেষ
উল্লেখ আছে, এই দুই সম্প্রদায়ই অতি আধু-
নিক । শঙ্করনামক কোন কবি ইহার প্রণেতা,
(শঙ্করাচার্য্য নহেন) বোধ হয় শাক্তধর্ম-পদ্ধতি-
বর্ণিত শঙ্কর কবিই এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, বারাণসী শঙ্করের বাসস্থান ছিল,
এবং ইহার প্রথমভিনয়স্থান কোলাহলপুর,

কোলাহলপুর যে কোথায়, তাহার নির্ণয় হয় না, বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কোলা-পুরই কোলাহলপুর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকিবে, অথবা উহা কাল্পনিক মাত্র ।

যযাতিচরিত ।

যযাতিচরিত—যযাতি রাজার চরিতবর্ণনে পরিপূর্ণ, সাত অঙ্কে পরিসমাপ্ত । রুদ্রদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন. (শৃঙ্গারতিলকরচয়িতা রুদ্র-ভট্ট নহেন) কোন স্থানে যে, ইহার প্রথমান্তি-নয় প্রদর্শিত হয়, তাহার স্থিরতা নাই । কুব-লয়ানন্দ গ্রন্থকর্তা আপ্যায়দীক্ষিত নিজগ্রন্থের উদাহরণ সংগ্রহস্থলে রুদ্রদেব নামক জনৈক রাজার বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া

গিয়াছেন, আপ্যায়দীক্ষিত বিজয়নগরের রাজা
 কৃষ্ণদেবের রাজত্বকালে (১৫২৬ খৃঃ অকে)
 প্রাহুভূত ছিলেন। বোধ হয়, আপ্যায়দীক্ষিত
 তৈলঙ্গদেশাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেবকেই রুদ্র-
 দেব নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।
 প্রতাপরুদ্র ১৪০০ খৃঃ অকে প্রারম্ভে তৈলঙ্গ
 দেশে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু
 খৃঃ ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে বাক্যা-
 বলীপ্রণেতা রুদ্রনামধারী একজন প্রসিদ্ধ কবিও
 বর্তমান ছিলেন। যযাতিচরিত যে, কোন্
 রুদ্রের প্রণীত, তাহা ঠিক নির্ণয় করা বড়
 সহজ ব্যাপার নহে। অলঙ্কারাদি কোন গ্রন্থেই
 যযাতিচরিতের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত দেখিতে
 পাওয়া যায় না। উইল্‌সন সাহেব বলেন,
 “এই গ্রন্থের একখণ্ড মাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া

গিয়াছিল, কিন্তু তাহা এত অশুদ্ধ যে, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।”

দূতাস্তদ।

দূতাস্তদ—বালিপুত্র অঙ্গদের দৌত্যকাণ্ড বর্ণনে পরিসমাপ্ত, চারিটি গর্ভাঙ্কে আবদ্ধ। গ্রন্থখানি অতি স্বল্পকলেবর, বোধ হয় নাটকোন্মিথিত রামরাবণের যুদ্ধ এবং বিজয়ী রামের আগমন বিষয়ক কোন দৃশ্য প্রদর্শনের পূর্বলেখ্যরূপে লিখিত হইয়া থাকিবে। এইরূপ রচনাকে ছায়ানাটক বলে। কথিত আছে যে, ত্রিভুবন পালদেবের আজ্ঞানুসারে কুমার পালদেবের যাত্রার উপলক্ষে সুভট-কবিকর্তৃক এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল।

ধনঞ্জয়বিজয় ।

ধনঞ্জয়বিজয়—মহাভারতীয় বিরাটপর্ক
 হইতে গ্রহীত, এক অঙ্কে সমাপ্ত । গ্রন্থখানি
 ব্যাঙ্গযোগজাতীয় । যোগশাস্ত্রাধ্যাপক নারায়ণ-
 দেবের পুত্র কাঞ্চনাচার্য ইহার প্রণেতা, গদা-
 ধর মিশ্র এবং অপরাপর ব্যক্তিবর্গের প্রমো-
 দার্থ জগদেবের আদেশানুসারে ইহার অভিনয়
 প্রদর্শিত হয় । কোন পুস্তকে জগদেবের পরি-
 বর্ত্তে জয়দেবের নাম উল্লেখ দেখা যায় । খৃঃ
 ষোড়শ শতাব্দীতে জয়দেব নামক রাজা কাশ্মি-
 রকুঞ্জের সিংহাসনে অধিকৃত ছিলেন, কিন্তু ইনিই
 যে, গ্রন্থলিখিত জয়দেব কি না, তৎপক্ষে কোন
 বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না । উক্ত গদাধর
 একজন অতি সুলেখক ছিলেন, বোধ হয়
 ইনি বঙ্গীয় সুবিখ্যাত নৈরায়িক গদাধর না

হইতে পারেন, তাহা হইলে মিশ্র উপাধি হইত না, যেহেতু তাঁহার ভট্টাচার্য্য এই উপাধি ছিল ।

প্রচণ্ড-পাণ্ডব ।

প্রচণ্ড-পাণ্ডব—মহাভারতীয় কথায় সম্বন্ধ, দুই অঙ্কে পরিসমাপ্ত, নাটিকাজাতীয় । ইহার অপর নাম বালভারত । ইহার প্রথমাঙ্কে দ্রোপদীর বিবাহ, দ্বিতীয়াঙ্কে পাশাক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের সর্বস্বনাশ, ত্রয়োদশীয়াঙ্কে কেশাকর্ষণাদি-জনিত অপমান এবং পাণ্ডবদিগের বনবাস বর্ণিত আছে । গ্রন্থের উপক্রমণিকাতেই গ্রন্থ-কারের একপ্রকার সামান্ত পরিচয় পাওয়া যায় । বিজ্ঞানগভজিকাকর্তা রাজশেখরকর্তৃক

এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। রাজশেখর একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত, এমন কি লোকে তৎকালে বাণ্মীকি, ভৰ্তৃহরি ও ভবভূতির সহিত ইহাকে একাসনে স্থাপিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। গ্রন্থকার মহামাত্যের পুত্র এবং রঘুবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপালের শিক্ষক বলিয়া বিখ্যাত। মহীপালের (বোধ হয়, মহেন্দ্রপাল বা তাঁহার পিতার) আদেশানুসারেই ইহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হয়। মহীপালসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ইনি আর্য্যাবর্ত বা মধ্য ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, এবং নিজ বাহুবলে বিস্তর দেশ জয় করিয়া নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। মহীপাল নির্ভর নরেন্দ্রের পুত্র। সূত্রধার নিজ প্রস্তাবনার সভ্যগণকে মহোদয়নগরীয় বিদ্বজ্জন বলিয়া

সম্বোধন করাতে অনেকে মনে অহুমান করেন, বর্তমান উদয়পুরেই ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়; কিন্তু তাহা কতদূর সম্ভব হইতে পারে, বলিতে পারি না, কারণ, উদয়পুর অতি আধুনিক নগর, বোধ হয়, খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে স্থাপিত না হইয়া থাকিবে, কিন্তু কাব্যপ্রকাশ এবং অপরাপর কতিপয় অলঙ্কারগ্রন্থে যখন এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার রচনা অবশ্যই কাব্যপ্রকাশাদির পূর্বে হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই উদয়পুরে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শন কিরূপে সম্ভবিত্তে পারে? যেহেতু কাব্যপ্রকাশ রচিত হইবার সময়ে উদয়পুর নগরের পত্তনই হয় নাই।

কপূরমঞ্জরী ।

কপূরমঞ্জরী—এখানি শুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত, সটুকজাতীয়, চারি অঙ্কে পরি-
সমাপ্ত, রাজশেখরের লেখনীসম্মত। অত্ৰ কোন
গ্রন্থেই ইহার বিশেষ উল্লেখ লক্ষিত হয় না,
কেবল সাহিত্যদর্পণকার সটুকজাতীয় উপ-
কপকের উদাহরণ স্বরূপ ইহার নাম উল্লেখ
করিয়াছেন। গ্রন্থের স্থানবিশেষে গ্রন্থকার স্বীয়
ভাষ্যার বর্ণনে আপনাকে চৌহনবংশীয় বলিয়া
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বালরামায়ণ ।

বালরামায়ণ—এই গ্রন্থখানিও রাজশেখ-
রের রচিত বলিয়া পরিচিত, ইহার বিশেষ

বিবরণ গ্রন্থাভাবে প্রদর্শিত হইল না, শুদ্ধ সাহিত্যদর্পণে ইহার নামমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন, রাজশেখর কোন রজঃপুত রাজার মন্ত্রী ছিলেন। সেই রাজা খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মধ্যভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

বিদ্বশালভঞ্জিকা ।

বিদ্বশালভঞ্জিকা—গ্রন্থখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত, রাজশেখরপ্রণীত। ভাষা, গ্রন্থলিখিত ব্যবহার ও পরিচ্ছদাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিলে গ্রন্থখানিকে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত

শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা যে, শার্ঙ্গধর পদ্ধতির পূর্বপ্রচারিত, তাহাতে আর কাহারও অণুমান সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার মহেন্দ্রপাল রাজার শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিচিত আছেন, কিন্তু উক্ত নামধারী রাজা যে, কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় নির্ণয় করিতে পারা যায় না। যাহাই হউক, দক্ষিণ ও পশ্চিমদেশীয়দিগের গার্হস্থ্য, রাজকীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত গ্রন্থকার বৈরাগ্য পরিচিত, তাহাতে তাঁহাকে নন্দ্রদাকুলস্থ কোন জনপদ-বাসী বলিরাই স্পষ্ট অনুভূত হয়।

বিদগ্ধমাধব ।

বিদগ্ধমাধব—ভাগবতবর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক বর্ণনে পর্যাপ্ত, সাত অঙ্কে পরি-
সমাপ্ত । ইহা একপ্রকার জয়দেবের গানগুলি নাট্যকাকারে লিখিত । গ্রন্থখানি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত, বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষতুকৃত কৃষ্ণলীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্তই বিভিন্ন ভাগে লিখিত হইয়া থাকিবে । গ্রন্থখানিতে স্ত্রীলোকের উক্তি প্রত্যুক্তি অধিক পরিমাণে থাকা প্রযুক্ত প্রাকৃত ভাষার আধিক্য লক্ষিত হয় । এই গ্রন্থ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কথায় পর্যাবসিত এবং চৈতন্তদেবের প্রধান শিষ্য বৈষ্ণবধর্মের প্রথম প্রচারক ও শিক্ষক রূপগোস্বামীর প্রণীত বলিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতি আদরের বস্তু । পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই, স্থলখান নিজেই

গ্রন্থকার সাজিয়াছে । বৈষ্ণবদিগের পরম্পরাগত প্রবাদ এবং টীকাকার দ্বারা সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে, গ্রন্থখানি রূপগোস্বামীর রচিত । আরও প্রমাণ এই, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থরচনার কাল ১৫৮৯ সন্থ (খৃঃ ১৫৩৩) লিখিত আছে, রূপগোস্বামীও ঐ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন ।

অভিরামমণি ।

অভিরামমণি—রামচরিতবর্ণনে লিখিত, সাত অঙ্কে সমাপ্ত । গ্রন্থখানির বিবরণ বীর-চরিত ও মুবারি এই দুই গ্রন্থের অনুরূপে লিখিত । এবং উক্ত নাটকদ্বয়ের স্থায় পুরষোত্তমযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথক্ষেত্রে প্রথমাবিনীত । কথিত আছে, সুন্দর মিশ্র এই গ্রন্থের

প্রণেতা। উইল্‌সন সাহেব বলেন, তিনি যে
ছইখানি পাণ্ডুলিপি দেখেন, তন্মধ্যে এক
খানিতে ১৫২১ শাক (খৃঃ ১৫৯৭) গ্রন্থরচনার
কাল লিখিত আছে।

প্রহ্মবিজয় ।

প্রহ্মবিজয়—ইহার উপাখ্যানভাগ মহা-
ভারতীয় হরিবংশ হইতে গৃহীত, সাত অঙ্কে
সম্বন্ধ। হংস ও হংসীর দ্বারা দৈত্যরাজ বজ্র-
নাভের ছহিতা প্রভাবতী এবং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র
প্রহ্ম, পরস্পরের প্রেমাসক্তি, গোপনে বিবাহ,
নারদমুখে এতৎ সমাচারপ্রাপ্তে বজ্রনাভকর্তৃক
প্রহ্মের বিপদ, পরে কৃষ্ণবলরামের সাহায্যে
প্রহ্মের মুক্তি, দৈত্যরাজের আগসংহার ইত্যাদি

বিষয় সমুদায় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।
 রচনাতে লেখকের কল্পনাশক্তি অপেক্ষা পরি-
 শ্রমেরই পরিচয় অধিক পাওয়া যায় । লেখক
 অতি সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু উত্তম কবি নহেন ।
 ধুকিরাজের পৌত্র, বালরুম্ব দীক্ষিতের পুত্র
 শঙ্কর দীক্ষিত গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া উল্লিখিত
 আছে । অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে এই গ্রন্থ
 রচিত এবং বুদ্ধেলখণ্ডের বিখ্যাত রাজা ছত্র-
 লালের পৌত্র হৃদয় সিংহের পুত্র সভা সিংহের
 রাজ্যাভিষেকসময়ে অভিনীত হয় ।

শ্রীদামচরিত ।

শ্রীদামচরিত—ইহার উপাখ্যানভাগ শ্রীম-
 ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে গৃহীত, পাঁচ অঙ্কে

সমাপ্ত । গ্রন্থখানিতে রুস্বিনীহরণের অধিকাংশ ছায়া লক্ষিত হয়, রুস্বিনীহরণে প্রেরিত দরিদ্র ব্রাহ্মণের যেকোন অবস্থা বর্ণিত আছে, শ্রীদামচরিতেও শ্রীদামের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপে বর্ণিত হইয়াছে । গ্রন্থখানি আধুনিক, ইহাতে কল্পনা অপেক্ষা বর্ণনার ভাগই অধিক, কিন্তু সেই সকল রচনার মাধুর্য্য আছে । বৃন্দলখণ্ডের সামান্য রাজা আনন্দরায়ের কোতুহলে মহা-রাত্রীর ব্রাহ্মণ নরহরি দীক্ষিতের পুত্র সামরাজ দীক্ষিতকর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে যেন রচিত হইয়াছে, তাহার কাল নির্ণয় নাই । উইল্‌সন সাহেব বলেন, দীক্ষিতপরি-বারেরা অদ্যাপি কাব্যনাটকে বিশেষ অনুরক্ত, তাঁহাদিগের বংশসম্মত লালাদীক্ষিতের নিকট তিনি বিশেষ ঋণী, যেহেতু তিনি হিন্দুথিয়েটার

লিখিবার সময় লালার নিকট হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন।

ধূর্তনর্তক ।

ধূর্তনর্তক—বিষ্ণুৎসবে অভিনয় জন্ত সাম-
 রাজ দীক্ষিতপ্রণীত, এক অঙ্ক বা দুই সন্ধিতে
 সমাপ্ত। শৈব যোগীদিগকে উপহাস করাই
 গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানিও শ্রীদামচরিত্র
 তের সমসাময়িক, এবং ইহাতেও শ্রীদামচরিত্র
 তের স্থায় কল্পনা বা উচ্চভাব অতি অল্প। কিন্তু
 একরূপ রচনা যে, বহু পরিশ্রমসাধ্য, তৎপক্ষে
 কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানির প্রধান গুণ
 এই, এই জাতীয় গ্রন্থস্বলভ অগ্নীলতা দোষ
 ইহাতে কিছুই লক্ষিত হয় না।

মধুরানিরুদ্ধ ।

মধুরানিরুদ্ধ—বাণরাজার ছুহিতা উষার
সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গুপ্ত প্রেম-
বিষয়ক বর্ণনে পর্য্যাপ্ত, আট অঙ্কে সমাপ্ত ।
গোপীনাথের পুত্র চন্দ্রশেখর ইহার গ্রন্থকর্তা ।
গোপীনাথ সাহিত্যাদির একজন প্রসিদ্ধ উৎ-
সাহদাতা এবং স্নেহদিগের অতিশয় ঘেঁষা
ছিলেন । কথিত আছে, তিনি খৃঃ সপ্তদশ
শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন । এবং বৃন্দাবনেশ্বর
রাজা বীরকেশরীকে স্নেহজয়ের নিমিত্ত সর্বদা
উদ্ভেজনা করিতেন । গ্রন্থকার অতি শৈব
ছিলেন, এবং শিবের কোন উৎসবোপলক্ষে
ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয় ।

ধূর্তসমাগম ।

ধূর্তসমাগম—এই গ্রন্থ অতি হৃষ্টাপ্য, উইল্‌সন সাহেব বলেন, “ ইহার একখানিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার আদি বা অন্তভাগ এরূপ অসম্পূর্ণ যে, তাহাতে কোন ক্রমেই গ্রন্থকারের নাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না । পুস্তকখানি নিতান্ত নীরস নহে । একটি বারান্দনার স্বত্বাধিকার-বিষয়ক বর্ণনায় পর্যাপ্ত । ”

কংসবধ ।

কংসবধ—ইহার উপাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় কৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক বর্ণনে পরিপূর্ণ, এমন কি উক্ত স্কন্ধ কেবল কথোপকথন-

ছিলে একপ্রকার সম্বদ্ধিত বলিলেও বলিতে
 পারা যায়। গ্রন্থের বর্ণনা অতি চমৎকার,
 কিন্তু দীর্ঘ সন্ধি ও দীর্ঘ সমাস ইহার আধুনিকত্ব
 পক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহার
 অভ্যন্তরভাগ হইতে যে স্বকিঞ্চিৎ আভাস
 পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, নৃসিংহের
 পুত্র কৃষ্ণ কবি ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকারের
 অপর নাম শেষ কৃষ্ণ পণ্ডিত। শেষ শব্দ-
 দ্বারা অনুমান হয়, ইনি মহারাষ্ট্রীয়। কিন্তু
 কৃষ্ণ কবির পরিবর্তে যদি কৃষ্ণ পণ্ডিত ধরা যায়,
 তাহা হইলে ঐ নামে যে, একজন বারাণসী-
 মতের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন, তাহাকেই
 লক্ষ্য হয়, ইনি প্রক্রিয়াকৌমুদীর বিখ্যাত টীকা-
 কার। জয়ন্তনামক একজন ইহার শিষ্য তৎকালে
 নামে উক্ত গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত ১৬৩১ খৃঃ

অন্ধে রচনা করেন । গ্রন্থকারের সাহায্য দাতা এবং অভিনয়সভার সভাপতি টোডরের পুত্র গোবর্দ্ধনধারী, ইনি টগুনবংশের অলঙ্কার-স্বরূপ ও গিরিধারী নাথের ধর্মশিষ্য বলিয়া বিখ্যাত । গিরিধারী নাথ বলভের পৌত্র, গোকুলস্থ গোস্বামি-বংশের সংস্কার, বলভ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন । টোডর বোধ হয় আকবরের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী টোডরমলই হইবেন । বিশ্বেশ্বরের কোন যাত্রা উপলক্ষে বারাণসীতে ইহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শিত হয় । এই নাটকখানি দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই জয়ন্তের গুরুকৃষ্ণপণ্ডিত যে, বলভাচার্য্যের পৌত্র এবং টোডরের সমকালীন হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে ।

হাস্যার্ণব ।

হাস্যার্ণব—হাস্যরসপ্রধান, ছই অঙ্কে সমাপ্ত, যোগিবেশধারী ব্রাহ্মণগণের লাম্পট্যদোষ, পাপকর্মে রাজগণের উৎসাহ, মন্ত্রিবর্গের স্বকার্যে অপারগত্ব, বৈদ্য এবং জ্যোতির্বিদদিগের মূর্থতা এই সকল বিষয়কে উপহাস করাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য । গ্রন্থখানি আদ্যস্ত পাঠ করিলে প্রকৃতির কতকটা আভাস পাওয়া যায় । জগদীশনামক কোন পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করেন, এবং বসন্তোৎসবোপলক্ষে প্রথম অভিনীত হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে কোথায় অভিনীত হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না ।

কৌতুকসৰ্বস্ব ।

কৌতুকসৰ্বস্ব—গ্রন্থখানি প্রহসনজাতীয়, ছুই অঙ্কে সম্বদ্ধ, হাস্যরসোদ্দীপক । বিলাসী, অলস ও ব্রাহ্মণদেবী নৃপতিদিগের সহপদেশ দেওয়াই গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য । এই গ্রন্থখানি অন্যান্য প্রহসন অপেক্ষা রসপূর্ণ, অথচ অশ্লীলদোষশূন্য । কথিত আছে, গোপীনাথনামক কোন পণ্ডিত ইহার প্রণেতা, কিন্তু কোন্ সময়ে যে, ইহা প্রণীত হয়, তাহা বলা যায় না, বোধ হয় অধিক প্রাচীন না হইতে পারে, কারণ, লিখিত আছে, শারদীয় দুর্গা পূজার উপলক্ষে অভিনয় করণাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ লিখিত হয় । দুর্গা পূজা কেবল এই বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে, তাহাও অধিক দিবস নহে ।

চিত্রযজ্ঞ ।

চিত্রযজ্ঞ—এই গ্রন্থখানি দক্ষযজ্ঞবিবরণক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত । ইহার সহিত ইটালীয় থিয়েটারের কমিডিয়া এ সোপেটো জাতীয় নাট্যাভিনয়ের কতক সাদৃশ্য আছে, এই নাটকের কথোপকথন অসম্পূর্ণ, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতা আশ্চর্য্য কোণলে রক্ষিত হয়, অভিনেতৃগণ অভিনয়সময়ে সকল অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করিয়া লয়, কোন কোন স্থানে বা কিছুমাত্র কথোপকথন নাই, কেবল অভিনয়িক সঙ্কেত থাকে । রঙ্গভূমিতে ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইলেও এই গ্রন্থে আহুতি প্রদান, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞাঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে । নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বাচস্পতি ইহার প্রণেতা । প্রায়

৩০।৭০ বৎসর গত হইল, নবদ্বীপের রাজা
 কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুরের অনু-
 মতিতে গোবিন্দজীর উৎসব উপলক্ষে এই গ্রন্থ
 প্রণীত হয় । আধুনিক বঙ্গবাসী আৰ্য্যজাতির
 নাটকাদি লিখনের প্রথম চেষ্টার ফল বলিয়া
 ইহা অবশ্যই আমাদিগের আদরের বস্তু । বঙ্গ-
 ভাষায় যে সকল যাত্রা প্রচলিত আছে, তৎ-
 সমুদায় কতকাংশে চিত্রবজ্রের অনুরূপ, কিন্তু,
 যাত্রার রচনাতে তত পাণ্ডিত্য নাই । উইন্সন
 সাহেবের মতে ইটালীয়দিগের ইম্প্রোভিস্টা
 কমিডিয়া নাট্যাভিনয়ের সহিত বর্তমান যাত্রা
 সকলের অনেক সাদৃশ্য আছে ।

নাগানন্দ ।

নাগানন্দ—এখানি নাটকজাতীয়, দয়াদ্রু-
চিত্ত জীমূতবাহনের উপাখ্যানে সম্বন্ধ, পাঁচ
অঙ্কে সমাপ্ত । সূত্রধারের প্রথম প্রস্তাবে জানা
যায়, হর্ষদেব ইহার প্রণেতা ! কেহ কেহ
বলেন, হর্ষদেবের এত অধিক পাণ্ডিত্য ছিল
না যে, তিনি গ্রন্থকারের মধ্যে গণ্য হন,
তবে তাঁহার অনুগত অতি দরিদ্র ধাবকনামক
কোন কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুইখানি
দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়া অর্থলোভে গ্রন্থের
প্রস্তাবনার হর্ষদেবকেই গ্রন্থকারের আসন
প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস
রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষদেব একজন প্রসিদ্ধ কবি
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । যাহাই হউক, উক্ত
উভয় গ্রন্থই যে, এক কবির প্রণীত, তদ্বিবরে

অণুমাত্র সন্দেহ নাই । প্রায় আট শত বৎসর
গত হইল, এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে ।

চণ্ডকৌশিক ।

চণ্ডকৌশিক — এই নাটক সূর্য্যবংশীয় রাজা
হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানগ্রন্থিত, পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত,
আর্য্য ক্ষেমীশ্বরপ্রণীত, ক্ষত্রিয় বংশাবতংস
কার্ত্তিকের নরপতির সভায় প্রথমাভিনীত ।
বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে
মুদ্ররাক্ষসের উপরিতন, উত্তররামচরিতের অধ-
স্তন এবং বেণীসংহার ও নাগানন্দের তুল্য আসন
প্রদান করা যাইতে পারে । মুচ্ছকটিক, মালতী-
মাধব, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রচলিত নাটক নাটিকার
জ্ঞান ইহাতে শৃঙ্গার রসের বাহুল্য না থাকিতে

কল্পনাসের আধিক্য থাকাতে গ্রন্থখানি স্কুমার-
মতি বালকগণের বিশেষ পাঠোপযোগী । আখ্যা
ক্ষেমীশ্বর যে, কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্ম পরি-
গ্রহ করেন, তাহার নির্ণয় করা সুদূরপর্যায়ত ।
তবে এই পর্য্যন্ত অনুমিত হয় যে, গ্রন্থখানি
অত্যন্ত প্রাচীন অথবা অত্যন্ত আধুনিক না
হইতে পারে । যদি অতি প্রাচীন হইত, তাহা
হইলে দশরূপ, কাব্যপ্রকাশপ্রভৃতি প্রাচীন অল-
ঙ্কারগ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ থাকিত, আর যদি
অত্যন্ত আধুনিক হইত, তাহা হইলে ষোড়শ
সুদূরতে প্রণীত সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের
নাটকলক্ষণ-নিরূপণে ইহার নাম নির্দেশ থাকিত
না । বোধ হয়, গ্রন্থখানি চার শত বৎসর পূর্বে
প্রণীত হইয়া থাকিবে ।

জগন্নাথবল্লভ ।

জগন্নাথবল্লভ—গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-
ক্রীড়াবর্ণনে সম্বন্ধ, পাঁচ অঙ্কে পরিসমাপ্ত ।
প্রতাপরুদ্রদেবের অনুজ্ঞানুসারে ভবানন্দ
রায়ের পুত্র রামানন্দ রায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন
করেন । গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন নহে, বোধ
হয়, চারি শত বৎসরের অনধিক কালমধ্যে
রচিত হইয়া থাকিবে । গ্রন্থলিখিত পদ্যগুলির
অধিকাংশই জয়দেবপ্রণীত গীতগোবিন্দের অনু-
কৃতিতে লিখিত ।

দানকেলিকৌমুদী ।

দানকেলিকৌমুদী—ইহা ভাগিকাজাতীয়
একাক্ষে সমাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণলীলার সুবলসংবাদ

অবলম্বনে লিখিত । গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু টীকাকার রূপগোস্বামী-কেই গ্রন্থকারের আসন প্রদান করিয়াছেন । গ্রন্থের সর্বশেষভাগে যে, একটা শ্লোক আছে, তাহাতে গ্রন্থ প্রণয়নের কাল ১৪৭১ শক (১৫৪৯ খৃঃ অব্দ) লিখিত আছে ।

কৃষ্ণভক্তি ।

কৃষ্ণভক্তি—এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত । শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তিক, তান্ত্রিক, বেদান্তী, মীমাংসক-প্রভৃতি নানাবিধ ব্যক্তির পরস্পর বিবাদ দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রকটিত কবাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, কোন উপাখ্যান বিশেষ অবলম্বনে গ্রন্থখানি লিখিত হয় নাই । গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । গ্রন্থের রচনা দৃষ্টে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু কোন্ সময়ে যে রচিত, তাহারও নির্ণয় হওয়া অতি স্কঠিন । গ্রন্থকার ইহাকে নাটক নামে উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে সামান্ত গদ্য-ভিন্ন, নাটকের অন্ত কোন লক্ষণই ইহাতে লক্ষিত হয় না, রচনা-প্রণালী কতকটা মহা-নাটকের অনুরূপে লিখিত ।

সংকল্প সূর্য্যোদয় ।

সংকল্প সূর্য্যোদয়—দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত ।
আমাদিগের অবলম্বিত পুস্তকখানির প্রস্তাবনা অংশটা না থাকাতে কোন্ রাজার রাজত্বকালে গ্রন্থখানি লিখিত, তাহার কিছুমাত্র অবগত

হইতে পারা গেল না, হুঁচকা বশতঃ একখানি ভিন্ন গ্রন্থও বহু অমুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গেল না । যাহাই হউক, গ্রন্থখানি প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের অমুকরণে লিখিত, উপাখ্যান ভাগও প্রায় তদমুরূপ । দাক্ষিণাত্য বেকটনাথ ইহার প্রণেতা ।

প্রবোধচন্দ্রোদয় ।

প্রবোধচন্দ্রোদয়—শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের লেখনী-সম্মত, ছয় অঙ্কে সমাপ্ত । এই গ্রন্থসম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, রাজা যুধিষ্ঠির কুরুবংশ ধ্বংস করিয়া যখন জ্ঞাতিবধজনিত মনস্তাপে অতিশয় নির্বেদ প্রকাশ করেন, সেই সময়ে তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্তই এই গ্রন্থখানি

লিখিত ও অভিনীত হয়। যদি এই কিশদন্তী
 স্বার্থ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা প্রাচীন
 নাটক আর দ্বিতীয় নাই, যাহাই হউক, উক্ত
 গ্রন্থসম্বন্ধে ঐ কিশদন্তী ভিন্ন অন্য এমন কোন
 প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্বারা গ্রন্থপ্রণয়নের
 কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে।

প্রসন্নরাঘব।

প্রসন্নরাঘব—রামচরিত অবলম্বনে লিখিত,
 সাত অঙ্কে সমাপ্ত। সূত্রধারের কথাপ্রসঙ্গে উক্ত
 হইয়াছে, জয়দেব ইহার প্রণেতা, কিন্তু ইনি যে
 গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব নন, তাহার প্রমাণ
 এই, সূত্রধার ইহাকে কোণ্ডিষ্ঠ অর্থাৎ কুণ্ডিন-
 নগরবাদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, গীতগোবিন্দ-

কর্তা অমরদেব কেঁতুলীনিবাসী ছিলেন । বিশেষতঃ রচনায়ও গীতগোবিন্দের স্থায় মাধুর্য্য লক্ষিত হয় না । এই গ্রন্থখানি যে কোন্ সময়ে লিখিত হয়, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; তবে রচনাদৃষ্টে আধুনিক বলিয়া বোধ হয় । গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে রাবণ ও বাণাসুরকে এক সভায় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু সেটী যে কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, যেহেতু রাবণ ত্রেতা যুগে রাজত্ব করিয়া সেই যুগেই তনুত্যাগ করেন । বাণাসুর দ্বাপরযুগের শেষে প্রাহ্লভৃত হন, পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে । রাবণের সহিত তাঁহার এক সভায় অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? সহস্রদ্ব পাঠকগণ ইহার নীমাংসা করিয়া লইবেন ।

মহাবীরচরিত ।

মহাবীরচরিত—রামচরিতসম্বন্ধ, মহাকবি
ভবভূতিপ্রণীত, সাত অঙ্কে বিভক্ত । গ্রন্থকর্তার
পরিচয়াদি মালতী-মাধবে লিখিত হইয়াছে,
গ্রন্থপ্রণয়নকালও প্রায় মালতীমাধবের সম-
কালীন হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমান সন্দেহ নাই ।
ইহার রচনা দৃষ্টে গ্রন্থখানি ভবভূতিপ্রণীত
বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয় ।

পাণ্ডবচরিত ।

পাণ্ডবচরিত—এই গ্রন্থ মহাভারতীয়
বিরাটপর্ক অবলম্বনে লিখিত, ছয় অঙ্কে সমাপ্ত ।
গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, খৃঃ ১৮৬২ অব্দে
প্রণীত । ভাটপাড়ানিবাসী বশিষ্ঠ-বংশ-সম্ভূত

৮. রঘুমণি বিদ্যাতুষণের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম সার্কলোম ইহার প্রণেতা। আমরা অতি বিশ্বস্ত-মুখে অবগত আছি, গ্রন্থকর্তা পঞ্চদশবৎসর বয়স্ককালে ইহা প্রণয়ন করেন, রচনা কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাই হউক, এরূপ বালকের লেখনীসম্মত গ্রন্থ যে, অবশ্যই সাধারণের আদরের বস্তু, তদ্বিম্বা-কছুমাত্র সন্দেহ নাই।

নাট্যপরিশিষ্ট নাটক।

নাট্যপরিশিষ্ট—গ্রন্থখানি নাটকনামে অভি-হিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাকে ঠিক নাটক বলিয়া প্রতী-পন্ন করা যাইতে পারে না, যেহেতু গ্রন্থমধ্যে

স্থানে স্থানে কিয়দংশ গদ্য ব্যতীত সমুদায়ই পদ্য-
ময়। গ্রন্থখানি অতি আধুনিক, বোধ হয় ২৫১০
বৎসরের সমধিক কালমধ্যে লিখিত হইয়া
থাকিবে। কৃষ্ণনগর জেলার অন্তঃপাতী হলুদা
বহেশপুরনিবাসী কৃষ্ণানন্দ কবি ইহার প্রণেতা।
গ্রন্থকারের অসাধারণ কবিত্বশক্তির ভূয়সী
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না,
কারণ, এই গ্রন্থখানি এক দিকে নানাব্যক্তির
উক্তি প্রত্যুক্তিতে পূর্ণ, নানা রসবহুল কবিতা-
সম্পন্ন একখানি কাব্য, অপরপক্ষে লক্ষণ উদা-
হরণাদি সমন্বিত একখানি ব্যাকরণ। আধুনিক
বঙ্গবাসীর এতাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি যে,
আমাদের জাতিসাধারণের অতি আদরনীয়,
তৎপক্ষে অগুমাত্র সন্দেহ নাই।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়।

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়—গ্রন্থখানি চৈতন্যদেবের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত, দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। চৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবি ইহার প্রণয়ন কর্তা। গঙ্গপতি প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে ত্রীপুরবোতামের গুণ্ডিচা নামক যাত্রার উপলক্ষে গ্রন্থখানি লিখিত ও প্রথমাবধি লিখিত হয়। ইহাতে যেরূপ অনুপ্রাসের বাহুল্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এবং চৈতন্যদেবের চরিত্র-বর্ণনাতে গ্রন্থখানি অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের পিতার নাম ত্রিপুরা অপরিচয়্যাদি প্রাপ্ত হওয়া অনুসঙ্গ-পর্যাহত।

বসন্ততিলক ।

বসন্ততিলক—ভাণজাতীয়, এক একে সমাপ্ত । দক্ষিণদেশীয় কাঞ্চীপুরনিবাসী সুদর্শন কবির পুত্র বরদাচার্য্য এই গ্রন্থের প্রণেতা, কিন্তু কোন্ সময়ে ইহা প্রণীত হয়, তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না ; গ্রন্থখানির ভাষা দৃষ্টে প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম এবং গ্রন্থলিখিত “অম্বকারবাটিকায়াং সূচী-বিক্রয়বৎ” (কামার বাড়ীতে ছুঁচ বেচা) এই আধুনিক দৃষ্টান্ত দ্বারা আবার তত প্রাচীন বলিয়াও বোধ হয় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । গ্রন্থের অধিকাংশই আদিরসপূর্ণ, স্থানে স্থানে হাস্তরসোদ্দীপকতাও লক্ষিত হয় ।

প্রিয়দর্শিকা ।

প্রিয়দর্শিকা—নাটকাজাতীয়, চারি অঙ্কে সমাপ্ত । হর্ষদেব ইহার প্রণেতা, বৎসরাজ ও দৃঢ়বর্মানের উপাখ্যানের কিয়দংশ অবলম্বনে ইহা লিখিত । হর্ষদেবই যে গ্রন্থকর্তা, গ্রন্থের লিখনভঙ্গীই তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু এই গ্রন্থেও রত্নাবলীর কতক কতক ছায়া লঙ্কিত হয় । হর্ষদেবের বিবরণ পূর্বে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন বোধে পরিত্যক্ত হইল ।

ললিতমাধব ।

ললিতমাধব—গ্রন্থখানি কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে লিখিত, দশ অঙ্কে সমাপ্ত । সুত্রধার

নিজ প্রস্তাবনার আপনাকেই গ্রহকার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছে, সুতরাং গ্রহকারের নাম গ্রহগণ্যে পাওয়া যায় না, তবে আমরা কোন বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইয়াছি যে, রূপগোস্থামী ইহার গ্রহকর্তা। গ্রহখানি অধিক প্রাচীন নহে, যেহেতু রূপগোস্থামী চৈতন্যদেবেরই সমকালীন, কিন্তু ইহা যে, কোন সময়ে লিখিত হয়, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কোন উৎসবোপলক্ষে ইহার প্রথমাভিনয় প্রদর্শিত হয়।

শ্রীরামজন্ম ।

শ্রীরামজন্ম—গ্রহখানি ভাগজাতীয়, এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহা অতি আধুনিক,

১৮৭৫ খৃঃ অক্টোবর চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়ানিবাসী ৬ সীতানাথ বিদ্যাভূষণের পুত্র অল্পবয়সে নৈয়ায়িকপ্রধান শ্রীরাখালচন্দ্র জ্ঞানরত্নের মধ্যম সহোদর কালীনপতির সভাপতিত্ব শ্রীতারাচরণ তর্করত্ন উক্ত নরপতিশ্রী গোত্রজননমহোৎসবোপলক্ষে এবং সেই উৎসব অবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এই অতি আধুনিক হইলেও গ্রন্থকারের অসামান্য কবিত্বশক্তিপ্রভাবে (যদি প্রণয়নকাল নিরূপণ করিয়া দেওয়া না যায়, তাহা হইলে) সহসা আধুনিক বলিয়া বিবেচনা হয় না, যাহাই হউক, এই গ্রন্থ যখন নবা-বঙ্গবাসীর লেখনীর মুখনিঃসৃত, তখন সাধারণ বঙ্গবাসীর আদরের ও গৌরবের বস্তু, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

অন্বদেশপ্রচলিত সঙ্গীত ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সকল নাটকাদির নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত দ্বিবিধ গ্রন্থ প্রণীত হইবার পরে যে সকল নাটকাদি লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সংখ্যা চতুর্নবতী, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যে কয়েকখানি পুস্তক অদ্যাপি এ দেশে বর্তমান আছে, তৎসমূহের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ একপ্রকার পূর্বে বিবৃত করা গিয়াছে, যে সকল গ্রন্থ অনেক অনুসন্ধানের অপ্রাপ্য, অতি দুঃখিতান্তঃকরণে অগত্যা তাহাদের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াই ভারতীয়নাট্যরহস্যের উপসংহার করা গেল । যথা—পুষ্পমালা, উদাস্ত-রাঘব, কুন্দমালা, রামচরিত, বালচরিত, রামাভিনন্দ, প্রভাবতী, জ্ঞানকীরাম্বব, স্ত্রীবি-

বীরচরিত, চন্দ্রকলা, কৃত্যারাবণ, যযাতি-
 বিজয়, মুরারিবিজয়, মৃক্ষক, সময়সার, রাঘ-
 বাভ্যদয়, পুষ্পভূষিত, রঙ্গদত্ত, লীলামধুকর,
 সৌগন্ধিকাহরণ, সমুদ্রমস্থন, ত্রিপুরদাহ, কুন্তম-
 শেখরবিজয়, শর্মিষ্ঠাযযাতি, ছলিতরাম, কন্দর্প-
 কেলি, রৈবতমদনিকা, নন্দবতী, বিলাসবতী,
 স্তম্ভিতরম্ভ, শঙ্করতিলক, দেবীমহাদেব, যাদ-
 বোদয়, বালিবধ, মেনকাহিত, মায়াকাপালিক,
 ক্রীড়ারসাতল, কনকাবতীমাধব, বিন্দুমতী,
 কেলিরৈবতক, কামদত্তা, পাণ্ডবানন্দ, তুষ্ণ-
 নন্দোদয়, কন্দর্পবিলাস, দূতীসংবাদ, সাবিত্রী-
 বিলাপ, জীমূতকেতন, জাম্ববতীপরিণয়, লক্ষ্মি-
 বিলাস ও কেশবচরিত ।



ট্যাব্লুভিবাণ্ট ।



ইউরোপেও ভারতবর্ষের গ্রাম বিবিধ নাট্যপ্রণালী প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত অস্বদেশীয় নাট্যাঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্যক্ মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। যেহেতু আমাদিগের নাট্যবিৎ পণ্ডিতেরা যে গুলিকে দোষ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বিধি দিয়াছেন, ইউবোপীয়েরা প্রায় সেইগুলিকেই গুণ বলিয়া নাট্যে ব্যবহার করেন। কিন্তু তজ্জন্ত ইউরোপীয় নাট্যের প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না। কারণ, দেশভেদে মনুষ্যের রুচিভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাহাই হউক, আমাদিগের শাস্ত্রকর্তারা যেরূপ সবিস্তার নাট্য-

প্রকরণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, তজ্জন্ত অত্র কোন জাতির নিকট নী হইবার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না, তবে ইউরোপে ট্যাব্লুভিবাণ্ট (সঙ্গীত-প্রতিমূর্তি-প্রদর্শন) নামে যে একপ্রকার অভিনয়পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেটা লোকে বচিত্তহারিণী বটে। যদিচ উক্ত পদ্ধতি আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তথাপি মধ্যে কোন রঙ্গভূমিতে বা সভ্যসমাজে অভিনীত না হওয়াতেই অতি জঘন্যভাবে ও “সঙ্” এই অতি জঘন্য নামে পরিচিত আছে। কিন্তু আজ কাল কোন কোন সভ্য সমাজস্থ রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয় প্রদর্শিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা-বঙ্গসঙ্গীত-বিদ্যালয়ে প্রথমে ছয় রাগের, পরে কলেজ-সঙ্গীতনে সুপ্রসিদ্ধ করি

৮ মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদবধ-
কাব্যনামক অতি সুন্দরিত গ্রন্থের কোন কোন
অংশের এবং বঙ্গনাট্যশালায় রাজরাজেশ্বরী
ভিক্টোরিয়ার আসিয়াস্থ অধিকার-স্বত্বীয় নানা-
দেশীয় ব্যক্তিবর্গের দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে,
বোধ করি ভবিষ্যতে আরও হইবার সম্ভাবনা,
অতএব তৎপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে ।

সজীব দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শন আবালবৃদ্ধ সক-
লেরই চিত্তবিনোদন । জন্মগিতে এই প্রীতিকর
বিষয়ের প্রথম উৎপত্তি । তথায় প্রতি বৎসর
নূতন নূতন দৃশ্যমূর্তি* মহা সমারোহে প্রদর্শিত
হইয়া থাকে । তত্রত্য মহা মহা শিল্পবিৎ পণ্ডিত-
গণও দৃশ্যমূর্তিবিজ্ঞান বিষয়ে সানন্দচিত্তে সহায়তা

* যে যে স্থলে 'দৃশ্যমূর্তি' এই শব্দ প্রযুক্ত হইবে, সেই
সেই স্থলে সজীব দৃশ্যমূর্তি বুঝিতে হইবে ।

করিয়া থাকেন। তাঁহারা আকারের সৌন্দর্য্য ও বর্ণবিজ্ঞাস-সম্বন্ধে যেরূপ চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন, সেরূপ চতুরতা কোন প্রাচীন চিত্রপটেও দৃষ্টি-গোচর হয় না । দৃশ্যমূর্তি দর্শনে উদ্যমশীল নব্য শিল্পীর মনে কল্পনাশক্তি, বিজ্ঞাসজ্ঞান ও কাব্যরসের উদ্দীপন হয়, শিল্পবিৎ পণ্ডিতেরাও শিল্পবিদ্যাসম্পর্কীয় নূতন নূতন ভাব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন ।

দৃশ্যমূর্তিসম্বন্ধীয় রঙ্গভূমি, মূর্তিবিজ্ঞাস, আলোক ও পরিচ্ছদবিষয়ক কতিপয় সংক্ষিপ্ত উপদেশ নিম্নে প্রকটিত হইল, তদ্বারা উদ্যমশীল নব্যসম্প্রদায় শিল্পীর সহায়তা ব্যতিরেকেও অতি সহজে সাধারণের আনন্দ সম্পাদন করিতে পারিবেন ।

রঙ্গভূমি এবং দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্তী স্থানটা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হওয়া আবশ্যিক, বেহেতু

রঙ্গস্থল যত দূরে অবস্থিত হয়, দৃশ্যমূর্তিগুলি ততই সুন্দর দেখায় ।

যে আলায়ে নাট্যশালায় উপযোগী প্রশস্ত মণ্ডপ (হল) অথবা নোপানমঞ্চের (গ্যালা-রীর) অভাব, তথায় দ্বিকপাটযুক্ত প্রশস্ত-দ্বার-মধ্য ছুইটী উপবেশনগৃহ (ড্রইং রুম) দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থান । উক্ত গৃহদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রটীতে মূর্তিগুলি প্রদর্শিত হইবে এবং অল্প-টীতে দর্শকবৃন্দ উপবেশন করিবেন ।

রঙ্গভূমি-নির্মাণ-পদ্ধতি ।

রঙ্গভূমির কুটিটমভাগ দর্শকগণের গৃহতল হইতে অন্যান্য তিন ফিট উন্নত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, বরং আরও কিছু বেশী হইলে ভাল হয় । উপবেশনগৃহেও দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শন জন্ত

কৃত্ত রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু উহা
 দ্বারদেশের উভয়পার্শ্বে নানাবিধে এক ফুটও
 অতিরিক্ত থাকা বিধেয়। যে আলয়ে প্রশস্ত
 মণ্ডপ আছে, তথায় গৃহতললম্বী দীর্ঘ দাক্ষর
 উপরে কাঠফলক বিস্তৃত করিয়া রঙ্গমঞ্চ অতি
 সহজে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মঞ্চটী দীর্ঘে
 বারও প্রস্থেও বার ফিট হওয়া উচিত। প্রশস্ত
 মণ্ডপে দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শিত হইলে দর্শকগণ অধিক-
 তর দূরে উপবেশন করেন বলিয়া মঞ্চটী প্রায়
 ছয় ফিট উন্নত হওয়া আবশ্যক; কারণ, তাহা
 হইলে পশ্চাত্তর্তুী দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা
 হয়।

অভিনেতা এবং দর্শকদিগের মধ্য-ব্যবধান-
 স্থানে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের সাজ কাপড় বিস্তৃত করিতে
 হইবে। যদ্যপি উপবেশনগৃহে দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শিত

হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারদেশে লৌহকীলক দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতে হইবে ।

রঙ্গভূমির পশ্চাদ্ভাগে একখানি সুদীর্ঘ পট রক্ষা করা কর্তব্য । দৃশ্যমূর্তির বর্ণভেদে উক্ত পটের উপর লঙ্ঘিত বস্ত্রেরও বর্ণভেদ হওয়া উচিত । মূর্তিগুলি কৃষ্ণ পবিচ্ছদ পরিহিত হইলে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্ভূমি পাণ্ডুবর্ণ হওয়া বিধেয় । অধিকাংশ দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শনে বিশেষতঃ যথায় উজ্জ্বল বর্ণের বাহুল্য, তথায় পশ্চাদ্ভূমিতে কৃষ্ণ অথবা স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের প্রয়োজন । পর্যায়ক্রমে নানাপ্রকার দৃশ্যমূর্তি প্রদর্শন করিতে হইলে মূর্তিগুলির বিভিন্নতা এবং দর্শকসমূহের নেত্রবজ্ঞানার্থ কৃষ্ণবর্ণেব পরিবর্তে কখন কখন পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্রেরও ব্যবহার হইয়া থাকে । রঙ্গভূমি সর্বদা কৃষ্ণাবরণে আবৃত রাখা কর্তব্য ।

আলোক-প্রণালী ।

আলোক-বিজ্ঞানসহী প্রধানতঃ দৃশ্যমূর্তির অনুসারী । এতৎসম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম আছে । ফুটলাইট (নিম্নতলস্থ দীপমালা) পরিত্যাগ করা আবশ্যিক, নতুবা তদ্বারা দৃশ্যমূর্তির বদন-মণ্ডলে অযোগ্য ছায়া পতিত হইতে পারে । যে স্থলে ক্রস্‌লাইটের (কোণাকোণী আলোকের) প্রয়োজন, তথায় সমুদায় আলোক রঙ্গভূমির এক পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে । তন্মধ্যে অধিকাংশই কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে স্থাপিত হইবে । সাধারণ গাড়ীর লণ্ঠনই এ বিষয়ের বিশেষ উপযোগী । জীনের প্রতিফলকযুক্ত চারি পাঁচটা উক্তপ্রকার লণ্ঠনদ্বারা সুন্দর আলোক সহজে উৎপাদিত হইতে পারে । যেমন ক্রমশঃ যবনিকা উন্মোচিত হয়, সেই সময়ে অতি

শীঘ্র শীঘ্র দর্শকাগারের আলোকগুলি নির্ক্ষাণ করা উচিত । আগ্নেয় অথবা জ্যোতির্শ্ময় দৃশ্য প্রদর্শন করিতে হইলে লণ্ঠনের কাচের উপর লোহিত বা হরিৎ আবরণ দেওয়া বিধেয় । একেবারে অনেকগুলি মূর্তি দেখাইতে হইলে অধিক আলোকেব প্রয়োজন, কিন্তু জ্যোতির্শ্ময় দৃশ্যে অতি অল্পমাত্র আলোকেব আবশ্যক । ঐন্দ্রজালিক (মাজিক) দীপদ্বারা ভৌতিক দৃশ্যের সূচাক শোভা সম্পাদিত হয় । বৈজ্যতিক আলোক (ইলেকট্রিক লাইট) দ্বারা দৃশ্যমূর্তির অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখায় ।

ভিন্ন ভিন্ন অংশে যথারীতি আলোক এবং ছায়া-পতনই প্রতিকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পাদনের মূল । স্ততরাং দৃশ্যমূর্তির শোভা সম্বন্ধে জন্য বহুতর উজ্জলবর্ণের সমাবেশ ভ্রমমাত্র । দৃশ্য

মূর্তিগুলির মধ্যে যদি স্ত্রীমূর্তির প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীকে শ্বেত পরিচ্ছদে বিভূষিত করিতে হইবে। পুরুষমূর্তি প্রাধান্য হইলে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইতে হইবে। একজ নহুমূর্তি দেখাইতে হইলে দীর্ঘাঙ্গ মূর্তিগুলি পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত করিতে হইবে, তাহা না হইলে অগেচ্ছাকৃত ক্ষুদ্র মূর্তি সকল দর্শনে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি উপদেশ আছে, তৎসমুদায় তত বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ না হওয়াতে উপেক্ষিত হইল।

এতদ্ভিন্ন প্রাহেলিকাভিনয় (শ্রাব্যেদ), উপমাভিনয় (একটিং প্রভাব) পরিহাণাভিনয় (বার্নিস্ কুই) পরিচ্ছদাভিনয় (এব্ ট্রাভিগাজা) আকারগোপনাভিনয় (ট্রাডেষ্টি) মুচ্চাভিনয়

ভারতীয় নট্যবহু

(প্যারটেমাইম) গীতাভিনয় (চাপেরা) চন্দ্রমি-
কাভিনয় (ফার্ম) প্রভৃতি আরও নানাথকার
অভিনয়প্রণালী ইত্যাদিতে প্রচলিত আছে,
অবশ্য এ দেশেও কোন কোন স্থানে কুৎস-
মসুন্দার-অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।

